রংদার

কলকাতা নিউ মার্কেটের নাম সবাই জানেন। ঠিক তেমনই সবাই জানেন শিলিগুড়ির হংকং মার্কেটকে। এবারের প্রচ্ছদ কাহিনীতে আলোচ্য উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে পরিচিত সেই বাজার।

হংকং মার্কেট

নয় থেকে বারোর পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৭ চৈত্র ১৪৩০ রবিবার ৬.০০ টাকা 31 March 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in

শিলিগুড়িতে মমতার পদযাত্রা ১৬ এপ্রিল

নিউজ ব্যুরো

৩০ মার্চ : হারানো জমি পুনরুদ্ধারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাখির চোখ উত্তরবঙ্গ। রাজ্যে আসন সংখ্যা বাড়াতে অমিত শা, শুভেন্দু অধিকারীদের লক্ষ্য উত্তরের মাটি ধরে রাখা। এই দুই বিপরীত উদ্দেশ্য সাধনে উভয়পক্ষই মরিয়া। আগামী সপ্তাহ থেকে একদিকে মমতা, অন্যদিকে অমিত ও শুভেন্দু উত্তরবঙ্গে প্রথম দফার প্রচারে আসছেন। আসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ১৬ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী পদযাত্রা করবেন শিলিগুড়িতে।

অসুস্থতা কাটিয়ে তৃণমূল নেত্রী রবিবার প্রথম প্রচার শুরু করবেন। লোকসভা নির্বাচনে তাঁর প্রথম কর্মসূচি কৃষ্ণনগরে সংসদ থেকে বহিষ্কৃত মহুয়া মৈত্রের সমর্থনে প্রচারের সূচনা করে। বহরমপুরে যাবেন একদিন পর, সেখানে দীর্ঘদিনের সাংসদ কংগ্রেসের অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে তৃণমূল প্রার্থী প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। মহুয়া ও ইউসুফকে জেতানো মমতার কাছে সম্মানের লড়াই।

জমি দখলের লড়াই

মুখ্যমন্ত্রীর সূচি

কোচবিহার
৪, ১২ ও ১৬ এপ্রিল
জলপাইগুড়ি
৪, ৫, ১৩ ও ১৬ এপ্রিল
আলিপুরদুয়ার
৫, ১২ ও ১৫ এপ্রিল
রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট
৬ এপ্রিল
শিলিগুড়িতে পদযাত্রা
১৬ এপ্রিল

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সূচি

জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার
৭ এপ্রিল

তারপরেই তাঁর চারদিনের সফরে স্পষ্ট, উত্তরবঙ্গকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি। ভোট দ্বিতীয় দফাতে হলেও প্রথম সফরে তিনি রায়গঞ্জ ও বালুরঘাটে সভা করবেন ৬ এপ্রিল। সেদিনই কলকাতা ফিরবেন তিনি। ৩ এপ্রিল উত্তরবঙ্গে পৌঁছে ৪ এপ্রিল তাঁর দুটি সভা নির্ধারিত হয়েছে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায়। একই দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দিয়ে সভা করার জন্য দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-ও জোর দিচ্ছেন কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায়। ৭ এপ্রিল তিনি এই দুই জেলায় সভা করবেন। জলপাইগুড়ির সভাটি হবে ময়নাগুড়ি টাউন ক্লাবের মাঠে। শুভেন্দু অধিকারীও প্রথম দফার উত্তরবঙ্গ সফরে আলিপুরদুয়ার জেলায় কুমারগ্রামের চ্যাংমারিতে সভা করবেন ৬ এপ্রিল। পরের দফায় ১০ এপ্রিল জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার এবং রাজগঞ্জে তাঁর দুটি নির্বাচনি জনসভা করার কথা। বিজেপি জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামীর আশা, লক্ষাধিক মানুষ শামিল হবেন প্রতিটি সভায়।

আইপিএলের সূচি

আঠারোর পাতায়

প্রত্যয়ী সুনীতা-কল্পনা

হেমন্ত সোরেন ও অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারিকে সামনে রেখে রবিবার দিল্লিতে শক্তি প্রদর্শন করবে ইন্ডিয়া জোট। সেখানে থাকতে পারেন সুনীতা কেজরিওয়াল ও কল্পনা সোরেন।

বিস্তারিত সতেরোর পাতায়

মহিষাসুর

পূর্ব বর্ধমানের গৌর কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে দিলীপ ঘোষ প্রার্থনা করলেন, বহিরাগতরা যেন জামাকাপড় খুলে চলে যায়। পালটা দিলীপকে মহিষাসুর আখ্যা কীর্তি আজাদের।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

অভিষেকের চ্যালেঞ্জ

পাঁচ বছর কেন্দ্রীয় সরকার বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস দিলে লোকসভা ভোটে রাজ্যের ৪২টি আসন থেকেই প্রার্থী তুলে নেবে তৃণমূল। বিজেপিকে এমনই চ্যালেঞ্জ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

বিমলের দুয়ারে রাজু

কাকে সমর্থন, আজ সিদ্ধান্ত নেবে মোর্চা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : বিমল গুরুংয়ের হাত ধরেই তিনি দার্জিলিংয়ের সাংসদ হয়েছিলেন। কিন্তু বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে ২০২০ সালে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ) ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরেছিলেন বিমলরা। সেই থেকে দার্জিলিংয়ের সাংসদের সঙ্গে মোর্চার দূরত্ব তৈরি হয়। মাঝে কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। তিস্তা-রঙ্গিত দিয়ে বহু জল গড়িয়েছে। লোকসভা ভোটের মুখে ফের এক ফ্রেমে বন্দি হলেন রাজু বিস্ট এবং বিমল গুরুং।

শনিবার দুপুরে দার্জিলিংয়ের সিংমারিতে মোর্চার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গিয়ে বিমলের সঙ্গে দেখা করে সমর্থন চান রাজু। তিনি বলেছেন, '২০১৯ সালে বিমলের সমর্থন নিয়েই সাংসদ হয়েছিলাম। পাঁচ বছরে পাহাড়ের দাবি নিয়ে সাধ্যমতো কাজ করেছি। আবার তাঁর সমর্থন চাইতে এসেছি।' বৈঠকের পরে রাজু দাবি করেন, 'এবারও আমরা বিমলের সমর্থন পাচ্ছি।' তিনি বলেন, 'বিজেপির সঙ্গে মোর্চার দূরত্ব থাকলেও আমার সঙ্গে বিমল সহ অন্যদের যোগাযোগ সবসময় ছিল। আশা করছি মোর্চা এনডিএতে ফিরবে এবং আমরা এবার আরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতব।'

বিমল বেশ কিছুদিন ধরে বলছেন, যে রাজনৈতিক দল পাহাড়ের দাবির প্রতি সহানুভূতি দেখাবে মোর্চা তাদেরই সমর্থন করবে। বিজেপি রাজু বিস্টের নাম প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করার পরেও মোর্চা তৃতীয় ফ্রন্ট তৈরি করে প্রার্থী দেওয়ার চেষ্টা করেছে। হামরো পার্টির সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড এবং বিজেপির বিক্ষুব্ধ বিধায়ক বিপি বজগায়েনের সঙ্গে বৈঠক, পাহাড়ের আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা করেছে।

সিংমারিতে মোর্চার অফিসে বিমল গুরুং, রোশন গিরির সঙ্গে রাজু বিস্ট।

পাহাড়ে বিমলের সেই রাজনৈতিক শক্তি নেই। সেটা রাজুও ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক নির্দল হিসাবে দাঁড়ানোয় গোর্খা আবেগকে কাজে লাগিয়ে তিনি বিজেপিরই ভোট কাটবেন, এটা বিলক্ষণ বুঝছেন রাজু। আর তাই সেই ক্ষতে প্রলেপ দিতেই তিনি বাধ্য হয়ে বিমলের শরণাপন্ন হয়েছেন। মোর্চাও দিল্লিতে রোশন গিরির নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে কংগ্রেস, বিজেপির সঙ্গে আলোচনা চালিয়েছে। এরই মধ্যে শুক্রবার হঠাৎই রাজু বিস্ট দিল্লিতে যান। সেই দিনই কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের পরেও বিমল মুখ বন্ধ রেখেছেন। বরং যা বলার ১ তারিখ বলবেন বলে জানিয়েছিলেন। সব মিলিয়েই মোর্চার বিজেপিকে সমর্থন করা নিয়ে জল্পনা চলছিল।

শনিবার দিল্লি থেকে বিমানে বাগডোগরায় ফিরেই সরাসরি দার্জিলিংয়ে যান রাজু বিস্ট। একই বিমানে রোশন গিরি সহ মোর্চা নেতারাও ফিরেছেন। রাজু সিংমারিতে বিমলের অফিসে গিয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন। বিমলও খাদা পরিয়ে রাজুকে স্বাগত জানান। রাজু মোর্চার সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেও বিমল বলেছেন, 'রবিবার সকালে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ বৈঠক ডাকা হয়েছে। বৈঠকের পরেই সিদ্ধান্ত জানাব।'

মা-কে অত্যাচার, গ্রেপ্তার মেয়ে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : টাকাপয়সা, গয়নাগাটির জন্য গর্ভধারিণী মায়ের উপর তুমুল অত্যাচার চালাত মেয়ে। অতিষ্ঠ হয়ে পুলিশে অভিযোগ জানান মা। তারপরই সেই মেয়ের ঠাঁই হয় শ্রীঘরে। ঘটনাটি ঘটেছে শহর শিলিগুড়ির ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের ভাবা সিং কলোনিতে। মেয়ের হাতে অত্যাচারিত মায়ের নাম সীতাদেবী মৌর্য। ঘটনায় ধৃত অবিবাহিত মেয়ের নাম মীনাকুমারী মৌর্য। শনিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে হাজির করে পুলিশ। আদালত তার জামিন মঞ্জুর করে।

পুলিশ সূত্রে খবর, বছর সত্তরের সীতাদেবীর স্বামী মাসখানেক আগে মারা যান। তাঁর পাঁচ মেয়ের মধ্যে চারজনই বিবাহিত। ছোট মেয়ে মীনাকে নিয়ে তিনি ভাবা সিং কলোনিতে থাকতেন। অভিযোগ, দিদিদের বিয়ে হওয়ার পর থেকেই মীনা বাবা, মায়ের ওপর অত্যাচার চালাত। টাকাপয়সা না দিলেই বছর তিরিশের তরুণী তাঁদের মারধর করত। সীতাদেবী বলেন, 'মাসখানেক আগে স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়ের অত্যাচার বেড়েছে।' তার হাত থেকে বাঁচতে তিনি শালুগাড়ায় আর এক মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে আশ্রয় নেন। গত ১৪ মার্চ বাড়ি ফিরতেই ফের রণংদেহি মূর্তি ধরে মীনা। সীতাদেবীর অভিযোগ, 'মীনা আমার কাছ থেকে আলমারির চাবি ছিনিয়ে সোনার গয়নাগাটি, টাকাপয়সা বের করে নেয়। এরপর বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার জন্য প্রচণ্ড মারধর শুরু করে।' মেয়ের মারে জখম সীতাদেবী বাইরে বেরিয়ে আসেন। সেসময় প্রতিবেশীরা তাঁকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে অন্য মেয়েরাও সেখানে চলে আসে। শেষমেশ ওইদিন রাতেই ভক্তিনগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন ওই বৃদ্ধা।

মেয়ে আমার কাছ থেকে আলমারির চাবি ছিনিয়ে সোনার গয়নাগাটি, টাকাপয়সা বের করে নেয়। এরপর বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার জন্য প্রচণ্ড মারধর শুরু করে। মাসখানেক আগে স্বামীর মৃত্যুর পর অত্যাচার বেড়েছে।
- সীতাদেবী

পুলিশ জানায়, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে ভাবা সিং কলোনিতে যেতেই তাদের দেখে মীনা পালিয়ে যায়। অবশেষে শুক্রবার রাতে সে বাড়িতে ঢুকতেই ভক্তিনগর পুলিশ গিয়ে তাকে পাকড়াও করে। তার হেপাজত থেকে আলমারি থেকে মায়ের ছিনিয়ে নেওয়া সোনা-রুপোর গয়না উদ্ধার হয়। এব্যাপারে মীনার অন্য দিদিরা কিছু বলতে চাননি।

মীনার এমন কীর্তি শহরের সামাজিক পরিবেশের পতনের ইঙ্গিত বলে মনে করছে নানা মহল। শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অত্যুহা বাগচীর কথায়, 'প্রশাসনের পাশাপাশি প্রতিবেশীদেরও উচিত এসময় সীতাদেবীর পাশে থাকা। প্রশাসনের উচিত অভিযুক্তর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে দৃষ্টান্ত তৈরি করা, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এমন ঘটনা ঘটানোর সাহস না পায়।'

টয়ট্রেনে অভিনব যাত্রা বিদেশিদের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : ঠিক যেন ভাড়ায় নেওয়া ছোট গাড়ি। এমন গাড়ি ভাড়া নিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ানো যায়। এবারে একই রাস্তায় সওয়ার টয়ট্রেনও। বিদেশি পর্যটকরা তিনদিনের জন্য এই ট্রেনের একটি স্টিম ইঞ্জিন ও একটি বগি ভাড়া করেছেন। এই ট্রেন নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় রাত কাটিয়ে শৈলশহরের দিকে ছুটবেন। ভাড়া? গোটা প্যাকেজে সবমিলিয়ে মাত্র ৪১ হাজার টাকা।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) সূত্রে খবর, এই রেলের ইতিহাসে টয়ট্রেনকে নিয়ে হল্ট-জার্নি এই প্রথম। টয়ট্রেনকে আরও বেশি করে সবার সামনে তুলে ধরতে প্রচারের স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত। ডিএইচআরের ডিরেক্টর একে মিশ্রর বক্তব্য, 'যে বিদেশিরা এবারে এই ট্রেন ভাড়া করেছেন তাঁরা অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম ভালোবাসেন। তাই এভাবে হল্ট করে তাঁরা দার্জিলিং যাবেন। সেইমতো ট্রেন ভাড়া দেওয়া হয়েছে।'

সোফিয়া, হেনরি, আলেকজান্ডার, এলিনা একেকজন একেক দেশের বাসিন্দা। কেউ সুইডেন, কেউ আমেরিকা, কেউ সিঙ্গাপুর, জামানি বা ব্রিটেনের। একটি আন্তর্জাতিক গ্রুপের মাধ্যমে সকলের পরিচয়। বছরে একবার তাঁরা কোনও না কোনও দেশে সমবেত হন। সেই সূত্র ধরেই এবার দার্জিলিংয়ে আসার সিদ্ধান্ত। ২০ জনের এই দল একটি স্টিম ইঞ্জিন ও বগি ভাড়া নিয়েছে। তিনদিন হল্ট করে করে দলটি দার্জিলিং পৌঁছাবে। শনিবার দলটি এনজেপি থেকে তিনধারিয়া পর্যন্ত যায়। দলের সদস্যরা শনিবার রাতে তিনধারিয়াতেই থাকবেন। রবিবার তিনধারিয়া থেকে কার্সিয়াং পর্যন্ত যাবেন। ট্রেনটি সোমবার কার্সিয়াং থেকে দার্জিলিং পৌঁছাবে।

টয়ট্রেনে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছেন বিদেশি পর্যটকরা। -সূত্রধর

এদিন সুকনা ছাড়িয়ে ট্রেন রংটংয়ের দিকে ছুটতেই প্রকৃতির সৌন্দর্যে সকলে অবাক। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সমানে একের পর এক ছবি তোলা। সোফিয়া এসেছেন সুইডেন থেকে। কেমন লাগছে পাহাড় আর টয়ট্রেন? প্রশ্ন শুনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 'আমি আপ্লুত।' আলেকজান্ডার এবং এলিনা দুজনেই ব্রিটেনের বাসিন্দা। করোনার সময়েই পরিচয়। দুজনে আবার বাগদানও সেরে ফেলেছেন। কেমন অনুভূতি জানতে চাইলে দুজনের বক্তব্য, অনেক দিনের ইচ্ছে পূরণ হচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্ত আমরা উপভোগ করতে চাই।

পর্যটন মহল বিষয়টি নিয়ে যথেষ্টই আপ্লুত। পর্যটন ব্যবসায়ী তথা ডিএইচআর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সোসাইটির সেক্রেটারি জেনারেল রাজ বসু এবং এতোয়ার সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী রেলের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

দার্জিলিংয়ে পদ্মে জট

নির্দল প্রার্থী কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক

রণজিৎ ঘোষ ও সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : সরাসরি দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন কার্সিয়াংয়ের বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা ওরফে বিপি বজগায়েন। শনিবার দার্জিলিংয়ের জেলা নির্বাচন আধিকারিকের অফিসে গিয়ে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তবে তাঁর সঙ্গে এদিন বিজেপির কোনও নেতা-নেত্রীকে দেখা যায়নি। মহাকাল মন্দিরে পুজো দিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন বিষ্ণু।

তিনি বলেছেন, 'আমি বিজেপি বিরোধী নই। পার্টিতে থেকেই নির্দল হিসাবে লড়ছি। বিজেপির বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফাও দিচ্ছি না। আমার দাবি ছিল ভূমিপুত্র প্রার্থী। কিন্তু দল রাজু বিস্টকেই আবার টিকিট দিয়েছে। এর প্রতিবাদেই আমার লড়াই।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, 'যে কেউ নির্বাচনে লড়াই করতে পারেন। দেখছি উনি কত ভোট পান। তাঁর জনপ্রিয়তা কতটা সেটাও তো দেখতে হবে।' রাজু বিস্ট বলেছেন, 'ব্যক্তিগত আক্রোশকে ভোটবাক্সে না নিলেই ভালো হত। আমার বিরুদ্ধে বিধায়কের ক্ষোভ থাকতেই পারে। তাই বলে দলের ক্ষতি করা ঠিক নয়।' এর আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলাও ক্ষোভ জানিয়েছেন দলীয় প্রার্থী নিয়ে।

২০২১ সালে বিজেপির টিকিটে কার্সিয়াং থেকে বিধায়ক হন বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা। কিছুদিন পর থেকেই সাংসদ রাজু বিস্ট সহ বিজেপির জেলা এবং রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে বিষ্ণুর দূরত্ব তৈরি হয়। পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধান, ১১ জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবি তুলে ধরে তিনি দলের উপরেই চাপ বাড়াতে থাকেন। পাহাড়ের মানুষ তাঁদের যে বিশ্বাস, যে ভরসায় ভোট দিয়েছে তা মেটানো উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের দাবি, 'কোনও দলের প্রতীকে জয়ী বিধায়ককে নির্দল হিসাবে প্রার্থী হতে হলে আগে পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে। নইলে তিনি প্রার্থী হতে পারবেন না। আশা করছি বিষ্ণু মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করবেন।' ভোটের মুখে দল থেকে বহিষ্কার করে বা অন্য কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে দল কার্সিয়াংয়ের বিধায়ককে সহানুভূতি কুড়োতে দিতে নারাজ। ভোট পেরোলেই এই বিদ্রোহী বিধায়কের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ হবে।

DESUN HOSPITAL
ডিসানে B.Sc নার্সিং পড়ব কিভাবে?
বিশদে জানতে কল করুন
90 5171 5171
Desun Nursing School, Kolkata
desunnursing.in

নাগরিকত্বের আর্জিতে বাদ যেতে পারে ধর্মীয় কারণ

নবনীতা মণ্ডল ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি ও কৃষ্ণনগর, ৩০ মার্চ : বিধি বদলাতে পারে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে সেই ভাবনা শুরু হয়েছে। নথির গেরোয় ওই আইনে নাগরিকত্ব পাওয়া নিয়ে সংশয় তৈরি হওয়ার কারণে এই ভাবনা বলে মনে করা হচ্ছে। সেই লক্ষ্যে মন্ত্রকে কয়েকটি বৈঠক হয়ে গিয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, এই আইনের কয়েকটি ধারা পরিবর্তনের।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, ধর্মীয় কারণে অন্য দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে আসার প্রসঙ্গটিই বাদ যেতে পারে এই সংশোধনে। শুধু অত্যাচারের কারণে বিতাড়নের উল্লেখ থাকলেই তাঁকে শরণার্থী হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং তাঁকে নাগরিকত্ব দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। আগের বিধিতে ধর্মীয় কারণে বিতাড়নের সপক্ষে নথি পেশ করার বিধান ছিল। সেই নথি হতে হবে বিতাড়িত হয়ে আসা দেশের বিদেশমন্ত্রকের।

ধারায় বদল

- অত্যাচারের কারণে বিতাড়িত হলেই শরণার্থী হিসেবে বিবেচনা
- মতুয়া ও নমশূদ্রদের অসন্তোষ চাপা দিতেই এমন পদক্ষেপ বলে ধারণা
- বিধি বদলের সম্ভাবনার কথা প্রকাশ্যে আসতেই সমালোচনা বিরোধীদের

কিন্তু সেই নথি সংগ্রহ করা অসম্ভব বলে মনে করছেন শরণার্থীরা। বিশেষ করে মতুয়া ও নমশূদ্রদের মধ্যে এজন্য অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। এই দুই সম্প্রদায়কে এখন দলের ভোটব্যাংক বলে মনে করে বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনের আগে ওই দুই গোষ্ঠী বেঁকে বসলে বিজেপির বিপদ।

বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'তৃণমূল নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করছে। কারণ, অনুপ্রবেশকারীরা তৃণমূলের ভোটব্যাংক।' তৃণমূলের কুণাল ঘোষ বলেন, 'আমরা আইনটি কার্যকরই করব না। তাই এই আলোচনা অনর্থক।'

সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'এটা বিজেপির রাজনীতি। তৃণমূলও ফায়দা নিচ্ছে। মিথ্যা প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।'

বিমানের অনুরোধ রাখল না কংগ্রেস

শিবশংকর সূত্রধর ও দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৩০ মার্চ : বামেদের আবেদনে কংগ্রেস সাড়া না দেওয়ায় কোচবিহারে দু'পক্ষ পৃথকভাবেই লড়ছে। পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে সবাই আশঙ্কায়। কোচবিহার লোকসভা আসনে ১৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা করেছিলেন। শনিবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের তারিখ ছিল। তবে কেউই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেননি।

কোচবিহারের পরিস্থিতি নিয়ে বাম ও কংগ্রেসের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। ফরওয়ার্ড ব্লক (ফব) বরাবর কোচবিহার, পুরুলিয়া ও বারাসত আসনে লড়াই করে। বাম-কংগ্রেসের আলোচনায় বামেরা পুরুলিয়া আসন ফব-কে ছাড়তে কংগ্রেসকে প্রস্তাব দিয়েছিল। বদলে কোচবিহার আসন কংগ্রেস ফব-কে ছাড়তে চেয়েছিল। কিন্তু আখেরে তা না হওয়ায় ফব'র রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় স্পষ্টতই ক্ষুব্ধ, 'পুরুলিয়া নিয়ে আলোচনা চলছিল। সেখানে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় হয়নি। তবে তার আগেই কংগ্রেস আলোচনার রাস্তা বন্ধ করে দিল। পুরুলিয়া আসনে আমরাই প্রার্থী দেব।'

ফরওয়ার্ড ব্লকের কোচবিহারের সভাপতি দীপক সরকারের বক্তব্য, 'লালঝান্ডাকে ফিরিয়ে আনতে সকলে ঐক্যবদ্ধ। কংগ্রেস যা খুশি করুক।' বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অনন্ত রায়ও ক্ষোভ জানিয়েছেন। প্রার্থী পিয়ার স্বামী কংগ্রেস নেতা বিশ্বজিৎ সরকারের বক্তব্য, 'সিপিএম যদি কংগ্রেসের সঙ্গে না থাকে, তাহলে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির কংগ্রেস কর্মীরাও ওখানে সিপিএমের হয়ে প্রচারে নামবেন না।' সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জীবেশ সরকার অবশ্য হাল ছাড়ছেন না।'

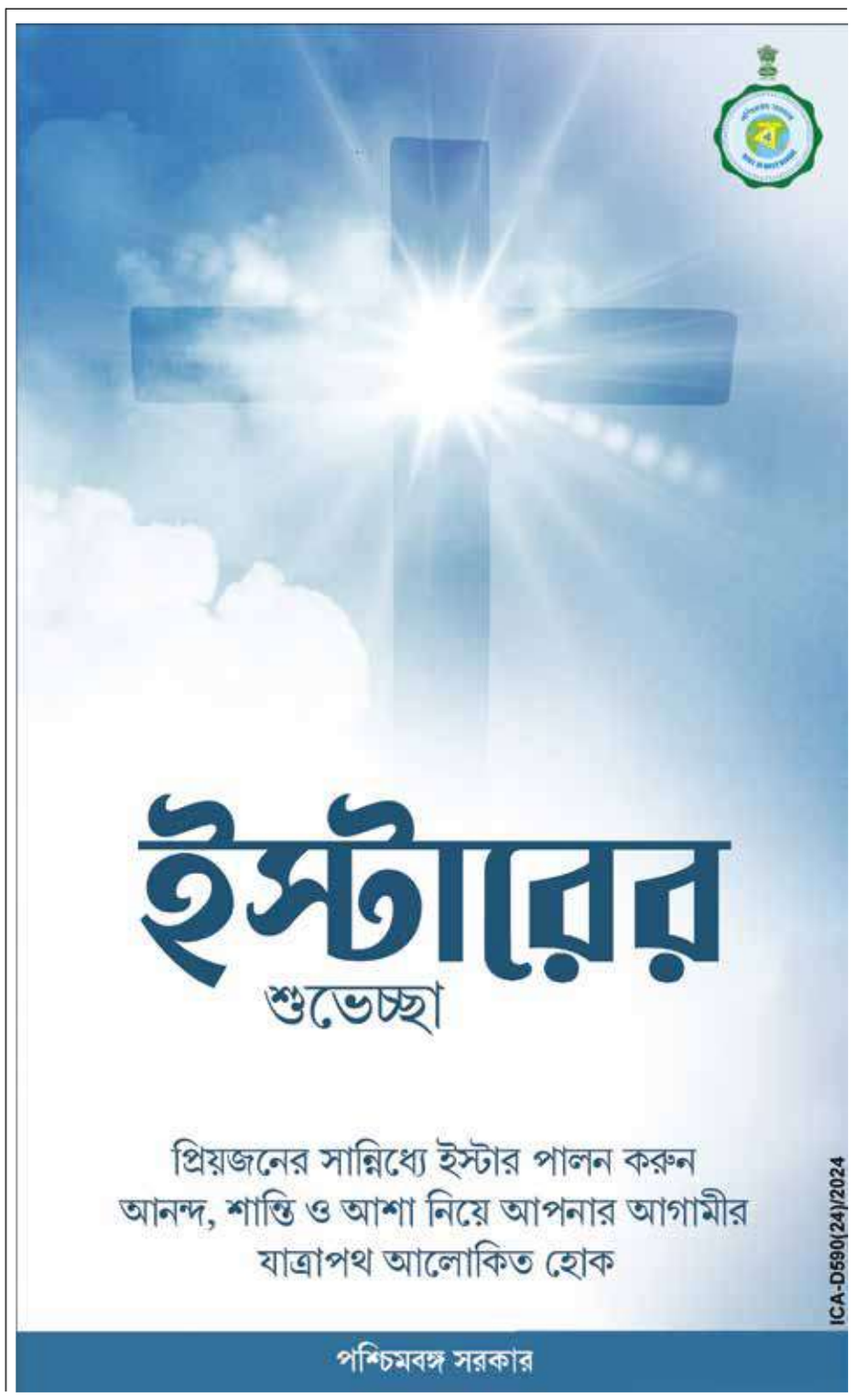

কৃষ্ণনগরে প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র। শনিবার। -পিটিআই

আরএসপি'র অফিস জনশূন্য নকশালবাড়িতে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৩০ মার্চ : নকশালবাড়িতে আরএসপি'র দলীয় কার্যালয়ে দেখা নেই কর্মীদের। নকশালবাড়ি ব্লকজুড়ে দূরবিন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা-কর্মীদের। সামনে লোকসভা নির্বাচন, যেখানে প্রতিটি দল ভোটের প্রচারে ব্যস্ত সেখান নকশালবাড়িতে আরএসপি'র দলীয় কার্যালয় ২৪ ঘণ্টা তালাবন্ধ অবস্থায় রয়েছে। স্থানীয়রাই বলছেন, এর আগে শেষবার মহকুমা পরিষদের নির্বাচনে এই দলের কর্মীদের প্রচারে দেখা গিয়েছিল।

নকশালবাড়ি খালপাড়া রেলগেটে অবস্থিত আরএসপি দলীয় কার্যালয় একটা সময় ভিড়ে ঠাসা থাকত। কিন্তু দিন যত গড়িয়েছে দলের কর্মীদের উপস্থিতির হারও কমেছে। নকশালবাড়ি, মণিরাম, হাতিঘিসায় এই দলের বেশ কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্যও ছিলেন। বাম আমলে সিপিএমের সঙ্গে জোট করে নকশালবাড়ি ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করেছিল এই দল। নকশালবাড়ি বুধকরণজোত, খালপাড়া, বিজয়নগর চা বাগান, মানঝা ও মারাপুর চা বাগানে এই দলের বেশ প্রভাব ছিল। মানঝা চা বাগানে গত পঞ্চায়েত ভোটে আরএসপি প্রার্থী নির্দলে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করেছিলেন। লোকসভা নির্বাচনের আগে তাঁদের আর দেখা মিলছে না।

খালপাড়া মোড়ে ১৯৯৮ সালে বানানো হয়েছিল এই পার্টি অফিসটি। এলাকায় গিয়ে নজরে এল তার বেহাল দশা। বাইরে থেকে দেখলে তো বোঝাই মুশকিল যে এটা কোনও পার্টি অফিস। টিনের ছাদ ও পাকা দেওয়ালগুলির জীর্ণ দশা হয়ে গিয়েছে। বাইরের প্লাস্টারে শ্যাওলা জমেছে। ভিতরেও প্লাস্টার ফাটতে শুরু করেছে। কয়েকটি চেয়ার, টেবিল

খাঁখাঁ করছে আরএসপি'র পার্টি অফিস।

ও আলমারি আছে। সেগুলিরও অবস্থা খুব একটা ভালো বলা যায় না। একটা লাল ঝান্ডা একা একাই উড়ছে অফিস ঘরের সামনে।

দূরে স্থানীয় কয়েকজন তরুণ ক্লাব ঘরে আড্ডা দিতে ব্যস্ত। তাঁদের জিজ্ঞেস করা হলে আরএসপি কার্যালয় কোনদিকে বলতেই পারলেন না। বাম আমলে যে পার্টি অফিস লোকারণ্য থাকত, সেই পার্টি অফিসই এখন শুনসান। বাসা বেঁধেছে পাখি।

দলীয় কার্যালয় থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বাড়ি নকশালবাড়ি আরএসপি'র ব্লকের এরিয়া কমিটির সম্পাদক পৃথ্বীশরঞ্জন সরকারের। ১৯৮০ সাল থেকে তিনি সেক্রেটারি পদে রয়েছেন। ২০০৩ সালে প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অবসরগ্রহণ করার পরেও দলের জন্য খেটেছেন। এখন ৮৩ বছর বয়স। দলীয় কার্যালয়ে খুব একটা আসতে পারেন না। আগের মতো শরীরও চলে না যে গ্রামগঞ্জে ঘুরে সংগঠন মজবুত করবেন। দলের এই পরিস্থিতি দেখে মন খারাপ পৃথ্বীশের। বললেন, 'এখন আর কেউ নীতি আদর্শকে বিশ্বাস করে না। সকলেই টাকার লোভে দল করে। আমাদের ঘুরে দাঁড়ানো খুব কঠিন। আগের মতো তো আর লোকজন নেই।'

সমস্যায় তেভাগার শহিদ পরিবার

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ৩০ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার খাঁপুর অর্থাৎ তেভাগা আন্দোলনের এই পীঠস্থানটি গোটা দেশের কাছেই একটা পরিচিত নাম। অন্তত যাঁরা স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেন, তাঁদের কাছে তো বটেই। ১৯৪৬ সালে খাঁপুরে তেভাগা আন্দোলনে কৃষকদের সঙ্গে জমিদারের লেঠেল বাহিনীর সংঘর্ষ বাঁধে এবং পরবর্তীতে যা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পর্যবসিত হয়। সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ২২ জন কৃষক শহিদ হন। ২০ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ৭ ফাল্গুন তারিখটি খাঁপুরের শহিদ বেদিতে মাল্যদান এবং কৃষক সমাবেশের মধ্যে দিয়ে ঘটা করে বামেরা দিনটি পালন করত। বাম সরকারের আমলে শহিদ পরিবারগুলির জন্য পেনশনও চালু করা হয়।

ক্ষমতা পালাবদলের পর থেকে তৃণমূলও দিনটি পালন করতে শুরু করে। এমনকি রাজ্যে বিজেপির শক্তিবৃদ্ধির পর থেকে তারাও করছে। শহিদ দিবস পালনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়।

কেমন আছেন এখন সেই বাইশটি পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মরা?

বাম সরকার সাতাত্তরে ক্ষমতায় আসার পরেই প্রতিটি শহিদ পরিবারের জন্য শহিদ ভাতা চালু করেছিল। তৃণমূল এসেই তা বন্ধ করে দেয়। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এসে প্রতিটি পরিবারকে এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা করে দিয়ে যান।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র নাজিরপুরে সমাবেশ শেষ করে খাঁপুরে চা চক্রে শামিল হন এবং সেখানেই খাঁপুরের কিছু শহিদ পরিবারের সদস্যের সঙ্গে দেখা করেন। জেলার একমাত্র মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রকে কাছে পেয়েই শহিদ পরিবারের পক্ষ থেকে কল্পনা মণ্ডল, রঞ্জিত সরকাররা ফের পেনশন চালু করার অনুরোধ জানান মন্ত্রী তথা প্রার্থীর কাছে।

শহিদ যশোদারানি সরকারের উত্তরসূরি সঞ্চিত সরকার জানান, 'মামা অসুস্থ। তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছিল। মায়েরাও পেয়েছিল। তবে মাসে মাসে পেনশন চালু হলে খুব ভালো হয়।'

বিপ্লব মিত্র জানিয়েছেন বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনবেন। প্রশ্ন হল, ভোট শেষে এঁদের কেউ মনে রাখবে?

ধাবায় সৌজন্যের রাজনীতি দশরথ-প্রকাশের

সমীর দাস

কালচিনি, ৩০ মার্চ : প্রচারে বেরিয়ে হঠাৎ দেখা পূর্বসূরির সঙ্গে। হোক না তিনি এখন অন্য দলে, তা বলে রাজনৈতিক সৌজন্য তো আর বাদ দেওয়া যায় না। শনিবার কালচিনির নিমতি এলাকায় দশরথ তিরকির সঙ্গে প্রকাশ চিকবড়াইকের হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার পর, তাই দশরথের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন প্রকাশ।

দশরথ বলেন, 'হঠাৎ করেই মৃদুল ও প্রকাশ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। প্রকাশকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি। অন্য দল করলেও ব্যক্তিগত সম্পর্ক আমাদের ভালোই। তাই তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই লাগছে।'

এখন যেমন আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে ঘাসফুল শিবিরের সমস্ত লাইমলাইট গিয়ে পড়েছে প্রার্থী প্রকাশের উপর। পাঁচ বছর আগে ঠিক এই জায়গাতেই ছিলেন দশরথ। তৃণমূলের টিকিটে ভোটে লড়ে সেবার তিনি হেরে যান বিজেপির জন বারলার কাছে। তারপর বিজেপিতেই যোগ দেন। শনিবার বিজেপির এসটি মোর্চার রাজ্য সহ সভাপতি দশরথের সঙ্গে

ধাবায় বসে একসঙ্গে চা পান করছেন দশরথ তিরকি ও প্রকাশ চিকবড়াইক।

কালচিনির নিমতি এলাকায় একটি ধাবায় দেখা হয় প্রকাশের। সেসময় প্রকাশের সঙ্গে ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদক মৃদুল গোস্বামীও। তিনজনে সেখানে এক টেবিলে বসে চা খেলেন। রাজনীতিতে 'সিনিয়ার' দশরথকে নমস্কার জানিয়ে তাঁর আশীর্বাদ চাইলেন প্রকাশ। আশীর্বাদে কার্পণ্য করেননি দশরথও। সব মিলিয়ে মিনিট পনেরোর সাক্ষাৎ দেখিয়ে দিল সৌজন্যের রাজনীতি কাকে বলে।

এদিন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দশরথ কুমারগ্রাম থেকে সড়কপথে কার্সিয়াং যাচ্ছিলেন। সেখানে তাঁর ছোট মেয়ে পড়াশোনা করে। নিমতি এলাকায় ৩১সি জাতীয় সড়কের পাশে একটি ধাবার সামনে দশরথের গাড়ি দাঁড়ায় বেলা ১০টা নাগাদ। নেমেছিলেন চা খেতে আর মেয়ের জন্য বিস্কুট কিনতে। তখন সেখান দিয়েই জটেশ্বরে ভোট প্রচারে যাচ্ছিলেন প্রকাশ ও মৃদুল। তাঁরাও ধাবায় ঢোকেন চা খেতে।

দশরথকে দেখে প্রকাশ এগিয়ে যান। মৃদুলের সঙ্গে প্রথমে দশরথ কুশল বিনিময় করেন। ততক্ষণে প্রকাশ দশরথকে নমস্কার জানিয়ে তাঁর আশীর্বাদ চান। দুজনেই কুমারগ্রামের পাশাপাশি দুই গ্রামের বাসিন্দা। এমনিতেও দেখাসাক্ষাৎ চলে। তবে ভোটের ময়দানে প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নেতাদের প্রতিক্রিয়া কী হয়, তা দেখার জন্য মুখিয়ে ছিলেন ধাবার কর্মী সহ অন্য ক্রেতারা। কোনও তিক্ততা সামনে আসেনি। হাসিমুখে দুই দলের নেতারা ছবিও তোলেন।

চা খাওয়ার পর এবার দাম দেওয়ার পালা। দশরথ প্রথমে এগিয়ে যাচ্ছিলেন চায়ের দাম দিতে। কিন্তু মৃদুল এগিয়ে এসে নিজেই চায়ের দাম দিয়ে দেন। এরপর আবার যে যার পথে চলে যান।

মৃদুলের কথায়, 'রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু সৌজন্য বিনিময় করতে কোনও বাধা নেই।' এই সৌজন্যের কথাই উঠে এসেছে প্রকাশের মুখেও।

আলিপুরদুয়ার জেলার রাজনীতি আগাগোড়াই সৌজন্য-নির্ভর। কয়েকদিন আগেই বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা ও তৃণমূল প্রার্থী প্রকাশ চিকবড়াইক একই দিনে মনোনয়নপত্র জমা করতে গিয়ে মুখোমুখি হয়ে যান। শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। আলিপুরদুয়ারের রাস্তায় বাম নেতা কিশোর দাসকে জড়িয়ে ধরতেও দেখা গিয়েছে মনোজকে।

বহু মামলা নিশীথ-জগদীশের নামে

কোচবিহার, ৩০ মার্চ : কোচবিহার লোকসভা আসনে তৃণমূল, বিজেপি, বামফ্রন্ট সহ অন্য দলের প্রার্থীরা ইতিমধ্যে তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা করেছেন। আর সেই মনোনয়নপত্রের সঙ্গে দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের নামে মামলার ছড়াছড়ি। খুব একটা পিছিয়ে নেই তৃণমূল প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়াও। কোচবিহার আসন জয়ের দুই মূল প্রতিদ্বন্দ্বী, মামলার নিরিখেও একে-অন্যকে টক্কর দিচ্ছেন। তবে এক্ষেত্রে বামফ্রন্টের নীতীশচন্দ্র রায় একেবারে ব্যতিক্রমী। ক্লিন ইমেজে তাঁর। হলফনামা অনুযায়ী নীতীশের বিরুদ্ধে একটিও মামলা নেই।

সিতাইয়ের বিধায়ক তথা কোচবিহারের তৃণমূল প্রার্থী জগদীশের নামে দিনহাটা মহকুমা আদালতে একটি মামলা বিচারাধীন। ২০১১ সালে সিতাই থানায় সেই অভিযোগ দায়ের করা হয়। এই মামলায় জগদীশের বিরুদ্ধে বেআইনি সমাবেশ করা, ভীতি প্রদর্শন, হিংসাত্মক কার্যকলাপ সহ অন্যান্য অভিযোগ রয়েছে।

মামলার কথা তো আর অস্বীকার করা যায় না। তবে এক্ষেত্রে তৃণমূলের 'ঢাল' বিজেপির প্রার্থী। তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়ের বক্তব্য, 'বিজেপির বিপরীতে আমাদের প্রার্থী অত্যন্ত স্বচ্ছ ভাবমূর্তির। তাই জেলার মানুষ এবারে তাঁকেই নির্বাচিত করবেন।'

এত গেল জগদীশের কথা। এখানকার বিজেপি প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ যেন মামলার পাহাড়ে বসে রয়েছেন। তাঁর নামে বর্তমানে ১৪টি মামলা বিচারাধীন। ২০০৯ সাল থেকে শুরু করে এযাবৎ তাঁর বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় দুটি, দিনহাটা থানায় নয়টি, মাথাভাঙ্গা থানায় একটি ও আলিপুরদুয়ার থানায় দুটি মামলা দায়ের হয়। তিনি ডাকাতির প্রস্তুতি, প্রতারণা, ভীতি প্রদর্শন, হিংসাত্মক কার্যকলাপ, খুন, খুনের চেষ্টা, অস্ত্র আইনের মতো মামলায় অভিযুক্ত। এসবের পাশাপাশি চুরি, চোরাই সামগ্রী গ্রহণ, বাড়ি ভাঙচুর, বিস্ফোরক পদার্থ ব্যবহার, সরকারি কর্মীকে বাধাদান সহ অন্যান্য অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

ভোটবাদ্যি

বিজেপি নেতৃত্ব শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পালটা তোপ দেগেছে। দলের জেলা সম্পাদক শুভাশিস চৌধুরীর বক্তব্য, 'বিরোধী দল করায় তৃণমূল প্রশাসন সর্বদাই বিজেপি নেতা-কর্মীদের নামে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করায়। আর সেজন্যই আমাদের প্রার্থীর নামে এত মামলা।' যদিও নিশীথ ২০১৯ সালে বিজেপিতে যোগ দেন। তার আগে তৃণমূলে থাকাকালীনই তাঁর বিরুদ্ধে বেশিরভাগ মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

এই তথ্যকে হাতিয়ার করে সিপিএম নেতৃত্ব, তৃণমূল ও বিজেপি উভয় দলকে তোপ দেগেছে। সিপিএমের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়ের বক্তব্য, 'অপরাধের দিক থেকে ওই দুই দলের কোনও তফাত নেই। এর বিপরীতে বামফ্রন্ট সর্বদাই স্বচ্ছতাকে গুরুত্ব দেয়। তাই আমাদের প্রার্থীর নামে কোথাও কোনও অভিযোগ নেই।'

পাত্র চাই

■ পাত্রী বিহারি, 34/5', B.A.(H), Eng., SBI ব্যাংকে ক্লার্ক। সরকারি চাকরিজীবী বাঙালি পাত্র চাই। (M) 6295933518. (C/109951)

■ রাজবংশী, SC, 35, সরকারি চাকরিরতা, পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী, জেনারেল কাস্ট পাত্র চাই। বয়সে ছোট চলবে। 7076784540. (C/110005)

■ কায়স্থ, 34/5'-4", ফর্সা, সুশ্রী, M.A. (B.Ed.), পিতা প্রয়াত, শিক্ষক, মাতা Retired, শিক্ষিকা, দিদি শিক্ষিকা, জামাইবাবু Advocate, উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী/বড় ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 8101410476. (C/110228)

■ উত্তরবঙ্গ মাহিষ্য (Gen.), 25+/5'-1", ফর্সা, সুন্দরী, M.A. (Eng.), B.Ed. (Convent Educated), ICSE স্কুলের শিক্ষিকা, পিতা Govt. H.S. স্কুলের প্রধান শিক্ষক, পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব ৩২, ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/অধ্যাপক/কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি সুচাকুরে, প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। শুধুমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ করুন। 8388082638.

■ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষিকা, কায়স্থ, 34/5'-3", M.A. (Eng.), B.Ed., পাত্রীর জন্য স্থায়ী সরকারি চাকুরে, 36 মধ্যে পাত্র চাই। মোঃ 6295892741. (B/S)

■ হাইস্কুল শিক্ষিকা, Ph.D. পাঠরতা (SET), 34+, প্রফেসর/শিক্ষক/উপপদস্থ চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। M-7001975542. (C/110231)

■ কায়স্থ, 23/5'-3", M.A. pass, ঘরোয়া, সুন্দরী, পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/ব্যবসায়ী, শিক্ষিত পাত্র চাই। M-7003763286. (C/110308)

■ সাহা, ২৮, M.A., শিলিগুড়ি, পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী পাত্র চাই। M-9749760392. (C/110236)

■ ২৬ বছর বয়সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, B.Tech, বেঙ্গালুরুতে MNC-তে কর্মরতা, পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। M- 9874206159. (C/110308)

■ ২৬ বছর বয়সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, MNC-তে কর্মরতা, পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। M-9330394371. (C/110308)

■ জন্ম ১৯৯২, PVT. স্কুল টিচার, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। M- 9330394371. (C/110308)

পাত্র চাই

■ বয়স ২৪, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুন্দরী, শিক্ষিতা, পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ একমাত্র কন্যাসন্তান-এর জন্য পাত্র চাই। M-8101254275. (C/110308)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৮, প্রকৃত সুন্দরী, B.Tech, রাজ্য সরকারের অধীনে কর্মরতা, কন্যাসন্তান পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। M-7596994108. (C/110308)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩ বছর বয়সি, M.Com, পিতা গভঃ স্কুল টিচার ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। M- 8101178439. (C/110308)

■ কর্মকার, 27+/5'-2", M.A., B.Ed., সুশ্রী, প্রকৃত সুন্দরী, পাত্রীর জন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/সঃ চাকরিজীবী পাত্র চাই। শুধুমাত্র শিলিগুড়ি কাম্য। M-8170932933. (C/113108)

■ জন্ম ১৯৯৬, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পিতা ও মাতার একমাত্র কন্যাসন্তান, নামমাত্র ডিভোর্সি, মন্টেসরি স্কুল শিক্ষিকা পদে কর্মরত, পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। M- 7319538263. (C/110308)

■ কায়স্থ, 32+/5'1", ফর্সা, M.Sc, M. Lib, সঃ কর্মকরতা, রায়গঞ্জ নিবাসী পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরি সুযোগ্য পাত্র চাই। উঃ ও দঃ দিনাজপুর অগ্রগণ্য। M-9832485407 (M-TR)

■ বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক অফিসারের MSc, BEd, বেসঃ ব্যাংকের সহ ম্যানেজার, সদগোপ, 27/5', সুশ্রী সুন্দরী একমাত্র কন্যার ৩২ মধ্যে উপযুক্ত চাকুরিজীবী পাত্র কাম্য। দুই দিনাজপুর, মালদা, কলিকাতা অগ্রগণ্য। যোগাযোগ-9547512865 (M-MM)

পাত্রী চাই

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, 40/5'-4", M.A., B.Ed., CBSE English Medium High School (বেসরকারি)-এর শিক্ষক। শিলিগুড়ি নিবাসী, নিজ বাড়ি, পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, ফর্সা, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য, (উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য)। (M) 7811891614, 8670412913, 9932035476. (C/113110)

■ সাহা, 37, বিকম, 5'-6", ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 30 পাত্রী কাম্য, শিলিঃ বাদে। 9531621709. (C/110173)

পাত্রী চাই

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 28/5'-8", দাবিহীন, নিজস্ব ব্যবসা। সুশ্রী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8942971047, 7601927022. (C/110303)

পাত্রী চাই

■ ১৯৯৪-তে জন্ম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য পাত্রীর প্রয়োজন। (M) 8101254275. (C/110308)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 33/5'-8", M.Sc., Agriculture অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9733066658. (C/110308)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 32+/5'-7", B.Tech., রেলওয়ে উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9432076030. (C/110308)

পাত্রী চাই

■ US প্রবাসী, MS (US) Data Science/AI Research (EB কায়স্থ), 45/5'-7", উচ্চশিক্ষিতা, অনূর্ধ্ব 40 পাত্রী কাম্য। (M) 7477416967. (C/110243)

পাত্রী চাই

■ কংসবণিক, স্বঃ/অসঃ (মাঙ্গলিক)। পাত্র M.A., B.Ed., 36+/5'-6", Geo.(H), হাইস্কুলে কর্মরত পাত্রের জন্য সুদর্শনা, সুশীলা, শিক্ষিকা/সঃ কর্মরত, ২৫ অনূর্ধ্ব পাত্রী প্রয়োজন (শিলিগুড়ি সংলগ্ন পাত্রী অগ্রগণ্য)। সত্বর বিবাহ হইবে। যোগাযোগ : 7679208585 (শিলিগুড়ি)। (C/110247)

■ পাত্র দাস, কায়স্থ, 31/5'-10", B.Sc., MBA, কনভেন্টে পড়া, HDFC ব্যাংকে এরিয়া ম্যানেজার, দাদা Comp. Engr., বৌদি MBA চাকরিরতা, পিতা Retd. Govt. এমপ্লয়ি, বাড়ি শিলিগুড়ি, পাত্রের জন্য MBA/BCA/M.Sc./B.Tech., কনভেন্টে পড়া পাত্রী কাম্য। পাত্রীর ভাই থাকতে হবে। সরাসরি যোগাযোগ করুন-9800361943. (C/110229)

■ 32/5'-4", নেশাহীন, শান্তস্বভাবের গ্র্যাজুয়েট পাত্রের জন্য প্রকৃত ঘরোয়া, সংসারী, দাবিহীন পাত্রী চাই। 7407576864 (7 P.M.), SC বাদে। (C/110230)

■ রাজবংশী, 38, Architect (SPA Delhi), 5'-7", দিল্লিতে নিজস্ব আর্কিটেকচার সংস্থা ও কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি। সুদর্শন পাত্রের দিল্লি/কলকাতায় কর্মরতা, ফর্সা, সুশ্রী, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। (M) 9007906609. (S/C)

■ সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, 38+/5'-6", আলিপুরদুয়ারের একমাত্র ছেলে, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য 26-36'এর মধ্যে ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী চাই। চাকরিজীবী কাম্য নয়। (M) 7908731832. (C/110007)

■ ধর (সুবর্ণ বণিক), 31+/5'5", MA (Economics), মালদা নিবাসী, একমাত্র পুত্র, পারিবারিক প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণ ব্যবসা রয়েছে, পিতা স্বর্ণ ব্যবসায়ী, তিনকন্যা (বিবাহিত), শিক্ষিত, সুশ্রী, স্লিম, ঘরোয়া পাত্রী চাই। Mob-7908211874/8972284439 [5:00PM-9:30PM](M-109506)

■ পাত্র কায়স্থ, W.B. Police, বয়স 32+, চাকরিজীবী পাত্রী কাম্য। জলঃ, শিলিঃ অগ্রগণ্য। (M) 9547690488. (C/109472)

■ কায়স্থ, 33/6', সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক, 2012, একমাত্র সন্তান। সুন্দরী, কায়স্থ, যোগ্য পাত্রী চাই। নিজস্ব বাড়ি। শিলিগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা অগ্রগণ্য। M-9339522356 (M-TR)

■ বড়ুয়া বৌদ্ধ, 37/5'-10", ডিভোর্সি, চা বাগানের সঃ ম্যানেজারের জন্য সাধারণ/ডিভোর্সি (ইস্যুলেস) বৌদ্ধ/হিন্দু পাত্রী কাম্য। (M) 9883977057. (B/B)

■ বারুজীবী, সামান্য মাঙ্গলিক, 35/5'-8", B.Tech., ব্যাঙ্গালোরে স্বনিয়োজিত (ডেটা সায়েন্স) স্বঃ/অসঃ, সুশিক্ষিত/কর্মরত পাত্রী কাম্য। Mob : 9546556700. (C/110238)

■ কায়স্থ, 35+/5'-8", B.Tech., সরকারি ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত, নামমাত্র মিউচুয়াল ডিভোর্সি, সুদর্শন। সুব্যবহার, গৃহকর্মে নিপুণা, শান্তস্বভাব, সুমুখমণ্ডল, ন্যূনতম ২৫ মধ্যে পাত্রী কাম্য। কোচবিহার সদর, তুফানগঞ্জ, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। Ph.No. 9332589650. (C/109735)

■ ব্রাহ্মণ পাত্র, 30+, M.Sc., Govt. Service, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই, M.A./B.A. Pass, 26+, ঘরোয়া, সুন্দরী। (M) 7001436629. (C/109470)

■ ব্রাহ্মণ, 35/5'-5", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/মিউজিক শিক্ষক, জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। W.A/(M) 6296939836. (C/109474)

■ ব্রাহ্মণ, 26+/5'-3", দেবারিগণ, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী পাত্রের উত্তরবঙ্গ/শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রী কাম্য। 9775997462. (C/110222)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯ বছর বয়সি, গভঃ ব্যাংক-এর অ্যাসিঃ ম্যানেজার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/110308)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, M.Sc., Ph.D., ৩২+ বছর বয়স, পাত্র গভঃ কলেজের অ্যাসিঃ প্রফেসর। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/110308)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯ বছর বয়সি, গভঃ ব্যাংক কর্মচারী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 8101178439. (C/110308)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩৩, Pvt. কলেজ-এর অ্যাসিঃ প্রফেসর পদে কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 9836084246. (C/110308)

■ কায়স্থ ঘোষ, 29+/5'-5", (নরগণ), B.Tech., MBA, MNC-তে কর্মরত, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, রুচিশীলা পাত্রী কাম্য, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। Ph.No. 8250624598. (C/110306)

■ পাত্র কায়স্থ, 30/5'-10", দেবগণ, মকর রাশি, M.A., বর্তমানে MNC-তে উচ্চপদে কর্মরত, শিলিগুড়ি। কর্মরতা পাত্রী চাই। (M) 9474035670. (C/110311)

■ For MBBS Hindu Kulin Kayastha 42yr NR Pune Call : 8329865948 (K)

জুনে কোচবিহার-গুয়াহাটি উড়ান

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩০ মার্চ : বড়সড়ো কোনও পরিবর্তন না হলে কোচবিহার-কলকাতার পর এবার শীঘ্রই কোচবিহার-গুয়াহাটি বিমান পরিষেবা চালু হচ্ছে। আগামী জুন মাস থেকে এই পরিষেবা চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোচবিহার বিমানবন্দর সূত্রে এই খবর মিলেছে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই কোচবিহার বিমানবন্দরের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকের কাছে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার তরফে একটি চিঠি এসে পৌঁছেছে।

কোচবিহার-কলকাতার মতো এক্ষেত্রেও নয় আসনের বিমান দিয়েই পরিষেবা শুরু হবে। 'জেট উইন' নামে বিমান সংস্থা এই পরিষেবা চালু করবে।

এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কোচবিহারের আধিকারিক মনোজ সরকার বলেন, 'কোচবিহার-গুয়াহাটি বিমান পরিষেবা চালু হওয়ার কথা রয়েছে।

কোচবিহার বিমানবন্দর। ছবি : জয়দেব দাস

এ বিষয়ে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার তরফে জেট উইন নামে ওই সংস্থাকে সিলেক্ট করা হয়েছে।'

বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, চিঠি দিয়ে সংস্থার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, বিমান চালাবার ব্যাপারে তারা কী প্রস্তুতি নিয়েছে। এয়ারক্র্যাফট জোগাড় হয়েছে কি না। অফিস কোথায় হবে। এই সমস্ত বিষয় তাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানাতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি সেই চিঠির কপি এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে কোচবিহার বিমানবন্দরে পাঠানো হয়েছে। তবে কোচবিহার-গুয়াহাটির মধ্যে বিমান পরিষেবার 'শিডিউল' অবশ্য তাদের কাছে এখনও এসে পৌঁছায়নি।

মনোজ বলেন, 'জেট উইন বিমান সংস্থার সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে। তাতে তারা আগামী জুন মাস থেকে এই বিমান পরিষেবা চালু করতে চাইছে।'

কোচবিহার থেকে গুয়াহাটি বিমান পরিষেবা চালুর দাবি দীর্ঘদিনের। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে বেশ কিছু সংস্থা পরিষেবা চালুর জন্য এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কাছে আবেদন করেছিল। শেষ পর্যন্ত সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে জেট উইন সংস্থাকে প্রাথমিকভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী কোচবিহার শহরে বিমান পরিষেবা রাজ আমল থেকেই চালু ছিল। ১৯৯৫ সালে কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিসেবা পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ২০১১ সালে রাজ্য সরকারের পরিবর্তনের কয়েক মাসের মধ্যেই কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে পুনরায় বিমান পরিষেবা চালু হয়। কিন্তু চালু হওয়ার পাঁচ-ছয়দিনের মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ২০১২ সালেও একবার কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টার মহড়া শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেই পরিষেবা চালু হয়নি। অবশেষে ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা ফের চালু হয়। মাসখানেকের মধ্যে ছয়-সাতদিন অনিয়মিত চলার পর ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফের তা বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হবার পর নিশীথ প্রামাণিকের উদ্যোগে ২০২৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ আসনের বিমান পরিষেবা চালু হয়েছে।

মিলবে পরিষেবা

- এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার তরফে চিঠি এসে পৌঁছেছে
- 'জেট উইন' নামে বিমান সংস্থা এই পরিষেবা চালু করবে
- কোচবিহার-কলকাতার মতো এক্ষেত্রেও নয় আসনের বিমান দিয়েই পরিষেবা শুরু হবে
- বিমান পরিষেবার 'শিডিউল' অবশ্য এখনও এসে পৌঁছায়নি

আহত চা শ্রমিক।

চিতাবাঘের হানায় জখম চা শ্রমিক

চালসা, ৩০ মার্চ : চিতাবাঘের অতর্কিত হামলায় আহত হলেন এক চা শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দুপুরে মেটেলি ব্লকের ডাঙ্গি ডিভিশন চা বাগানে। আহত শ্রমিকের নাম নাসিমা বিবি।

প্রতিদিনের মতো এদিনও অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে বাগানের ৩৫ নম্বর সেকশনে চা পাতা তোলার কাজ করছিলেন তিনি। সেই সময় চা গাছের ঝোপের আড়াল থেকে অতর্কিতে তাঁর উপর হামলা চালায় চিতাবাঘটি। এরপর সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন।

যে এলাকায় কাজ হচ্ছিল, তার পাশেই রয়েছে খড়িয়ারবন্দর জঙ্গল। অনুমান, ওই জঙ্গল থেকেই চিতাবাঘটি বাগানে ঢুকে পড়ে। ডাঙ্গি ডিভিশন চা বাগানের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সমীর খালকো জানিয়েছেন, ওই মহিলা বাগানে অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন।

উল্লেখ্য, এর আগেও এই বাগানের বেশ কয়েকজন শ্রমিক চিতাবাঘের হানায় জখম হয়েছেন। চিতাবাঘের দেহ উদ্ধারের পাশাপাশি খাঁচাবন্দি হওয়ার নজিরও রয়েছে এখানে। লাগাতার চিতাবাঘের হানায় রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছেন বাগানের শ্রমিকরা। চিতাবাঘ ধরতে ফের খাঁচা বসানোর দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

বন দপ্তরের খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে বলেন, 'জখম শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে বন দপ্তর। খাঁচা বসানোর বিষয়টি বাগানের তরফে লিখিতভাবে জানানো হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এবিএপিইআই-এর নয়া চেয়ারপার্সন

নিউজ ব্যুরো

৩০ মার্চ : জেআইএস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্দার তরণজিৎ সিং এবার অল বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রাইভেট এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন (এবিএপিইআই)-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদ পেলেন।

উপস্থিত ছিলেন জেআইএস গ্রুপের জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্দার হরণজিৎ সিং, ডিরেক্টর সর্দার সিমনপ্রীত সিং, ট্রাস্টি সর্দার হরিন্দরপাল সিং, ডিরেক্টর অফ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস ব্রততী ভট্টাচার্য, নারুলা পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল কমলপ্রীত কাউর। এই নতুন দায়িত্বের জন্য কলকাতার জেআইএস কর্পোরেট অফিসে তরণজিৎ সিংকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবিএপিইআই-এর সদস্য ডঃ এমপি রোজারিও, ইন্দ্রাণী গঙ্গোপাধ্যায়, নীতা কানোরিয়া, সুচরিতা রায়চৌধুরী, রমি ভাণ্ডারী, সর্দার রাজেন্দ্র সিং ও ইমরান জাকি।

নতুন দায়িত্ব পেয়ে সর্দার তরণজিৎ সিং বলেন, 'আমার উপর সকলে ভরসা রেখে এই নতুন দায়িত্ব দিয়েছেন। এতেই আমি আপ্লুত। উন্নত টিচিং মেথড এবং সকলকে এক ছাতার তলায় আনার চেষ্টা থাকবে আমার। সকলেই যাতে সুযোগ পায়, সেদিকে নজর থাকবে আমাদের।' পশ্চিমবঙ্গের প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনগুলোর মানবৃদ্ধি করতে তৎপর অল বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রাইভেট এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন।

IEM UEM
35 YEARS ACADEMIC EXCELLENCE
IEM SALT LAKE | IEM NEWTOWN | IEM JAIPUR
under University of Engineering & Management
BEST ENGINEERING COLLEGE IN PLACEMENTS
IACBE GAUGE ICRA
IEMJEE-2024
Entrance Exam for B.Tech 2024-25
APPLY NOW
Scan the QR code and get the registration link
Academic Programmes Available
Bachelor of Technology (B.Tech)
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING
CSE with (Artificial Intelligence)
CSE with (AI & ML)
CSE with (IOT)
CSE with (IOT, CS & BCT)
COMPUTER SCIENCE TECHNOLOGY
COMPUTER SCIENCE & INFORMATION TECHNOLOGY
COMPUTER SCIENCE & BUSINESS SYSTEMS
INFORMATION TECHNOLOGY
ELECTRONICS & COMMUNICATIONS ENGINEERING
ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING
MECHANICAL ENGINEERING
ELECTRICAL ENGINEERING
BIO TECHNOLOGY
Admission Helpline
Visit www.iem.edu.in
8010 700 500
'ASHRAM', GN-34/2, Salt Lake Electronics Complex, Kolkata - 700091

ওরাওঁদের সমর্থন নিয়ে ধোঁয়াশা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৩০ মার্চ : আসন্ন লোকসভা ভোটে কোনও দলকেই প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করবেন না আদিবাসীদের ওরাওঁ সম্প্রদায়দের ভাষাভিত্তিক সংগঠন কুরুখ লিটারারি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ শাখার সদস্যরা। সংগঠনের নেতাদের সাফ কথা, নির্বাচনের আগে ওরাওঁদের উন্নয়নে কাজ করার প্রতিশ্রুতি কেউ দিলে, তবেই তাঁরা সংশ্লিষ্ট দলের পাশে থাকার কথা ভাববেন।

দিনকে দিন পিছিয়ে পড়া জনজাতি হিসেবে নিজেদের আখ্যায়িত করেছে কুরুখ লিটারারি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া। তারা বলছে, নির্বাচন আসবে এবং যাবে। রাজনৈতিক দলগুলি বরং এই বিশাল জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উত্থান কোন পথে সম্ভব, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করুক। এজন্য যে কোনও দলের নেতা-মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতেও তাঁরা প্রস্তুত আছেন বলে সংগঠনের শীর্ষকর্তারা জানিয়েছেন।

আদিবাসীদের মধ্যে এরাজ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়দের পরই ওরাওঁদের আধিক্য। সব মিলিয়ে ৮ লক্ষ ওরাওঁ রয়েছেন। শুধু উত্তরবঙ্গেই সংখ্যাটি ৫ লক্ষাধিক। আদিবাসীদের ১৪-১৬ শতাংশ ওরাওঁ সম্প্রদায়। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি আকাশ ভগত বলেন, 'দুঃখের বিষয়, আমরা শুধু ভোটব্যাংক হয়েই থেকে গেলাম। তাই এবারে শর্ত প্রদান ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

কুরুখ লিটারারি সোসাইটির কর্মসূচি। - ফাইল চিত্র

সরাসরি ওরাওঁ পদবি ছাড়াও কুজুর, লাকড়া, কিন্ডো, টিগ্গা, এক্কা, কচ্ছপ, তিরকি, কেরকেট্টা, টোপ্পো, বাক্সলা, খেস-এর মতো পদবিধারী আদিবাসীরাও ওরাওঁ গোত্রের। প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষা কুরুখ। তোলং সিকি নামে কুরুখের নিজস্ব লিপি রয়েছে। আছে ব্যাকরণ, অভিধান ছাড়াও বৈচিত্র্যময় সাহিত্য সম্ভার। ২০১৮ সালে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সরকারি স্বীকৃতি মিললেও আজ পর্যন্ত রাজবংশী ভাষা আকাদেমির মতো কুরুখের জন্য আলাদা কোনও আকাদেমি গঠিত হয়নি। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় একটিও প্রাথমিক স্কুল নেই। বেসরকারি উদ্যোগে ডুয়ার্সের বানারহাটের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগান, কালচিনির রাজাভাতখাওয়া বা ফালাকাটা ব্লকে কয়েকটি প্রাথমিক স্কুল চললেও সেগুলি অর্থাভাবে ধুঁকছে বলে কুরুখ লিটারারি সোসাইটি জানিয়েছে।

ভাষা আকাদেমি, সরকারি স্কুলের পাশাপাশি ওরাওঁরা চাইছেন তাঁদের ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলভুক্ত করা হোক। ডুয়ার্স-তরাইকে সংবিধানের পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ তফশিলভুক্ত করা, চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, ৫ ডেসিমালের পরিবর্তে চা বাগানে যার অধীনে যতটুকু জমি রয়েছে সেই পরিমাণ জমিরই অধিকার দেওয়ার মতো দাবি ওরাওঁরা তুলে ধরছেন।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তথা ফালাকাটার ক্ষীরেরকোট হাইস্কুলের টিআইসি আকাশ ভগত বলেন, 'সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসারের অভাবে কুরুখ ভাষা আজ বিপন্ন। নতুন প্রজন্মের ওরাওঁ সম্প্রদায়ের বহু ছেলেমেয়ে নিজেদের মাতৃভাষা জানে না।'

উত্তরবঙ্গের ওরাওঁদের বেশিরভাগেরই বসবাস বাগান ও বস্তি এলাকায়। মূলত চা শ্রমিকের কাজই তাঁদের পেশা। শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে পড়ার কারণে সরকারি চাকরি থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। উত্তরবঙ্গ থেকে ওরাওঁ সম্প্রদায়দের মধ্যে থেকে বহু বিধায়ক ও সাংসদ এযাবৎকাল নির্বাচিত হয়ে আসলেও তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক লাইনের বাইরে গিয়ে সমাজের কথা তুলে ধরতে ব্যর্থ বলে হতাশ কুরুখ লিটারারি সোসাইটি।

উন্নয়ন দাবি

- কুজুর, লাকড়া, কিন্ডো, টিগ্গা, এক্কা, কচ্ছপ, তিরকি, কেরকেট্টা, টোপ্পো, বাক্সলা, খেস-এর মতো পদবিধারী আদিবাসীরাও ওরাওঁ গোত্রের।
- ওরাওঁদের উন্নয়নে কাজ করার প্রতিশ্রুতি কেউ দিলে, তবেই তাদের সমর্থন
- পিছিয়ে পড়া জনজাতি হিসেবে নিজেদের আখ্যায়িত করেছে কুরুখ লিটারারি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া।

আরও একজন এপিপি নিয়োগ

জলপাইগুড়ি, ৩০ মার্চ : জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে আরও একজন অ্যাডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটার নিয়োগ করা হল। লিগ্যাল রিমেম্ব্রান্সার এই মর্মে নির্দেশ জারি করেছেন। নির্দেশামাটি জারি করা হয়েছে ২৮ মার্চ। শিলিগুড়ির আইনজীবী নিলয় চক্রবর্তীকে অ্যাডিশনাল লিগ্যাল পাবলিক প্রসিকিউটার নতুন করে নিয়োগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই পদে দীর্ঘদিন ধরে অদিতিশংকর চক্রবর্তীও আসীন আছেন। জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ চালু হওয়ার পর একজনই পাবলিক প্রসিকিউটার ছিলেন। এবার অদিতিশংকর চক্রবর্তীর পাশাপাশি নিলয় চক্রবর্তীকে নিয়োগ করা হল। উল্লেখ্য, নিলয়বাবু সরকারি সিনিয়র আইনজীবী প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ

35 YEARS ACADEMIC EXCELLENCE
IEM
INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT
Good Education, Good Jobs
Visit www.iem.edu.in
IEM, KOLKATA
ADMISSION OPEN 2024-26
MBA
MBA
in General Management
2 Years Full-time AICTE approved program
SPECIALIZATION IN
Marketing | Finance | HRM | Technology Management | Logistics & Supply Chain Management
PLACEMENT HIGHLIGHTS
HIGHEST PACKAGE ₹72 LAKHS
AVERAGE PACKAGE ₹8.83
Our Top Recruiter: ABFRL, ABP Ltd., Asian Paints, Axis Bank, Bandhan Bank, Berger, Dabur, EY, Federal Bank, Flipkart, Gainwell, Godrej & Boyce, HDFC Bank, ITC Ltd, Kelloggs, Lava, Marico, Mondelez, Panasonic - Anchor, PwC, Ramco Cement, RSM USI, TCS, Ujjivan Small Finance Bank, Usha Martin, Vialto Partners, VIVO
STUDY ABROAD PROGRAM AT
Vancouver (Canada) New York (USA) Singapore Sydney (Australia) London (UK)
AFFILIATION & ACCREDITATION
ICRA IACBE GAUGE
Admission Helpline
8010 700 500

জরদার বুকে রুডি শেলডাক। শনিবার। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

শীত শেষেও পরিযায়ী পাখির ভিড় উত্তরে

অর্ঘ্য বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ৩০ মার্চ : বিদায় নিয়েছে শীত। পরিযায়ীদের বিভিন্ন প্রজাতি একে একে সাইবেরিয়া, ইউরোপ, রাশিয়াতে ফিরে গেলেও বেশ কিছু প্রজাতির পাখি স্বমহিমায় এখনও বিরাজমান। তিস্তার গজলডোবার পাশাপাশি উত্তরের বিভিন্ন নদী এবং জলাশয়গুলোতে ব্রাহ্মিস গুজ, রুডি শেলডাক, কমন শেলডাক, পোচার্ড, মার্গান্সার, লেসার হুইসলিং ডাক সহ নানা প্রজাতির পাখির দেখা মিলেছে।

ময়নাগুড়ি শহরের জরদা নদীর বুকে দেখা মিলতে শুরু করেছে পরিযায়ীদের বেশ কিছু প্রজাতির, যা খুব ভালো ইঙ্গিত বলে জানিয়েছেন পাখিপ্রেমীরা। ইতিমধ্যে লেসার হুইসলিং ডাকের পাশাপাশি শহরের মাঝে দেখা মিলেছে রুডি শেলডাকের। এর ফলে আপ্লুত শহরবাসী।

ময়নাগুড়ির এক বাসিন্দা চিরঞ্জীব গোস্বামীর কথায়, 'শীতের মরশুমে পরিযায়ী পাখি দেখার জন্য গজলডোবা সহ বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি। সেখানে চলতি মরশুমে হাতের কাছেই দেখা মিলছে পরিযায়ীদের বেশ কিছু প্রজাতির।'

ময়নাগুড়ির আরেক বাসিন্দা তথা পাখিপ্রেমী চয়ন অধিকারীর কথায়,

'ময়নাগুড়ি শহরের জরদা নদী সহ ব্লকের বিভিন্ন জলাশয়ে দেখা মিলছে পরিযায়ী পাখিদের, যা অত্যন্ত আনন্দের।'

জঙ্গল লাগোয়া নদী এবং জলাশয়গুলিতে পরিযায়ীদের বেশ কিছু প্রজাতির দেখা মিলেছিল। সেখান থেকেই কিছু পাখি লোকালয়ে চলে এসেছে।

জঙ্গলের গা ঘেঁষে বয়ে গিয়েছে জলঢাকা, মূর্তি, ডায়নার মতো বড় নদী। সেখানে পরিযায়ীদের বিভিন্ন প্রজাতি থাকত। দিনকয়েক আগের বৃষ্টির জেরে পাখিদের গতিবিধির পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে ছোট জলাশয় এবং ধানের জমিতেও বিচরণ করতে দেখা যাচ্ছে পরিযায়ী পাখিদের।

সেগুলি থেকেই কিছু প্রজাতি ময়নাগুড়ির জরদা নদী সহ পার্শ্ববর্তী জলাশয়ে চলে আসছে বলে পাখি বিশেষজ্ঞদের ধারণা। তবে যে এলাকায় দূষণ নেই, সেসব নিরিবিলি এলাকাকেই পাখিরা বেছে নেয়। এমনটাই জানাচ্ছেন ময়নাগুড়ি কলেজের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক মধুসূদন কর্মকার।

ময়নাগুড়ির এক পরিবেশপ্রেমী প্রদীপ রায় বলেন, 'শহরের বুকে পরিযায়ীদের দেখা মেলায় আমরা খুবই খুশি। তবে পরিযায়ীদের আগমনে খুশির হাওয়া থাকলেও এক শ্রেণির মানুষ পাখি শিকার যাতে না করতে পারে তাই পাখিগুলির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বন দপ্তরের পাশাপাশি আমরাও এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছি।'

ROYAL ENFIELD
ROYALENFIELD.COM
PURE MOTORCYCLING, NOW HAS A NEW ADDRESS.
RIDERS CORNER
SATBHAIYA, OPPOSITE INDIAN OIL PETROL PUMP,
NEAR TOLL GATE, P.O & P.S - NAXALBARI,
DARJEELING - 734429.
PH NO.: +91 8512900716, +91 7551030717.
@RoyalEnfield

মিরিকের ওকাইটি চা বাগানে রীতিমতো উৎসবের মেজাজে পাতা তোলা হচ্ছে। শনিবার।

মিরিকের বাগানে ফার্স্ট ফ্লাশের পাতা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে গিয়েছে চা বাগান। বৃষ্টি আর জলসেচের পরে প্রতিটি বাগানে সবুজের ছোঁয়া। দুটি পাতা একটি কুঁড়িতে ছেয়ে গিয়েছে চারদিক। শনিবার মিরিকের ওকাইটি চা বাগানে ফার্স্ট ফ্লাশের চা তোলা শুরু হল।

এদিন রীতিমতো উৎসবের মেজাজে পাতা তুলতে দেখা গেল শ্রমিকদের। সকলের পরনে ছিল ঐতিহ্যবাহী পোশাক। চা পাতা তোলার ফাঁকে গানের সুরে সুর মেলালেন তাঁরা। যা দেখতে, বলা ভালো উপভোগ করতে ওই পথে যাতায়াতকারী কয়েকজন পর্যটক দাঁড়িয়ে পড়লেন। ক্যামেরাবন্দি করলেন সেই দৃশ্য।

সমতলে কিছুদিন আগেই ফার্স্ট ফ্লাশের চা পাতা উঠতে শুরু করেছে। পাহাড়ে এবার কিছুটা দেরিতে বৃষ্টি হওয়ায় গাছে পাতা এসেছে দেরিতে। চলতি সপ্তাহ থেকেই পাহাড়ের চা বাগানে দুটি কুঁড়ি, একটি পাতা তোলা শুরু হয়। এদিন মিরিকের ওকাইটি বাগানে নিজস্ব রীতির পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে পিঠে ঝুঁড়ি নিয়ে চা পাতা তুলতে শুরু করেন শ্রমিকরা। গুনগুন করে গেয়ে চললেন নেপালি গান। পুনরায় বাগানে কাজ শুরু হওয়ার আনন্দে কার্যত উৎসবের আমেজ।

> বাগানে পাতা তোলাটাই আমাদের কাছে আনন্দের। কারণ, চা বাগান আছে বলে আমরা দু'বেলা দুই মুঠো ভাত খেতে পাই। এখন নতুন পাতা এসেছে। আমরাও আনন্দের সঙ্গে স্নান সেরে নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে পাতা তুলতে এসেছি।
>
> **-পুনম তামাং**
> *চা শ্রমিক*

সুনচুরি ছেত্রী, পুনম তামাংয়ের মতো শ্রমিকরা বলেছেন, 'বাগানে পাতা তোলাটাই আমাদের কাছে আনন্দের। কারণ, চা বাগান আছে বলে আমরা দু'বেলা দুই মুঠো ভাত খেতে পাই। এখন নতুন পাতা এসেছে। আমরাও আনন্দের সঙ্গে স্নান সেরে নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে পাতা তুলতে এসেছি।' শ্রমিকদের হাসিতে প্রতিফলিত হচ্ছিল তাঁদের উচ্ছ্বাস।

এদিন মিরিক হয়ে দার্জিলিং যাতায়াতের সময় চা বাগানে এভাবে রঙিন পোশাকে নাচে-গানে মাতোয়ারা হয়ে পাতা তুলতে দেখে বহু পর্যটক গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লেন। কর্মরত শ্রমিকদের ছবি তোলেন এবং ভিডিও করেন। অনেকে আবার তাঁদের সঙ্গে সেলফি তুলে পোস্ট করলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

কাঁচা পাতার শংসাপত্র নিয়ে দায় ঠেলাঠেলি

সময় চাইছেন ক্ষুদ্র চা চাষিরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৩০ মার্চ : এপ্রিলের গোড়া থেকে মেড টি'র (সাধারণত যে চা পান করা হয়) নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণাগারে যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিষয়টিকে উত্তরবঙ্গের চা মহল স্বাগত জানালেও দেখা দিয়েছে অন্য সমস্যা। বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলো ঘোষণা করেছে, এখন থেকে ক্ষুদ্র চা চাষি বা এজেন্টদের ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই) এবং টি বোর্ডের মানদণ্ড অনুযায়ী তাঁদের বিক্রিত কাঁচা পাতায় নিষিদ্ধ রাসায়নিকের অবশেষ নেই, এই মর্মে শংসাপত্র দিতে হবে। সেটা না হলে, তারা কাঁচা পাতা কিনবেন না।

এদিকে ক্ষুদ্র চা চাষিদের বক্তব্য, নিরাপদ চায়ের উদ্যোগ সাধুবাদযোগ্য। তবে ৫০ হাজার চাষিকে এব্যাপারে সচেতন করতে অনেকটা সময় প্রয়োজন। কাঁচা পাতায় রাসায়নিকের অস্তিত্ব বোঝার কোনও পদ্ধতি এখনও এখানে নেই। সবমিলিয়ে আগামী সোমবার থেকে রাসায়নিক ইস্যুতে উত্তরের ক্ষুদ্র চা চাষ ও বটলিফ ফ্যাক্টরি দু'ক্ষেত্রেই জটিলতা তৈরির আশঙ্কায় প্রমাদ গুনছে সংশ্লিষ্ট মহল।

উত্তরবঙ্গে এই মুহূর্তে বটলিফ ফ্যাক্টরির সংখ্যা ২৩৪। তাদের কাঁচা পাতার জোগানদার ক্ষুদ্র চা চাষিরা। ওই বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলোর সংগঠন নর্থ বেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সঞ্জয় ধানুটি বললেন, 'আমরা শুধু চা উৎপাদন করি। ফ্যাক্টরিতে রাসায়নিক ব্যবহারের প্রশ্ন কস্মিনকালেও নেই। যাঁদের থেকে কাঁচা পাতা কিনতে হয়, সেই ক্ষুদ্র চা চাষিরা নিষিদ্ধ কিছু ব্যবহার করেছেন কি না, তা কীভাবে বুঝব। সেই কারণে শংসাপত্র চাওয়া হয়েছে।'

তাঁর সংযোজন, 'তাঁদের সমস্যা আমরাও বুঝতে পারছি। তবে অযথা বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলো ঝুঁকি নেবে কোন যুক্তিতে। টি বোর্ডের উচিত দ্রুত সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানের রাস্তা খুঁজে বের করা। নয়তো সোমবার থেকে কী হবে জানা নেই।'

এ প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী জানালেন, নিরাপদ চা তৈরি করতে সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজনের কাজ শুরু হয়েছে। তবে এত সংখ্যক চাষিকে অবহিত করতে অনেকটা সময় প্রয়োজন। তাঁর কথায়, 'এই দায়িত্ব বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলো এড়াতে পারে না। টি বোর্ড এবং এফএসএসএআই বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে পদক্ষেপ করুক।'

চা বাগানে রাসায়নিক স্প্রে।

ওই সংগঠনের সভাপতি রজত রায়কার্জির দাবি, টি বোর্ডের উচিত চাষির বাগানে নিষিদ্ধ রাসায়নিক রয়েছে কি না, সেটা পরীক্ষা করে দেখার সহজলভ্য উপায় খোঁজা।

ক্ষুদ্র চা চাষিরা জানাচ্ছেন, কাঁচা পাতা বা তৈরি চায়ে রাসায়নিকের অবশেষ রয়েছে কি না, সেই পরীক্ষার ব্যবস্থা বর্তমানে শুধু চা গবেষণা সংস্থার (টিআরএ) কলকাতা ও জোড়হাটের শাখায় রয়েছে। নমুনা পাঠালে রিপোর্ট মিলতে অন্তত ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগে। টিআরএ'র যাঁরা সদস্য, তাঁদের ক্ষেত্রে এজন্য নমুনা প্রতি সাড়ে ৩ হাজার টাকা দিতে হয়। কিলো প্রতি ১২-১৩ টাকায় কাঁচা পাতা বিক্রি করে ক্ষুদ্র চা চাষিদের পক্ষে ওই পরীক্ষা করানো কীভাবে সম্ভব, সেই প্রশ্ন তাঁরা তুলছেন।

নর্থ বেঙ্গল স্মল টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভজহরি ভৌমিকের কথায়, 'নিষিদ্ধ রাসায়নিকের ব্যবহার রোখা ও স্বাস্থ্যবান্ধব চা উৎপাদন করতে আমরাও বদ্ধপরিকর। তবে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলো একতরফাভাবে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা দুর্ভাগ্যজনক।' টি বোর্ড এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে না এলে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন তিনি।

৩ দলছুট দাঁতালের জন্য জঙ্গলে নিষেধ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৩০ মার্চ : তিন দলছুট দাঁতালের দৌরাত্ম্যে বাগডোগরা জঙ্গলে সাধারণ মানুষ তো বটেই বনকর্মীদেরও 'নো এন্ট্রি'। তিন বুনোর মধ্যে ক্রমাগত দলে ঢোকার লড়াই চলছে। ফলে মেজাজও খিটখিটে হয়ে রয়েছে সবসময়। বনের মধ্যে মানুষের উপস্থিতি বুঝতে পারলেই হামলা চালাচ্ছে। গত এক সপ্তাহে বাগডোগরা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের একই ব্লকে দুজন আহত ও দুজন মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। দুটি ঘটনায় হাতির যোগাযোগ বন দপ্তর নিশ্চিত করতে না পারলেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ফলে এখনই কেউ বনে ঢুকতে সাহস পাচ্ছেন না।

বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া জানান, বনকর্মী এবং বন বিভাগের গাড়ির শব্দ শুনতে পেলেই হাতিরা তাড়া করছে। সে কারণে বনকর্মীরা জঙ্গলে টহল দিতে ভয় পাচ্ছেন। হেঁটে কিংবা সাইকেল তো দূরে থাক, গাড়িতে করে বনে ঢোকারও দুঃসাহস হচ্ছে না কারও। রেঞ্জ অফিসারের কথায়, 'গাড়ির শব্দ কানে গেলে হাতি আধ কিলোমিটার তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে।'

তাই বন বিভাগের তরফে বাগডোগরা জঙ্গলে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। টিকিট কেটে টিপুখোলার ইকো ট্যুরিজম স্পটে প্রবেশও আপাতত বন্ধ রয়েছে।

কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, 'হাতির আক্রমণে ২ জনের মৃত্যু এবং ২ জন বনকর্মীর আহত হওয়ার পরে সেই এলাকাগুলিতে হাতির পায়ের ছাপ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি বৃষ্টির জন্য। তবে আমরা সব ধরনের চেষ্টা করছি।'

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ঐরাবতের কোঅর্ডিনেটর অভিযান সাহা জানান, বাগডোগরা বনে এখন ৩টি দাঁতাল এবং ১টি মাকনা দলের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছে। দলে ঢোকা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ চলছে। এতেই হাতিগুলোর মেজাজ বিগড়ে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বন বিভাগের তরফে বনে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বনে যাতে কোনওভাবেই না ঢোকা হয়, সেজন্য মাইকিং করে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। আরেক পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক অনুজিৎ বসুও একই কথা বললেন।

বাগডোগরা জঙ্গলে একটি দাঁতাল। -ফাইল চিত্র

নো এন্ট্রি

- তিন দলছুট দাঁতালের মধ্যে ক্রমাগত বিরোধে সবক'টারই মেজাজ তুঙ্গে
- মানুষের উপস্থিতি কিংবা গাড়ির আওয়াজ পেলে তাড়া
- বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বাগডোগরা বনাঞ্চল
- সেইসঙ্গে টিপুখোলার ইকো ট্যুরিজম স্পটেও প্রবেশ আপাতত নিষিদ্ধ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ডিজিটাল মার্কেটিং এগজিকিউটিভ
শিলিগুড়িতে ডিজিটাল মার্কেটিং এগজিকিউটিভ নেওয়া হবে। অনভিজ্ঞ প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন।
বয়স: অনূর্ধ্ব ৩৪। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক।
আগ্রহীরা ই-মেল করুন ৫ এপ্রিল, ২০২৪-এর মধ্যে
এই ঠিকানায়: jobs.uttarbanga@gmail.com

গ্রেপ্তার তরুণ

মেটেলি, ৩০ মার্চ : ১৩ বছরের এক কিশোরীকে যৌন হেনস্তার চেষ্টার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল মেটেলি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই তরুণ দীর্ঘদিন ধরেই ওই কিশোরীকে চকোলেটের প্রলোভন দেখিয়ে যৌন হেনস্তার চেষ্টা করত। বিষয়টি জানাজানি হতেই শুক্রবার রাতে কিশোরীর পরিবার ওই তরুণের বিরুদ্ধে মেটেলি থানায় অভিযোগ দায়ের করে। সেদিন রাতে সে গ্রেপ্তার হয়। শনিবার মেটেলি থানায় যান সমাজকর্মী মেনকা সাহা প্রধান। তিনি বলেন, 'ধৃতের কঠোর শাস্তির দাবি জানাতে থানায় এসেছি।'

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA, SUKNA
ADMISSION NOTICE : 2024-25
Online Registration for Admission to **Class I** in Kendriya Vidyalaya Sukna for the Academic **Year 2024-25** will commence from **01.04.2024 10:00 AM Onwards to 15/04/2024 upto 5:00 PM.** Registration details for admission can be obtained through website www.kvsonlineadmission.kvs.gov.in. Parents are required to go through the instructions for using the portal carefully before using it.
Offline Registration for Class II to VIII and Balvatika -3 will commence from **01.04.2024 to 15/04/2024 between 10:00 AM to 12:00 Noon**. Registration for Class II to VIII will be done only if vacancies exist.
Age for the admission in **Balvatika-3 will be 5 years** but less than 6 years. Reckoning of the age for all Classes shall be as on **31.03.2024.** Reservation of seats will be as per KVS Admission Guidelines available on the website (www.kvsangathan.nic.in) The Admission details can be obtained from school website www.sukna.kvs.ac.in .
Principal, KV Sukna
Tele:- 0353 - 2573375

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৮৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৯১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৫৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭৫১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭৫২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

শিক্ষা/দীক্ষা

■ LL.B (3 yrs) যে কোনও নম্বরে ও বয়সে। যোগ্যতা- যে কোনও (Govt./Private) University-র গ্র্যাজুয়েট অথবা মাস্টার ডিগ্রি LL.B (5 yrs), LL.M, 'ল' পয়েন্ট। 9830132343, 6290760935. (K)

TUITION

■ Home Tuition V-XII, Math, Scn, CBSE, ICSE, WB, Siliguri. M- 8637042170. (C/110303)

■ Tuition at your home, VI to IX, Maths & Science (CBSE & ICSE), Siliguri. M- 8167780578. (C/110306)

■ CBSE, ICSE- 5-6 (All sub.), 7-10 (Eng., S.St, Beng. etc.) 11-12 (Eng., Beng, Hist, Pal. Sc.), Exp. Tcr. (M.A.- Triple, B.Ed.), Slg. M- 9564244215. (C/110233)

Spoken English

■ বিস্ময়কর সহজ পদ্ধতিতে ২ মাস চর্চায় ইংরেজি বলতে শেখার অভিনব কোর্স। ফোন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/110308)

হারানো/প্রাপ্তি

■ I, Yankee Lama D/O Lt. Ashok Lama resident of Deosay Dara ward no.-4, Mirik, like to inform that I misplaced or lost my original Land no. registered Deed vide deed Sl. no. 971 deed no. 1110 for the year 2005, since few days. I searched every possible corner of my houre but all my efforts gone in vain. I registered general diary against loss of Land registered Deed at Mirik police station (P.S. GDE No. 195/24 on 06.02.2024) and affidavit in the court of the Ld. Judicial magistrate (1st. class) Mirik (affidavit no. 158/24) On 19.03.2024. if anyone found plz contact to this unmber 8695151122. (C/110248)

ভাড়া

■ Commercial Space 750 Sq.ft. available for Office/Chamber/ Shop on rent at S.F. Road, Slg. M- 9434044737. (C/110218)

■ Tolet Bank, Office, Shop. 1200 Sq.ft., Medical More. M- 9734104370. (C/110241)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি, দেশবন্ধুপাড়া, দাদাভাই মোড়ের সামনে 2 BHK ফ্ল্যাট, সরকারি চাকুরে, ছোট পরিবারকে ভাড়া দেব। 9083405817. (C/110235)

■ Road Facing Commercial Space. Approx 1700 Sq.ft available on Rent (2nd Floor) @ Hill Cart Road, Siliguri. Call- 03532434797, 9434377442.

■ Tolet, Family Only. Sukanta Nagar, Siliguri. M- 9083285154. (C/110309)

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া, আশ্রমপাড়ার মধ্যে সুপরিবেশে কোচিং সেন্টারের জন্য ঘর ভাড়া নিতে চাই। M : 8837030364. (C/110312)

ভ্রমণ
কোচবিহার ট্রাভেল

■ থাইল্যান্ড- ৯, ২৬/১০, শ্রীলঙ্কা- ১৫/৫, ৯/১০, বালি- ৯/১০, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া/সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড- ১৮/১০, দুবাই, আবুধাবি, কাতার- ১৭/১০, ৫/১১, দুবাই ও আবুধাবি- ১৭, ২৭/১০, ৫/১১, ভিয়েতনাম- ২৬/১০, দক্ষিণ আফ্রিকা- ২২/৭, কেনিয়া- ১৯/৮, কাশ্মীর- ৯, ১১, ১৮, ২০/১০, কেরল- ১৩/১০, অযোধ্যা-বেনারস- ৯, ১৮/১০, রাজস্থান- ৯, ২০/১০, গুজরাট- ২০/১০, হিমাচল- ৯/১০, নর্থইন্ডিয়া- ২০/১০, অরুণাচল- ২২/৪, ১২/৫, ৯, ২০/১০, নেপাল- ২০/৫, ২০/১০। আমরা দেশ ও বিদেশের কাস্টমাইজ স্পেশালিস্ট, প্রধান বিল্ডিং, ঋষি অরবিন্দ রোড, শিলিগুড়ি- ৯৯৩২২০৪৮৮৫, ৭৭৯৭৪৭৩১২৭। (C/109734)

ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ কাশ্মীর 16/4, 19/5, অরুণাচল16/4, লে-লাদাখ 19/5, 29/6 কেদার-বদ্রি 7/9 ও যে কোনও দিন আন্দামান। 9733373530. (K)

■ লাটাগুড়ি, ডুয়ার্সে নদীর পাশে 'রিসর্ট গরুমারা রিভারসাইড।' বয়স্কদের, স্কুল-কলেজ, গ্রুপ বুকিং-এ বিশেষ ছাড়। ছোট অনুষ্ঠান, পিকনিক ইত্যাদি করা যায়। 6296660643. (K)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ ২৫ বছরের ঔষধ কোম্পানি নতুন নতুন মলিকুল সহ ছয়টি ডিভিশনের জন্য আকর্ষণীয় কমিশনে জেলাভিত্তিক PCD চাই। 9748749534, 9748749530. (K)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/109992)

জ্যোতিষ জগতে অলোড়ন, যাহা বলে তাহাই ফলে

■ আপনার পরিবারে শুভকর্মে বাধা কেন হয় জানেন? যদি থাকে- ১) বাস্তুদোষ ২) কালসর্প দোষ ৩) মাঙ্গলিক দোষ এবং আপনার কুলদেবতা যদি সহায়ক না থাকে তাহলে আপনার শত চেষ্টা করেও, ছেলেমেয়ের বিবাহে উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর জন্য বিলম্ব, বিবাহ হতে বাধা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অবনতি, চাকরিতে বাধা, সফলতার সঠিক উপায় জানতে? ভারত বিখ্যাত বাস্তু ও জ্যোতিষ বিশেষজ্ঞ ডঃ শিবশংকর শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ : 9002004418, 9434043593, নিজস্ব চেম্বার এবং সঙ্গেই রাধাকৃষ্ণ মন্দির, শিলিগুড়ি, সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনে।

চলচ্চিত্র

■ সিরিয়াল/ফিল্মে ৮-৬৫ বয়সি নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। শুটিং এপ্রিলে। ফ্রি অডিশন শিলিগুড়ি/কোচবিহারে। 8282979209. (C/110301)

আয়া/সেবিকা

■ মাতৃ সেবিকা সংস্থা- এখানে বাচ্চা ও রোগীর সেবার জন্য দিন ও রাত্রির অভিজ্ঞ আয়া পাওয়া যায়। P.G. Goswami. 9832391850, 9475092648. (C/113111)

কিডনি চাই

■ মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে B+ কিডনিদাতা চাই। 30-45 বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M- 8697446028. (C/110239)

■ O+কিডনি দাতা চাই। সহৃদয় পুরুষ/মহিলা 30-40 বৎসরের মধ্যে ইচ্ছুক থাকিলে অভিভাবক সহ সঠিক পরিচয়পত্র নিয়ে অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। Ph. No- 7407819857. (C/110251)

বিক্রয়

■ ৩৪ নং মহাসড়ক লাগোয়া উত্তর কন্যার পাশে পাওয়ার গ্রিড-এর গেটের উলটো দিকে ৮.৮ ডি. জমি বিক্রয় হইবে। 8250984406. (C/110237)

■ বাড়ি সহ বর্গাকার জমি বিক্রি হবে। এটি ওয়ার্ড নং ৩০, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়িতে অবস্থিত। যোগাযোগ- 9434466141. (C/113109)

■ জলপাইগুড়ি ডাঙ্গাপাড়ায় ৪ কাঠা জমি এবং ১৩ নং গলির সামনে ৪ কাঠা বিক্রয় হবে। 8250573718. (C/110246)

■ 1 কাঠা জমি পাকা ঘর সহ শীঘ্র বিক্রি হবে। পশ্চিম খাগড়াবাড়ি রোড, বামনপাড়া, কোচবিহার। Mob : 9046870945. (C/110249)

■ উত্তর ভারতনগর তরুণ তীর্থ ক্লাবের কাছে ২.৫ কাঠা জমি বিক্রি আছে। Mob : 9830530952. (K)

■ জলপাইগুড়ি শহরের নিউটাউনপাড়ায় 3.8 কাঠা জমির উপর দ্বিতল বাড়ি সত্বর বিক্রয় হইবে। M : No. 7908073538. (C/109473)

■ শক্তিগড় গড়িয়া মঠের opposite সাইডে ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে ফ্ল্যাট বিক্রয়। M : 9434181429. (C/110311)

■ দোকানের শাড়ি এবং মহিলাদের বিভিন্ন পোশাক বিক্রয় করা হবে। Ph - 8918372141. শিলিগুড়ি। (C/110311)

■ Land for sale near NBU, Opp : Uttora Gate (Gossainpur) 4 Katha @ 15L/Katha. M : 9749062842. (C/110311)

■ Old Hatching Machine 2 double setter, 3 single setter, 2 Hatcher with 3 Gentrs. for sale. M : 7001332169, SLG. (C/110310)

■ শিলিগুড়ি শাস্ত্রীনগরে (ওয়ার্ড নং 41) 3 1/2 কাঠা জমির উপর তিনতলা বাংলো টাইপের টিপটপ অবস্থার বাড়ি বিক্রি হবে। M : 9434234106/9339812799. (C/110310)

গোয়েন্দা

■ বিয়ের আগে ও পরে যে কোনওরকম তদন্ত করাতে বা প্রিয়জনের উপর নজর রাখতে যোগাযোগ করুন। 9083130421. (C/110311)

কর্মখালি

■ স্কুলের Tata Magic Van চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই। Bright Academy, পাঞ্জাবিপাড়া, শিলিগুড়ি। Cont. 9641195334.

কর্মখালি

■ Accountant required for Factory in Siliguri, min 3 yrs. exp. Salary negotiable. Send CV @ 9002957792. Lodging free. (C/110305)

■ Required Back Office Staff & Lady Teachers for Pre-Primary class at Bright Academy, Punjabipara, Siliguri. Email-hr. brightslg@gmail.com

■ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের জেলা কার্যালয়ে রক্তের নমুনা সংগ্রহের জন্য কালেক্টরের প্রয়োজন। ফোন- ৯৪৩৪৬৯৩০০৩. (C/110234)

■ Urgent vacancy for Fresher (M), Hotel Elite, Alipurduar. (M) 7872787742. (C/110006)

■ Need Telecaller (M/F) for a Travel Agency in Cooch Behar, Ph : 8116880664. (C/110308)

■ Himalayan Buddhist Cultural School, Salugara. Teachers required : Comp. Teacher, B.E./B. Tech. (CSE/IT) or M.Sc. (CSE/ IT) or MCA/DOEACC. Pre-Pri. Teacher : H.S./Grad D.El.Ed./ NTT. Off-Asst. Grad Computer knowledge. hbcssalugara@gmail. com, Ph : 03561356532, 7865054149. (C/110240)

Teacher Requirement

■ Aarya Mission School, CBSE Affiliated (10+2) Araria & Bhagalpur PGT/TGT-Maths, Social Science, Science, Computer. PRT-Englist, EVS, Value Education, Conversation, Maths. Receptionist, Hostel Warden, Guard & Computer Operator. Good Salary with free food & lodging (CL,ML,EPF). Mail CV : aaryamissionschool@ gmail.com, Call/WhatsApp : 9006400825, 7759903180. (C/110309)

Caretaker/Housemaid

■ 66 বছর বয়সি অবিবাহিত পুরুষের আজীবন মহিলা গৃহপরিচারিকার প্রয়োজন। 40-55'এর মধ্যে বয়স, হিন্দি এবং কাজচলাউ ইংরেজিতে কথা বলা। অভাবী, প্রকৃত ভদ্রমহিলাদের জন্য দুর্দান্ত অফার, যারা বৃদ্ধ বয়সে তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে চায়। ভালো বেতন এবং জীবন পরিবর্তনকারী পুরস্কার। ধূমপায়ী, পান, গুটকা খাওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। যোগাযোগ- 7001686110. (C/110226)

কর্মখালি

■ A reputed school near Siliguri requires experienced Security Guards (male & female). Candidates with Ex-military background will be preferred. Please contact : 8945952585.

■ The Paan Palace শিলিগুড়িতে খিলি পানের কাজ জানা এবং Sales & Service-এর জন্য দক্ষ পুরুষ/মহিলা কর্মী প্রয়োজন। (M) 8918394139.

■ শিলিগুড়ি গ্রিল ফ্যাক্টরিতে স্টেইনলেস স্টিলের কাজ জানা মিস্ত্রী ও হেল্পার চাই এবং অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই। আকর্ষণীয় বেতন ও থাকার ব্যবস্থা আছে। মোঃ 9126265555. (C/110244)

■ ব্যাঙ্গালোরে বাড়িতে একজনের সংসার-এর জন্য ভালো রান্না জানা ও বাড়ির কাজ জানা ২৫ থেকে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে পিছুটানহীন কাজের মহিলা চাই। ব্যাঙ্গালোরে এসে থাকতে হবে। থাকা-খাওয়া-জামাকাপড়-মাহিনা সব দেওয়া হবে। যোগাযোগ-9886785779. (C/110308)

■ Required Faculty with Diploma/BCA/Graduate in Computer Science for Siliguri Office. Cont. 9734144607. (C/110308)

■ Authorised dealer Perfect-Baudouin DG Set Need Sales Executive (Male & Female) Office Executive (Only Female). Smart Graduate and energetic, desire to work in project base environment, having strong knowledge in local language & computer must. Send CV at 8918663036. Fresher may also apply. Area : Malda, Sikkim, Siliguri, Coochbehar & Bhutan. E-mail : parijatinternational.slg@ gmail.com (C/110308)

■ আমন্ত্রণ বস্ত্র প্রতিষ্ঠানে বহিরাগত পুরুষ কর্মী/স্থানীয় মহিলা কর্মী আবশ্যক। (M) 7699990313.

■ দোকানে কাজের জন্য ও মোমো বানানোর কারিগর চাই (ছেলে ও মেয়ে)। শিলিগুড়ি। (M) 87776-07245. (C/110312)

■ শিলিগুড়িতে সংসারের কাজের জন্য 40-45 মহিলা/আদিবাসী প্রয়োজন। কাজের সময় 9A.M. - 5P.M.। বেতন : 7000/-। M : 89181-71953. (C/110312)

■ বাড়িতে সর্বক্ষণের কাজের লোক (পুরুষ) দরকার। থাকা, খাওয়া ফ্রি। বেতন ৮.০০০ টাকা। Ph: 8918372141. (C/110311)

কর্মখালি

■ রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য কুক ও বাসন ধোয়া-মাজার লোক চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি। বেতন : 8000-15000. (M) 9832543559. (C/110310)

■ Need Sales Executive for Mobile Sales. Interview on 02.04.2024. Contact : 9800144907. (C/110310)

■ Require One Accountant for Pvt. Co. GST filling, Sales & Purchase Maintenance. Send CV at gpgautam1@gmail.com, 9434059042. (C/110310)

■ Experienced Manager চাই for Restaurant & Bar near Bagdogra. Call : 8637376472. (C/110310)

■ Darjeeling Public School, Fulbari, Siliguri (Affiliated to CBSE), urgently requires PGT Physics, PGT Chemistry, PGT Biology, PGT Economics, PGT English & TGT Science. Apply within 5 days. E-mail : schooldarjeelingpublic@gmail. com (C/110310)

■ INNOVA Crysta প্রাইভেট গাড়ির জন্য Driver চাই, শিলিগুড়িতে। (M) 9434059042. (C/110310)

Teachers Requirement

■ St John's Academy+2, Mahua, Vaishali, Bihar and concern CBSE affiliated school required Principal & Teachers upto Senior Secondary level for Sub- Math, Physics, Chem, Bio, Eng, SST, Commerce, Computer Science, Painting, Dance, Music and Physical Edu. Interested cand. can send their handwritten application with C.V & Photo. Email to stjohnshajipur19@ gamil.com jracounselling@gmail. com Mob No : 6209672193, 9472868211. Lodging provides in campus. Seats Vacant : Principal: 03, Salary: 35K to 55K & Teacher: 05 in each subject, Salary: 15K to 30K. (K)

Vacancy for Receptionist

■ Walk in interview. Time 11 A.M. - 1 P.M. everyday. Address Hotel Saluja, Hill Cart Road, Siliguri. Ph : 9083536619. (C/110313)

কর্মখালি

■ অনলাইনে ট্রেনিং নিয়ে বাড়িতে বসে কাজ করে মাসে 1 লক্ষ+ আয় করুন। 20+, H.S. পাশ, M/F চাই। (M) 8585809738. (K)

■ নম্র, ভদ্র, শিক্ষিত মহিলা সেবিকা চাই, দিবারাত্রি থাকতে হবে, রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং গুরুজির ব্যক্তিগত কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য। থাকা-খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা আছে, বেতন আলোচনাসাপেক্ষে, শিলিগুড়ি সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের সন্নিকটে, ফোন : ৯০০২০০৪৪১৮.

■ শিলিগুড়িতে মেয়েদের হস্টেলে রাঁধুনি ও হেল্পার চাই। স্বামী-স্ত্রী চলিবে। ৯৪৩৪১৯৬৬৫৫. (C/110306)

■ Require Sales Executive (North Bengal) for a Reputed Paint Company. (M) 8918497167, e-info@falgunipaints.com (C/110306)

■ A boarding school near Bagdogra is looking for a food contractor to run its school canteen on a contractual basis. Vendors with previous experience in the food catering business may apply by calling on 9647122066.

NICD
A prestigious Educational Institute in Jalpaiguri is seeking to hire faculty members
If you have a Master Degree in the following fields along with relevant corporate and academic experience:
Marketing, HR, Finance, Computer Applications
Positions also open for Student Support Executive (Male and Female)
Age Limit : 24-40, Minimum Qualification: Graduation.
Email: recruitingprofessors@gmail.com
CALL - 8167442070 7908780210

M/S TAPAN REFRIGERATION
SILIGURI BASED KITCHEN EQUIPMENT MANUFACTURING CO.
VACANCY
1. AutoCAD Designer
2. Graphic Designer Graduate with min. 1 yr experience
3. Sales/Office Executive
4. Purchase Executive Graduate with min. 2 yrs Experience
Please send your Resume at email: sales1@tapanrefrigeration.com
Mb: 89000 91803 89000 91804

ফাঁসিদেওয়ায় প্রচারে পিছিয়ে বিজেপি

ফাঁসিদেওয়া, ৩০ মার্চ : দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পরও সেভাবে প্রচারে নামেনি বিজেপি। অথচ, রাজু বিস্টকে পুনরায় সংশ্লিষ্ট লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করার পরই শিলিগুড়ি গ্রামীণ এলাকার মধ্যে ফাঁসিদেওয়ায় রাতের বেলায় রাস্তায় বেরিয়েছিলেন দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। কিন্তু, এরপর দলের প্রার্থীর হয়ে ভোটের প্রচারে আর সক্রিয়ভাবে দেখা যাচ্ছে না তাঁদের।

এলাকায় রাজনৈতিক প্রচারের লড়াইয়ের ময়দানে একাই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। ফাঁসিদেওয়া এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপির প্রভাব রয়েছে। গত ত্রিস্তরীয় গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং বিধানসভা ভোটের নিরিখে সংশ্লিষ্ট ব্লকের সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ফাঁসিদেওয়া, জালাস নিজামতারা, ঘোষপুকুর, হেটমুড়ি সিংহীঝোরা এলাকায় তো বটেই, অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতেও ভালো প্রভাব রয়েছে পদ্মের। তবুও প্রচারে পিছিয়ে থাকাকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভালো চোখে দেখছেন না দলেরই নীচুতলার কর্মীরা।

শনিবার থেকে অবশ্য ফাঁসিদেওয়ায় দেওয়াল লিখনের জন্য চুনকাম করার কাজ শুরু হয়েছে। বিজেপি সূত্রের দাবি, প্রাথমিকভাবে সামাজিক মাধ্যমেই নির্বাচনের প্রচারে জোর দেওয়া হয়েছে। রাজু বিস্টের পক্ষে ফাঁসিদেওয়া মণ্ডল বিজেপি হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকে প্রচার করছে। খুব শীঘ্রই নিজেদের প্রার্থীর হয়ে পোস্টার, দেওয়াল লিখন শুরু করা হবে।

নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার আগে রাঙ্গাপানি এলাকায় আরওবি তৈরি নিয়ে রাজু বিস্টের ছবি সহ ফ্লেক্স লাগানো হয়েছিল। পরবর্তীতে নির্বাচনিবিধি কার্যকর হতেই তা খুলে নেওয়া হয়েছে। ফাঁসিদেওয়া মণ্ডল বিজেপি সভানেত্রী বিশ্বদীপা ঘাটানির কথায়, 'কিছু এলাকায় দেওয়ালে চুনকাম করা হয়েছে। জেলা নেতৃত্ব প্রার্থীর প্রচারের জন্য ফ্লেক্স পাঠিয়েছে। দেওয়াল লিখন এবং পোস্টার লাগিয়ে রবিবার থেকে জোরকদমে প্রচার শুরু করা হবে।'

রাজুর সমর্থনে বৈঠক

চোপড়া, ৩০ মার্চ : দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্টের সমর্থনে শনিবার চোপড়ার তিনমাইলে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ছিলেন, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ পাল, ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়, সাংগঠনিক সম্পাদক ভবেশ কর, চোপড়া বিধানসভার কনভেনার অসীম বর্মন প্রমুখ। জেলা সভাপতির কথায়, 'চোপড়ায় শুধু উন্নয়ন হয়েছে তৃণমূল নেতাদের। পাশাপাশি চোপড়ার একমাত্র চা শিল্পকে টুকরো করে বিক্রি করে সংকটের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি এর প্রতিবাদ করবে।'

পথ দুর্ঘটনায় জখম ছয়

ইসলামপুর, ৩০ মার্চ : ঝাড়খণ্ড থেকে এক কিশোরীকে উদ্ধার করে অসমে ফেরার পথে ইসলামপুর থানার তেলিভিটা এলাকার জাতীয় সড়কে পুলিশের গাড়ি উলটে যায়। ওই দুর্ঘটনায় ৬ জন জখম হয়েছেন। ওই কিশোরীর আঘাত গুরুতর। তাকে উদ্ধার করে ইসলামপুরে মহকুমা হাসপাতালে আনা হলে সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িতে থাকা অসম পুলিশের এক কর্মী জানিয়েছেন, পানিগাঁও থানার পুলিশ ওই কিশোরীকে অপহরণ মামলায় উদ্ধার করতে শনিবার ঝাড়খণ্ডে গিয়েছিল। ফেরার পথে দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ।

চোপড়ায় হুডখোলা গাড়িতে রোড শো তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গোপাল লামার। শনিবার। ছবি : মনজুর আলম

দোকান ভাঙচুরে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

ভোজালি দেখিয়ে হুমকি

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৩০ মার্চ : তৃণমূলের আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য উজ্জ্বল শর্মার বিরুদ্ধে শুক্রবার বিকেলে গোঁসাইপুরের একটি হার্ডওয়্যারের দোকান ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল। তৃণমূল যুবর আপার বাগডোগরা অঞ্চল সভাপতি গোঁসাইপুরের ওই হার্ডওয়্যার দোকানের মালিক ও কর্মীদের ভোজালি উঁচিয়ে হুমকিও দিয়েছেন। শুক্রবার রাতে বাগডোগরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ব্যবসায়ী অরুণ শর্মা। কিন্তু তারপর ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে দেখা গেল না পুলিশ প্রশাসনকে। এদিকে, উজ্জ্বলের দাবি, তাঁকে ওই দোকান থেকে নকল রড গছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই রাগের বশে এই ঘটনাটি ঘটিয়েছেন।

কী ঘটেছিল শুক্রবার? জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ উজ্জ্বল একটি খোলা ভোজালি নিয়ে দোকানে ঢোকেন। দোকানের সামনে সাজিয়ে রাখা টাইলসগুলো ভোজালির আঘাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন। ব্যবসায়ী জানান, উজ্জ্বল বাড়ি তৈরির জন্য ফেব্রুয়ারি মাসে একটি কোম্পানির তৈরি কয়েকটি রড কিনেছিলেন। একটি বাঁকানো রড উলটোদিকে বাঁকিয়ে সোজা করার সময় রডটি ভেঙে যায়। তাঁর অভিযোগ, 'উজ্জ্বল দোকানে এসে অভিযোগ জানালে আমরা রডের নমুনা সংগ্রহ করে কলকাতায় পাঠাই। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় রডটি ঠিকই ছিল।' তাঁর সংযোজন, 'আমার কাছে ৫০ লাখ টাকা দাবি করেন। সেই টাকা না পেয়ে শুক্রবার দোকানে এসে ভোজালি নিয়ে হামলা করে।' ঘটনাটা জানিয়ে বাগডোগরা থানায় শুক্রবার রাতে অভিযোগ দায়ের করেন।

দোকানের মালিক ও কর্মীদের সামনে ভোজালি উঁচিয়ে।

উজ্জ্বলের পালটা অভিযোগ, তাঁকে নকল রড দেওয়া হয়েছিল। সেই রড দিয়ে বাড়ি তৈরির পরে দেখা যায়, রড ভেঙে যাচ্ছে। তাঁর সাফাই, 'বাড়ি একবারই হয়। আমার ক্ষতি হলে তার দায় কে নেবে? রাগের বশে ভোজালি নিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম।' বাগডোগরা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি অরুণ ঘোষ ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। গোঁসাইপুর ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নীরেন রায় বলেন, 'পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে এটাই চাই।' বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য সজলকান্তি সরকারও ঘটনার নিন্দা করেছেন।

দাদাগিরি

- শুক্রবার ভোজালি নিয়ে দোকানে হামলা চালান তৃণমূলের ওই নেতা
- দোকানের জিনিসপত্র ভাঙচুরের পাশাপাশি মালিক ও কর্মীকে হুমকিরও অভিযোগ রয়েছে
- রাতে থানায় অভিযোগ দায়ের করার পরও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নেয়নি

তৃণমূলের নকশালবাড়ি-১ ব্লক সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, 'ওই ব্যবসায়ী নকল রড দিয়েছিলেন। সেজন্য ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কাউন্টার কেস এবং ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মামলা রুজু করবে উজ্জ্বল।' যদিও বিষয়টিকে সমর্থন করেননি তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। তিনি বলেন, 'উজ্জ্বলের সঙ্গে ওই ব্যবসায়ীর মতবিরোধ হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে দল এই ধরনের কাজকে সমর্থন করে না।'

ভোটে গবাদিপশু পাচারের টাকা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৩০ মার্চ : ইসলামপুর মহকুমা আগাগোড়াই গবাদিপশু পাচারের করিডর হিসেবে কুখ্যাত। ইসলামপুর, গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া সহ চোপড়া থানার বেশ কিছু এলাকা পশু পাচারের আস্তানা হয়ে উঠেছে। বর্তমানে মোষ পাচার চলছে চুটিয়ে। মাসে ১০ কোটি টাকার কারবার। বলছে পাচারকারীদের মাথারাই।

পাচারের কারবারে চলে দু'ধরনের জিনিস। পাচারকারীদের কোড ওয়ার্ডে 'সাদা মাল' ও 'কালো মাল'। সাদা মাল মানে গোরু। আর কালো মাল মানে মোষ। তবে বর্তমানে চুটিয়ে চলছে মোষ পাচারের কারবার। কলকাতা ও দিল্লি থেকে এই চক্র নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অসমেও চক্রের প্রতাপশালী দাদারা বসে রয়েছে। ইসলামপুরের উপর দিয়ে যাওয়া ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সক্রিয় গবাদিপশু কারবারিদের একাংশের সঙ্গে কথা বলে এই তথ্যই উঠে এসেছে।

এখানেই শেষ নয়, লোকসভা ভোটে গবাদিপশু পাচারের টাকা ব্যবহারের জন্য চক্রের পান্ডারা রীতিমতো ছক কষে ফেলেছে। ভোটে দেদারে টাকা উড়িয়ে ভবিষ্যতের জন্য পথ প্রশস্ত করার জন্য তারা কার্যত তৈরি। নির্বাচন কমিশনও জানিয়েছে, ভোটে পাচার সহ অবৈধ টাকার লেনদেন রুখতে তারা বসে নেই। নাকা চেকিং থেকে শুরু করে সমস্ত ধরনের নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ইসলামপুর মহকুমার নির্বাচনি আধিকারিক তথা মহকুমা শাসক মহম্মদ আব্দুল শাহিদ।

পাচারকারীদের কোড ওয়ার্ড 'সাদা মাল' ও 'কালো মাল'। বর্তমানে চুটিয়ে চলছে মোষ পাচারের কারবার। কলকাতা ও দিল্লি থেকে এই চক্র নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

কালা কারবার

- ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সক্রিয় গবাদিপশু কারবারি
- বর্তমানে মোষ পাচার চলছে চুটিয়ে
- মাসে ১০ কোটি টাকার কারবার
- উত্তরবঙ্গ এবং অসম সীমান্তে জনৈক গণেশ কারবার নিয়ন্ত্রণ করে

এই পশু পাচার চক্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এক পান্ডার কথায়, 'পুলিশ প্রশাসনের বড় কর্তারা চাইলেই গবাদিপশুর গাড়িতে হাত লাগিয়ে দেবে, সেই সাহস নেই। আমাদের পরিষ্কার বলা আছে, পুলিশ প্রশাসনের কেউ বিরক্ত করলে তার নাম সংগ্রহ করে জানিয়ে দিতে। বাকিটা উপর থেকে দাদারা বুঝে নেবে।'

উত্তরবঙ্গ এবং অসম সীমান্তে জনৈক গণেশ বলে এক ব্যক্তি কোটি কোটি টাকার এই কালা কারবারের উপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ রেখে চলে বলে জানা গিয়েছে। তবে কে এই গণেশ? কী তার পুরো পরিচয়? সেসব কিছুই জানা যায়নি। সূত্রটি বলছে, 'বেশি ঘাঁটালে গুম করে দেওয়া ওদের কাছে বাঁ হাতের খেল।'

লোকসভা ভোটের মুখে পাচারকারীরা আরও দাপিয়ে কাজ করছে। কারণ রাজনৈতিক ছত্রছায়া মজবুত করতে পাচারের অঙ্কের মোটা টাকা ভেট দিতে হবে ভোটে। সবটাই উপর থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে কাদের কাছে আর কোন ফর্মুলায় টাকা ঢুকছে সেটা মাঝারি ও নীচুতলার পাচারকারীদের জানার প্রশ্নই নেই। সেটা জানার চেষ্টা করলেই জান যাবে।

গবাদিপশু পাচারের কোটি কোটি টাকার কারবার এবং ভোটে সেই টাকার অনুপ্রবেশ রুখতে বিশেষ কোনও ব্যবস্থা নিয়েছেন প্রশ্ন করা হলে মহকুমা নির্বাচনি আধিকারিক বলেন, 'নজরদারি চালাতে প্রতিটি আন্তঃরাজ্য সীমান্তে নাকা চেকিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে পুলিশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা থাকছেন। আর ভোটে গবাদিপশু পাচারের টাকা খাটার পাশাপাশি অন্যান্য সমস্ত অবৈধ লেনদেনের উপর আমাদের নজরদারি রয়েছে।'

মঞ্জু চা বাগানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ।

মিরিকে চিতাবাঘ

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : মিরিকের মঞ্জু চা বাগানে চিতাবাঘ দেখা গিয়েছে। শুক্রবার রাতে বাগানের শ্রমিক মহল্লার এক ব্যক্তি প্রথম অন্ধকারে চিতাবাঘটিকে দেখতে পান। পরে তিনি টর্চ এনে বিষয়টি নিশ্চিত হলে চিৎকার শুরু করেন। চিৎকার শুনে আশপাশ থেকে বাসিন্দারা আসেন। খবর দেওয়া হয় বন দপ্তর এবং পুলিশে। বন দপ্তরের লোকজন এসে চিতাবাঘটিকে খাঁচাবন্দি করে নিয়ে যান।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, এর আগেও ওই বাগানে চিতাবাঘ দেখা গিয়েছিল। সম্ভবত, এই বাগানে একাধিক চিতাবাঘ রয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান। তাঁদের কথায়, চিতাবাঘ ধরতে এর আগেও বন দপ্তরকে বাগানে খাঁচা পাতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তারপর আবার শুক্রবার রাতে একটি চিতাবাঘ ধরা পড়ল। ফলে বাসিন্দাদের মধ্যে বেশ আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

নেত্রীকে মারধরে গ্যাংকে আড়ালের চেষ্টা

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : মাথার উপর হাত রয়েছে রাজনৈতিক দলের উপরতলার নেতাদের। তাই তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা এবং তাঁর স্বামীর উপর চড়াও হওয়াটা কোনও ব্যাপারই নয় কেজিএফ গ্যাংয়ের সদস্যদের কাছে। ফকদইবাড়ি এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা চুমকি মণ্ডল শীল ও তাঁর স্বামীকে যারা মারধর করেছে তারা সকলেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের দেবাশিস কলোনির বাসিন্দা বলে সূত্রের খবর।

অভিযোগ, সবকিছু জেনেও অভিযুক্তদের গোপন করার চেষ্টা করছে পুলিশ। ওই ঘটনার পর ছয়দিন কেটে গেলেও এখনও দুষ্কৃতীরা অধরা থাকায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

যে কেজিএফ গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে একসময় সুয়োমোটো মামলা করে গ্রেপ্তার করল পুলিশ, সেই গ্যাংকে এখন কেন আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে এই বিষয়ে শিলিগুড়ির কোনও পুলিশকর্তার বক্তব্য মেলেনি। এক পুলিশ কর্তার আশ্বাস, 'তদন্ত চলছে। ধৃতরা ধরা পড়বে।'

কী ঘটেছিল? দোলের দিন দুপুরে স্বামীর সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন চুমকি। তাঁর অভিযোগ, পেছন থেকে একটি বাইক এবং একটি স্কুটারে চেপে চারজন তরুণ হর্ন বাজিয়ে তাঁদের উত্যক্ত করছিল। তাঁরা গাড়ি থামাতেই সেই তরুণরা পথ আটকায়। এরপর চুমকির স্বামী প্রতিবাদ করতেই অভিযুক্তরা লোহার রড নিয়ে তাঁদের ওপর চড়াও হয়। দুজনকেই বেধড়ক মারধর করা হয়।

- কেজিএফ গ্যাং বর্তমানে শহরের ত্রাস
- আশিঘর, ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় দাপিয়ে বেড়ায়
- মাদকের কারবার থেকে শুরু করে ভয় দেখানো, সবেতেই তারা সিদ্ধহস্ত

মারধরের চোটে চুমকির মাথা ফেটে যায়। তাঁর স্বামীর চোখের নীচে আঘাত লাগে। স্থানীয়রা তাঁদের চিৎকার শুনে এগিয়ে আসতেই অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। এরপরেই স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।

ঘটনার কথা ও তাঁদের অভিযোগ লিখিত আকারে আশিঘর ফাঁড়িতে জানিয়েছেন পঞ্চায়েত সদস্যা। এরপরেও অভিযুক্তরা ধরা পড়েনি। স্থানীয় সূত্রে খবর, যারা মেরেছে তারা কেজিএফ গ্যাংয়ের সদস্য। এই গ্যাং বর্তমানে শহরের ত্রাস। আশিঘর, ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় দাপিয়ে বেড়ায় এই দলের সদস্যরা। মাদকের কারবার থেকে শুরু করে ভয় দেখানো, সবেতেই তারা সিদ্ধহস্ত। ওই সমস্ত এলাকার নেতারা এদের মাসলম্যান হিসেবে ব্যবহার করে।

অভিযোগ, ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের এক নেতার ছত্রছায়ায় থেকেই এদের এত বাড়বাড়ন্ত। তাই পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করছে না।

দুটি লরির সংঘর্ষ

ফাঁসিদেওয়া, ৩০ মার্চ : ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুরের ময়লানিজোতে শনিবার দুটি লরির সংঘর্ষে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গিয়েছে, এদিন ঘোষপুকুরগামী একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের আরেকটি লরির পেছনে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনার জেরে যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। একটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরি পুলিশ আটক করেছে। আরেকটি লরির চালক গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। মামলা রুজু করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

দেহ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ৩০ মার্চ : মহানন্দা ক্যানালে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার ফাঁসিদেওয়ার জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহম্মদবক্স এলাকায় আনুমানিক ৪০ বছর বয়সি এক ব্যক্তির মৃতদেহ ভেসে আসে। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় প্রদীপ সিংহের বক্তব্য, মৃত ব্যক্তি এলাকার নন। মৃতদেহ উদ্ধারকারীরা জানান, দেহটি কয়েকদিন আগের। মাথার কাছে চোটের চিহ্ন রয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

পাঁচশোরও বেশি আবেদন জমা

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : শিলিগুড়ি শহর ও শহরতলিতে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায় আগ্রহ বাড়ছে। রেস্তোরাঁ, মাশরুম থেকে জামাকাপড় ও স্টেশনারি সহ নানা ব্যবসায় আগ্রহী যুবসমাজ। এবছরে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বাবলম্বন সংযোজন কেন্দ্রে পাঁচশোরও বেশি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। সাধারণ মানুষকে স্বাবলম্বী করতে 'মিশন স্বাবলম্বন' চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এখানে ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ব্যবসার জন্য ঋণ দেওয়া হয়।

স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে চলতি বছরই সরকারি উদ্যোগে নানা সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মানুষ যাতে ব্যবসায় আগ্রহী হন সেজন্য তাঁদের বোঝাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্তরা। শিলিগুড়ির পাশাপাশি মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া ও খড়িবাড়ি ব্লক থেকেও আগ্রহ দেখাচ্ছে নতুন প্রজন্ম। সরকারি সুবিধা পেয়ে কাজের সুবিধা হচ্ছে বলে জানান অমন লিম্বু। সরকারি সুবিধায় মাশরুম চাষ করে লাভের মুখ দেখেছে ফ্লুরিদা এক্কা। ইতিমধ্যেই অনেকেই সরকারি ঋণের টাকায় ব্যবসা শুরু করেছেন। ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাংকের স্বাবলম্বন কানেক্ট কেন্দ্রের দার্জিলিং জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিরেক্টর পৌলমী চাকি নন্দী বলেন, 'সাধারণ মানুষ যাতে আয় করতে পারে সেজন্য সরকারি এই উদ্যোগ। সরকারি সাহায্যে যে কেউ নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে পারেন। ঋণ পরিশোধেও সুবিধা রয়েছে।' ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা চালুতে এমন সরকারি ঋণ যে অত্যন্ত কার্যকরী তা উপভোক্তাদের অজানা নয়। আবেদনকারীরা ব্যবসার জন্য ৫০ হাজার টাকা থেকে সরকারি ঋণের সুবিধা পেতে পারে। কীভাবে মিলবে ঋণ? পৌলমী জানান, স্বাবলম্বন কানেক্ট কেন্দ্রে এসে বা ফোনে যোগাযোগ করলে কেমন ব্যবসা করতে চান তা শুনে সরকারি সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

স্বাবলম্বন সংযোজন কেন্দ্রে

প্রসূতি মৃত্যুতে বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি, ৩০ মার্চ : প্রসূতির মৃত্যুতে শনিবার উত্তেজনা ছড়াল জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে। মৃতের নাম শীলা দাস (২১)। বাড়ি ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহনি বামনপাড়া এলাকায়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসার গাফিলতির কারণে শীলার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন হাসপাতালে মৃতের পরিবারের সদস্যরা বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কোতোয়ালি থানার পুলিশ। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

মৃত্যুর খবর জানাজানি হতেই সিসিইউ-এর বাইরে পরিবারের সদস্যরা ক্ষোভ উগরে দেন মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। মৃতার স্বামী তপন দাস বলেন, 'পুত্রসন্তানের জন্ম দেওয়ার পর স্ত্রী সুস্থ ছিল। পরিবারের সকলের সঙ্গে কথা বলেছে। রাতে আমাকে জানানো হয়, রক্তচাপজনিত কোনও সমস্যা হয়েছে। এদিন সকালে আমাকে জানানো হয় স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসার গাফিলতি না থাকলে কোনও অবস্থাতেই এই ঘটনা ঘটতে পারে না।'

প্রসূতির মৃত্যু প্রসঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করেছেন জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান। তিনি বলেন, 'এই বিষয় নিয়ে আমাদের কাছে কেউ কোনও অভিযোগ জানায়নি। তবে যেহেতু মাতৃমৃত্যু, সেক্ষেত্রে আমরা বিষয়টি যথেষ্টই গুরুত্ব দিয়ে দেখছি।' প্রয়োজনে রোগীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলবে কর্তৃপক্ষ। কল্যাণ বলেন, 'রোগীর পরিজনের কোনও অভিযোগ থাকলে সেটাও আমরা গুরুত্ব দিয়ে শুনব।'

কী ঘটেছে? শুক্রবার সকালে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছিল শীলাকে। ওই দিন সকাল ১০টা নাগাদ অস্ত্রোপচার করা হয়। তিনি একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। পরিবারের দাবি, সন্তানের জন্মের পর শীলা সুস্থই ছিলেন। শুক্রবার রাতে হঠাৎ করে শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। সেই রাতেই শীলাকে প্রসূতি বিভাগ থেকে মেডিকেল কলেজের সিসিইউতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। এদিন সকাল আটটা নাগাদ শীলাকে মৃত বলে ঘোষণা করে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ।

ভেস্তে গেল ত্রিপাক্ষিক বৈঠক

মালবাজার, ৩০ মার্চ : মাল ব্লকের বন্ধ সাইলি চা বাগান নিয়ে বহু প্রতীক্ষিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠক একপ্রকার ভেস্তেই গেল। বাগান খোলা নিয়ে এদিন কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ফলে সাইলি খুলছে না। জলপাইগুড়ি ডেপুটি লেবার কমিশনারের কার্যালয়ে শনিবার সাইলি নিয়ে এই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকটি হয়। বৈঠকের পর মালবাজারের সহকারী শ্রম আধিকারিক প্রণবকুমার দাস বলেন, 'সাইলি চা বাগান নিয়ে ত্রিপাক্ষিক স্তরে আলোচনা হয়েছে। বাগান খোলা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি।'

গত ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে মাল ব্লকের সাইলি চা বাগান বন্ধ। সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক-এর নোটিশ জারি করে মালিকপক্ষ বাগান ছেড়েছে। এরফলে সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ শ্রমিকরা। বাগান খোলা নিয়ে এদিন দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জলপাইগুড়ির ডেপুটি লেবার কমিশনারের কার্যালয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। মালিকপক্ষের সংগঠন আইটিপিএ'র ডুয়ার্স শাখার সচিব রামঅবতার শর্মার কথায়, 'আমাদের পক্ষ থেকে বাগান খোলার পর পর্যায়ক্রমে বকেয়া মেটানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী পাক্ষিক মজুরি প্রদানের তারিখগুলিও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল। শ্রমিকপক্ষ দাবি করেন বকেয়া মিটিয়ে তারপর বাগান খুলতে হবে। তাঁরা আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হননি। এদিন চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। পরবর্তীতে আলোচনা হবে।' এদিনের বৈঠকে বাগানের ম্যানেজার সুনীল আগরওয়াল, শ্রম বিভাগের ডেপুটি লেবার কমিশনার শুভাগত গুপ্তও উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নকুল সোনার, প্রগ্রেসিভ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি কিরণ কালিন্দি, বিটিডব্লিউইউয়ের মহেশ বাগের বক্তব্য প্রায় একই। তাঁরা বলেন, 'আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম বকেয়া মজুরি দেওয়া হোক। তারপর বাগান খোলা হোক। মালিকপক্ষ এই প্রস্তাব মানেননি।'

ডন বসকোতে এআইয়ের পঠনপাঠন

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : এমাসেই প্রকাশ্যে এসেছিল হিউম্যানয়েড রোবট শিক্ষিকা 'আইরিস'। তারপরই দেশজুড়ে হইচই পড়ে যায়। কেরলের এক স্কুলে রোবট শিক্ষিকা 'আইরিস'-এর ক্লাস নেওয়ার ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়েছে। এবার শিলিগুড়ি ডন বসকো স্কুলেও চালু হল এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) বিষয়ক পাঠদান। এ বছরই ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে এই পাঠদান চালু করা হয়েছে। পড়ুয়ারা এখন থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারবে। এজন্য প্রায় আট লক্ষ টাকা খরচে স্কুলে তৈরি হয়েছে নতুন ল্যাবরেটরি।

এখন প্রযুক্তির থাবা সর্বব্যাপ্ত। প্রযুক্তিতে বর্তমান প্রজন্মের আগ্রহ অনেক বেশি। ইতিমধ্যে আগ্রহ ও কর্মক্ষেত্র উভয় ক্ষেত্রে নজর দিয়েই ছোট ক্লাস থেকেই স্কুলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে ডন বসকো কর্তৃপক্ষ। স্কুলের প্রিন্সিপাল ফাদার ভিসি জোস জানান, 'বিদেশে ইতিমধ্যেই প্রযুক্তিনির্ভর পড়াশোনায় বাড়তি জোর দেওয়া হয়েছে। স্কুলে এবছর প্রাথমিকভাবে এই বিষয়ে পড়াশোনা চালু হয়েছে। অভিভাবকদের কাছ থেকে এজন্য বাড়তি কোনও ফি নেওয়া হবে না।' স্কুলে রোবট শিক্ষক চালুর পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে ফাদার জানান, ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে এব্যাপারে কথা বলা হয়েছে। ভবিষ্যতে স্কুলে এআই রোবট শিক্ষক চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

কেরলের মতো ক্লাসে রোবট শিক্ষিকা শিলিগুড়িতে দূর অস্ত।

জানা গিয়েছে, এপ্রিলে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হলেই মুম্বই থেকে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা এসে স্কুলে এআই সম্পর্কিত ক্লাস নেবেন। যদিও প্রাথমিকভাবে পড়ানোর জন্য স্কুলের বেশ কিছু শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। স্কুলে এআই পড়ানো উদ্যোগে খুশি নমিতা পাল নামে এক অভিভাবক জানান, আধুনিক বিষয়ে জোর দিয়ে শৈশব থেকেই স্কুলে পড়াশোনা করানোয় পড়ুয়ারা অনেক বেশি চৌকশ তৈরি হচ্ছে।

আরেক অভিভাবক কাজি নজরুল ইসলামের কথায়, 'স্কুলে এআই নিয়ে পড়ানো হলে বাচ্চাদের আলাদা করে কোনও প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তাদের আর আলাদা করে শিখতে হবে না।'

এবছর থেকে শিলিগুড়ি তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুলে একাদশ শ্রেণি থেকে এআই নিয়ে পড়ানো শুরু হচ্ছে। এজন্য স্কুলের কম্পিউটার শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বলে নেতাজি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজীব ঘোষ জানান। তবে, স্কুলে এখনই রোবট শিক্ষক দিয়ে পড়াশোনা করানোর কোনও উদ্যোগ নেই বলে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অশোক নাথ জানান।

উত্তর সম্পাদকীয়

কলকাতা তুমি কার?

দক্ষিণ কলকাতার সঙ্গে উত্তর কলকাতা। পাশাপাশি যাদবপুর, হাওড়া, দমদম ও ব্যারাকপুর। কলকাতা ও শহরতলিতে এই লোকসভা আসনগুলো পড়ে। ইদানীং সেখানে যে কোনও ভোটেই দাপট দেখায় তৃণমূল কংগ্রেস। এবার কি সেখানে বিপক্ষ থাবা বসাতে পারবে? আজ উত্তর সম্পাদকীয়তে সেই উত্তর খোঁজার চেষ্টা।

এ তো খেলা ভাঙার খেলা!

দেবদূত ঘোষঠাকুর

এখন ভরা চৈত্র মাস। কালবৈশাখীর মাস। এ সময় কেমন থাকে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া? মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'কালবৈশাখী' কবিতায় লিখেছেন, 'মধ্যদিনের রক্ত নয়ন অন্ধ করিল কে, ধরণীর 'পরে বিরাট ছায়ার ছত্র ধরিল কে'। কিন্তু ওই 'ছত্রছায়া' তৈরি হচ্ছে কোথায়? বাতাসে আর্দ্রতার জন্য তাপমাত্রাই বাড়তে পারছে না। কলকাতার আশপাশে এখন ভাদ্র মাসের প্যাচপেচে গরম। আবহাওয়া ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে।

দক্ষিণবঙ্গে ভোটের আবহাওয়াও অবশ্য তেমন গরম হয়নি এখনও। আমাদের এ রাজ্যে ভোট ঘোষণার আগে থেকেই, ভোটের হাওয়া গরম হতে শুরু করে। এ বার সেখানেও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সেটা কি কোনও পরিবর্তনের ইঙ্গিত?

প্রচার কেন, এখনও প্রধান দলগুলির সবাই, সব কেন্দ্রের জন্য প্রার্থীই ঠিক করতে পারেনি। কিন্তু কলকাতার আশপাশের আসনগুলিতে যেসব প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়েছে, তাতেও কিন্তু ওলটপালটের ছাপ স্পষ্ট।

সিপিএমের প্রথম দফার প্রার্থীপদ ঘোষণা থেকেই চমকের শুরু। আজন্ম সোনারপুর এলাকার বাসিন্দা, যাদবপুরের প্রাক্তন সাংসদ ও বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী এবার দমদম লোকসভা আসনের প্রার্থী। সুজন দমদমে কেন?

সুজনের যাদবপুরে এ বার সিপিএমের প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। দমদমের অচেনা মাঠে কি স্বেচ্ছায় এসেছেন সুজন? দমদমে তো তন্ময় ভট্টাচার্যের মতো নেতা ছিলেন। তাহলে সুজন কেন? প্রশ্নটা করে ফেললাম তাঁকেই। সুজনের জবাব, 'আমরা রাজনীতির মানুষ। মাঠে নেমে কাজ করি। আমার এলাকা বলে কিছু নেই। দল যেখানে বলবে দাঁড়াতে হবে।' ওই সিপিএম নেতার এক কাছের মানুষের মন্তব্য, 'নামটা সুজন। তাই মাথা পেতে নিয়েছেন দলের নির্দেশ।'

শুধু সুজন কেন? দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র দেখুন। রায়গঞ্জ থেকে উড়িয়ে বিজেপি প্রার্থী করেছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরীকে। দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূলের আঁতুড়। সেখানে মালা রায়ের মুখে দেবশ্রীকে দল ছেড়ে দিল কি না, সেই প্রশ্ন কিন্তু ইতিমধ্যেই উঠেছে। এমনিতেই প্রার্থীর নাম ঘোষণা অনেকটা পরে হওয়ায়, প্রথমেই খানিকটা পিছন থেকে শুরু করেছেন দেবশ্রী। প্রচারে তাঁর থেকে অনেকটাই এগিয়ে সিপিএমের বলিয়ে কইয়ে প্রার্থী সায়রা হালিম। তবে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল ছাড়া অন্য কোনও দলের প্রার্থীর পক্ষে জেতার মতো পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি।

এ বার একবার যাদবপুর কেন্দ্র ঘুরে আসা যাক। যাদবপুর থেকে অতীতে কংগ্রেসের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস/তৃণমূলের কৃষ্ণা বসু ও সিপিএমের মালিনী ভট্টাচার্য ছাড়া, পরপর কয়েক বছর একই প্রার্থীকে দাঁড় করায়নি কোনও দলই। এবারও সব দলের নতুন প্রার্থী। প্রার্থীরা কম বয়সেরও। যাদবপুরের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে চক্কর কাটার শারীরিক সক্ষমতা তিনজনেরই রয়েছে। যাদবপুর কেন্দ্রের জয়পরাজয়ের ভারসাম্য অনেকটাই বজায় রাখে ভাঙড়। একটা কথা চালু আছে, 'ভাঙড় যার, যাদবপুর তার'। তিন বছর আগেকার বিধানসভা এবং গত বছরের পঞ্চায়েত ভোটের নিরিখে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফোর্স বা আইএসএফ তৃণমূলের কাছে গলার কাঁটার মতো। এ বারের ভোটে আইএসএফ, কংগ্রেস ও সিপিএমের মধ্যে জোট হওয়ায় ভোট কাটাকাটির খেলায় ভাঙড় তাঁদের 'লিড' দেবে কি না, তা নিয়ে অঙ্ক কষা শুরু করেছেন সায়নী আর সৃজনের ইলেকশন এজেন্টরা। বিজেপির অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় ভাঙড়কে অন্য দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে ছেড়ে দিয়ে, ঘর গোছাচ্ছেন বাকি ছয় বিধানসভা এলাকায়। ভাঙড়ের 'তাজা নেতা' আরাবুল ইসলাম জেলে। ক্যানিংয়ের সওকত মোল্লা ডায়মন্ড হারবারের 'ডিউটি' সামলে, ভাঙড়ে কতটা সময় দিতে পারবেন, সেটাও বড় প্রশ্ন। তার উপরে নৌশাদ সিদ্দিকী। তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা চাইছেন, নৌশাদ ডায়মন্ড হারবারে দাঁড়িয়ে পড়ুন। তা হলে ভাঙড়ের আইএসএফয়ের 'লড়াকু' বাহিনী চলে যাবে অভিষেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সামালাতে।

প্রার্থীপদ ঘোষণা হওয়ার আগে, তিনি নিজের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।' নবীন-প্রবীণের লড়াইয়ে, টিকিট পাওয়া নিয়েই সংশয় ছিল তিন বারের সাংসদ সৌগত রায়ের নিজেরই। নবীন-প্রবীণ লড়াইয়ের ফায়দা তুলতে সিপিএমের হয়ে দমদমে দাঁড়িয়েছেন সুজন। তবে বিজেপির প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই স্পষ্ট হয়ে গেল, সৌগত রায় সম্ভবত এবারেও দিল্লি যাচ্ছেন।

ব্যারাকপুরের শীলভদ্র দত্তও পরিযায়ী বিজেপি প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছেন সৌগতের বিরুদ্ধে। সুজন বাইরের, শীলভদ্র বাইরের, সৌগত তবুও নিশ্চিত হতে পারছেন না। ছুটে বেড়াচ্ছেন গোটা কেন্দ্রে।

তৃণমূলের নবীন-প্রবীনের দ্বন্দ্বে প্রার্থীপদ তাঁরও এবার অনিশ্চিত ছিল। মতুয়া ভোটে সওয়ার হয়ে বিজেপির নৌকা তরতর করে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত কাকলির পাশে দাঁড়িয়েছে বিজেপি। এমন একজনকে তারা দাঁড় করিয়েছে, যাঁর বিরুদ্ধে জেলার বিজেপি নেতারাই মাদক পাচারে যুক্ত থাকার অভিযোগে এনে, প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার করবেন না বলে প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছেন।

তবে জোর লড়াইয়ের 'আশঙ্কায়' উদ্বেগে রয়েছে ব্যারাকপুর। তৃণমূল-বিজেপি-তৃণমূল হয়ে বিজেপিতে ফিরে, ব্যারাকপুর জয়ের হুহুংকার দিয়েছেন অর্জুন সিংহ। তাঁর লড়াই আবার আরেক অর্জুনের সঙ্গেই। তিনি রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। সাংসদ অর্জুন গত দেড় বছর তৃণমূল নেতা হিসেবে মন্ত্রী পার্থ তথা অর্জুনের ডেরায় বসেছিলেন, ওই শিবিরের আটঘাট বুঝে নিতে। পার্থও জানতেন, লোকসভার টিকিট না পেলে ছোবল মারতে পিছপা হবেন না অর্জুন। তাই ভাটপাড়ার অর্জুনের চোখের আড়ালে ঘর অনেকটাই গুছিয়ে রাখছিলেন নৈহাটির পার্থ ভৌমিক। ২০১৯ সালে কেউ ভাবেনি বিজেপির প্রার্থী অর্জুন সিংহ হারিয়ে দেবেন তৃণমূলের দীনেশ ত্রিবেদীকে। পাঁচ বছর আগে অসাধ্যসাধন করলেও, এবারও কি দিল্লি যাওয়া সুনিশ্চিত করতে পারবেন অর্জুন?

যাঁর হাতে আমার রিপোর্টার হয়ে ওঠার শিক্ষা, তিনি বলতেন, 'অন্য রিপোর্টিং স্ট্রেট ব্যাটে খেলতে হয়। রাজনৈতিক রিপোর্টিং বেশ জটিল। ঘুরিয়ে ভাবতে হয়।' তাই রাজনৈতিক রিপোর্টিং আমার ভালো লাগত না। তবে করতে হত। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এবার কলকাতার সব থেকে জমাটি লড়াই হবে উত্তর কলকাতা কেন্দ্রে। সেখানে তৃণমূলের লড়াইটা তৃণমূলের সঙ্গেই! সুদীপ লোকসভায় তৃণমূলের নেতা। তাই তাঁকে প্রার্থী করতেই হত। কেন জানি মনে হচ্ছে সুদীপের বিরুদ্ধে ফেসবুকে রীতিমতো গর্জে উঠে, ওই বর্ষীয়ান নেতার গ্রেপ্তারের দাবি তুললেও মুখপাত্র কুণাল ঘোষের তৃণমূলে থেকে যাওয়া, উত্তর কলকাতার তৃণমূলের রাজনীতিতে সুদীপের কট্টর বিরোধী (পড়ুন কুণালের সহযোদ্ধা) তাপসের বিজেপিতে চলে যাওয়া, এবং সুদীপের বিরুদ্ধে প্রার্থী হওয়ার চিত্রনাট্যটা বোধহয় আগেই লেখা ছিল। লড়াইটা তাপস-কুণাল বনাম সুদীপ-কুণাল হওয়ার দিকেই যে এগোচ্ছে, সেই গন্ধটা কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে। সুদীপকে বানপ্রস্থে পাঠানোর পরিকল্পনার আঁচ পাচ্ছেন সুদীপ-ঘনিষ্ঠ অনেকেই। নির্বাচনে লড়াই করে হেরে 'সম্মানজনক বিদায়' আর কি!

তৃণমূলের অন্দরের খবর, এই রকম 'সম্মানজনক বিদায়' প্যাকেজ তৈরি হয়েছে আরও এক নেতার জন্য। তিনি হাওড়ার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে কুণালের ভূমিকায় মুখ্যমন্ত্রীর ছোট ভাই স্বপন (বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায়। কুণালের মতোই তিনিও তৃণমূল প্রার্থীকে তাঁর কেন অপছন্দ তা জানিয়ে দিয়েছেন। এমনকি নির্দল হয়ে দাঁড়ানোর হুমকিও দিয়ে রেখেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু বাবুন দলীয় পদ এবং অন্য সব পদে রয়ে গিয়েছেন। আর বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে গেলেও, হাওড়ায় প্রবাদপ্রতিম চিকিৎসক ভোলা চক্রবর্তীর পুত্র বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তীর ভোটব্যাংক বাড়াতে সক্রিয় হয়েছে তৃণমূলের একাংশ।

খেলা কিন্তু জমে উঠেছে। মনে পড়ে যাচ্ছে, গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডারের সেই বাণী, 'সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!'

(লেখক সাংবাদিক)

অনিল বিশ্বাসের সেই বিশ্বাস মনে পড়ছে

সুমন ভট্টাচার্য

আজ থেকে প্রায় তিন দশক আগের কথা। ১৯৯৮ সালে যে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বলে একটি আলাদা দল গড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছিলেন এবং কংগ্রেসকে চুরমার করে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাতটি লোকসভা আসন জিতেছিলেন, তার কিছুদিন পরে সিপিএমের তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের সঙ্গে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে আমার দেখা হয়েছিল।

অনিল স্বভাবত শান্ত এবং একটু ধীরে ধীরে কথা বলতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। কারণ, অনিলদার বিশ্লেষণ ছিল, যেখানে মিডিয়ার প্রভাব সবাধিক ছিল, সেখানেই তৃণমূল সাফল্য পেয়েছে।

অনিল যে সময় আমায় এই বিশ্লেষণ শুনিয়েছিলেন, তখনও ইন্টারনেট, পোর্টাল বা ইউটিউব আসেনি। শুধুমাত্র খবরের কাগজ এবং কিছু দূরদর্শনভিত্তিক সংবাদের ওপর নির্ভর করেই তিনি এই বিশ্লেষণের কথা শুনিয়েছিলেন। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ যে রাজনীতির ভরকেন্দ্র এবং সেখানে যে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মমতা আত্মপ্রকাশ করে গেলেন, সেটা অনিলের বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

কাট টু ২০২১। যে নির্বাচনে মমতাকে হারাতে গেরুয়া শিবির শুধু কোমর বেঁধে নামেনি, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে বিজেপির 'চাণক্য' অমিত শা রোজ পশ্চিমবঙ্গে 'ডেইলি প্যাসেঞ্জারি' করতেন, সেই নির্বাচনের ঠিক আগে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে ন্যারেটিভ তৈরিতে অভ্যস্ত এবং গেরুয়া শিবিরের 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত এক টেলিভিশন চ্যানেলের সান্ধ্য বিতর্কে আমাকে ডাকা হয়েছিল এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যে, এবারও কি কলকাতায় বিজেপি খাতা খুলতে পারবে, না পারবে না?

অন্য সবাইয়ের মতামতকে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলাম যে, কলকাতা শহর এখনও বিজেপির কাছে অধরা। সবাই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু ফল বেরোনোর পর আমার কথাই সত্যি হয়েছিল। শুধু কলকাতা নয়, কলকাতার আশপাশে বিজেপির যেসব হেভিওয়েটরা প্রার্থী হয়েছিলেন, যেমন তারকেশ্বরের মতো একটি বিখ্যাত বিধানসভা কেন্দ্রে স্বপন দাশগুপ্তর মতো সাংবাদিক বা রাসবিহারী কেন্দ্রে লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুব্রত সাহা- তাঁরা সবাই পরাজিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ কলকাতা এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ২০২১ সালেও তৃণমূলের পক্ষেই রায় দিয়েছিল।

কেন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল এত শক্তিশালী? কেন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ফলাফলের পাল্লাই ২০২১-এ তৃণমূলের ক্ষমতায় ফেরাকে নিশ্চিত করে দিয়েছিল? বা আরেকটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে দুই ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া এবং হুগলিতে ১৬টি আসনের মধ্যে ১৩টি জিতে তৃণমূল নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থানকে এবং আধিপত্যকেও ধরে রাখতে পেরেছিল। আসলে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতা, হাওড়া, হুগলির এই মননকে বুঝতে পারলে তৃণমূলের রাজনৈতিক সাফল্য বা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতার ভরবিন্যাস কীভাবে ঝুঁকে থাকে তা বোঝা সম্ভব হবে। একথা তো অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই যে, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা মিলিয়ে বিধানসভার যে ৬৫টি আসন রয়েছে অর্থাৎ অবিভক্ত ২৪ পরগনায় যে ৬৫টি আসন ছিল, তা-ই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করে দেয়। লোকসভার নিরিখে দেখতে গেলে দুই ২৪ পরগনা মিলিয়ে যে ৯টি আসন তাই গুরুত্বপূর্ণ এবং ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে কলকাতার আশপাশের এই ১৬টি আসনের মধ্যে বিজেপি মাত্র ৩টি জিততে পেরেছিল। হুগলিতে ১টি, উত্তর ২৪ পরগনায় ২টি।

দুই ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি আর যদি একটু তার বাইরে নদিয়ার কথা ধরেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে তৃণমূল কেন এখনও দক্ষিণবঙ্গে এত শক্তিশালী। একথা তো অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই যে, জনসংখ্যার নিরিখ, যাকে রাজনৈতিক পরিসংখ্যানে বলা যায় 'নিউমেরিকাল অ্যাডভান্টেজ' বা সংখ্যাতত্ত্বের সুবিধা, তাই দুই ২৪ পরগনাকে আলাদা রাজনৈতিক গুরুত্ব দিয়েছে। অনিল বিশ্বাস ১৯৯৮ সালেই যেটা ধরতে পেরেছিলেন যে, এই দুই ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলিতে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তৃণমূল আত্মপ্রকাশ করে গিয়েছে, সেটা তৃণমূলের জন্মের ২৫ বছর কেটে যাওয়ার পরেও সত্যি এবং সেই কারণেই এখনও এইসব অঞ্চলে তৃণমূল দাপট দেখাতে পারে।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বা বিজেপির আরও কিছু কিছু তাত্ত্বিক নেতা যে কথা প্রচার করার চেষ্টা করেন যে, মমতা বা তৃণমূল কংগ্রেস মূলত সংখ্যালঘু অর্থাৎ মুসলিমদের ভোটে জেতেন, তা কিন্তু এই গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ডেমোগ্রাফি বা জনসংখ্যাকে বিশ্লেষণ করলে ভুল প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ যদি কেউ ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচন দেখেন, তাহলে হাওড়া, হুগলি এবং উত্তর ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ যে অঞ্চলে তৃণমূল সাফল্য পেয়েছিল তা তো শুধুমাত্র মুসলিমদের সমর্থনে সম্ভব ছিল না। উত্তর ২৪ পরগনায় ৩৩টির মধ্যে ২৭টি আসনই তৃণমূল জিতেছিল এবং এমনও অনেক আসন জিতেছিল যেখানে মুসলিম ভোটের সংখ্যা নামমাত্র। ভাটপাড়া, জগদ্দল, খড়দহ কিংবা কামারহাটি জেতার জন্য মুসলিম ভোট শুধুমাত্র নির্ণায়ক হতে পারে না।

আমাদের বুঝতে হবে যে, শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালি, আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে হিন্দু বাঙালিও তৃণমূলকে সমর্থন করেছিল।

অর্থাৎ যদি বিধানসভার আসনগুলিকে লোকসভার ভোটে পরিবর্তিত করি, তাহলে এই ২০২৪-এর মহাগুরুত্বপূর্ণ লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রশ্ন উঠবে যে, উত্তর এবং দক্ষিণ কলকাতা, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, হুগলির তিনটি আসন-হুগলি, শ্রীরামপুর, আরামবাগ, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৯টি আসনে কারা এগিয়ে! একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এখানেই তৃণমূলের শক্তি সবচেয়ে বেশি। গতবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এই ১৬টি আসনের মধ্যে মাত্র ৩টি জিতেছিল। এবার অবশ্য গেরুয়া শিবির মনে করে তারা মথুরাপুর, দমদম এবং যাদবপুরেও শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ ছুড়ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তারা কি এইসব আসনে এবার বাজিমাত করতে পারবে, না আগের মতোই কলকাতা আর তার চারপাশে 'মমতা ম্যাজিক' কাজ করবে?

২০১৯-এর লোকসভার শেষ দফা নির্বাচনের ঠিক আগে, কলকাতা শহরে অমিত শা'র রোড শো-এর সময় কলেজ স্ট্রিটে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা পড়ে। সেই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর অনেক দূর যায়। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার পরে যে ক'টি আসনে ভোট হয়েছিল, সেই ৯টিতেই তৃণমূল জিতেছিল। আরএসএসের এক শীর্ষনেতা আমাকে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার ঘটনা গোটা নির্বাচনের প্রেক্ষিতটাকেই বদলে দিয়েছিল। শিক্ষিত, শহুরে বাঙালি বিজেপিকে আবার 'বাংলা বিরোধী' বা 'বাঙালি সংস্কৃতির পরিপন্থী' বলে ভাবতে শুরু করেছিল।

দমদমের মতো কেন্দ্রে বিজেপির সুবক্তা শমীক ভট্টাচার্য তৃণমূলের প্রবীণ নেতা সৌগত রায়ের কাছে ৫৪ হাজার ভোটে হেরে যান। অন্য সব লোকসভা কেন্দ্রে যেখানে 'বামেদের ভোট রামে' গিয়ে তৃণমূলের ভরাডুবিকে নিশ্চিত করেছিল, সেখানে দমদম কেন্দ্রে বামেদের প্রার্থী নেপালদেব ভট্টাচার্য যথেষ্ট ভোট কেটে নিয়ে শমীক ভট্টাচার্যের পরাজয়কে নিশ্চিত করেন। কেন এটা হয়েছিল? অনেকেরই ব্যাখ্যা, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা এবং তাকে কেন্দ্র করে সামাজিক মাধ্যমে যে আলোড়ন তৈরি হয়েছিল, তা বাঙালিকে আবার বিজেপির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করেছিল।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফায় যদি বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা প্রভাব ফেলে থাকে এবং বিজেপির আইটি সেলের শত চেষ্টাও যদি বাঙালি মনকে ঘোরাতে না পেরে থাকে, তাহলে এবারের লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রীর প্রধানতম অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সঞ্জীব সান্যালের বাঙালিকে মৃণাল সেন তুলে খোঁচা এবং তাঁদের নেশা করার প্রবৃত্তি নিয়ে আক্রমণ কি মোড় ঘোরানো হতে পারে? তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ এবং প্রাক্তন আমলা জহর সরকার টুইট করে সেকথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন। তিনি আবার বিজেপিকে 'বাঙালি বিদ্বেষী' বা বাঙালির মনন এবং সংস্কৃতির বিরুদ্ধ মতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি রাজনৈতিক দল বলে দেগে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু একথা অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই, সঞ্জীবের মন্তব্য আলিপুরদুয়ার বা কোচবিহারের নির্বাচনে যতটা না প্রভাব ফেলবে, তার থেকে অনেক বেশি তা নিয়ে কলকাতা, হাওড়া, হুগলির বিভিন্ন চায়ের দোকানে আলোচনা হবে এবং সেখানে হয়তো সঞ্জীবের পাশাপাশি বিচারপতি থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়ে যাওয়া অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্রমাগত বিতর্কিত সব মন্তব্য বাঙালিকে বিজেপির সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলতে পারে।

উত্তরবঙ্গে তৃণমূলকে প্রায় মুছে দেওয়া বিজেপি তাহলে কি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ কলকাতা, হাওড়া, হুগলিতে আবার আটকে যেতে পারে? সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে দেখলে উত্তরবঙ্গে যদি আটটি আসন থাকে, তাহলে শুধুমাত্র কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলিতে ১৬টি আসন রয়েছে। এবার বিজেপি আশাবাদী এই ১৬টি আসনের মধ্যে অন্তত ৬টিতে তারা জিতবে। কিন্তু বিজেপির বাড়া ভাতে কি ছাই দিতে পারে ফের বাঙালি অস্মিতা বা বাঙালির নিজস্ব আত্মঅধিকারের বাসনা? অর্থাৎ বাঙালি হিসেবে আমরা যা যা নিয়ে গর্ববোধ করি, আমাদের খাদ্যাভ্যাস, আমাদের সংস্কৃতি চর্চা, আমাদের কবিতা, আমাদের গ্রুপ থিয়েটার কিংবা আমাদের মৃণাল সেন-সত্যজিৎ নিয়ে গেরুয়া শিবিরের খোঁচাই কি আবার তৃণমূলের হাতকে শক্ত বা 'মমতা ম্যাজিক'কে সফল করে দিতে পারে? এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি, তাতে দক্ষিণবঙ্গে তৃণমূলকে অনেকটাই অ্যাডভান্টেজ দিতে পারে গেরুয়া শিবিরের এইসব আচমকা আক্রমণ।

দুটি কারণে। বিচারপতি থেকে রাজনীতিক হওয়া অভিজিতের সমস্ত বিতর্কিত মন্তব্য এবং দিল্লিবাসী প্রবাসী বাঙালিদের আচমকাই এই বঙ্গের বাঙালিকে খোঁচা দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা।

(লেখক সাংবাদিক)

ফের বাড়ি ভাঙল

গার্ডেনরিচের মতো এবার নির্মীয়মাণ বাড়ির তিনতলার একটি অংশ ভেঙে পড়ল দক্ষিণ কলকাতার পিকনিক গার্ডেনে। কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচেন কয়েকজন।

নয়া মুখপাত্র

রাধিকা ভট্টাচার্য সাহাকে দলের রাজ্য মুখপাত্র করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

অভিযোগ

কবি সুভাষ থেকে কলকাতা বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো করিডরের কাজে রাজ্য সহযোগিতা করছে না বলে অভিযোগ মেট্রো কর্তৃপক্ষের। দাবি খারিজ করলেন ফিরহাদ হাকিম।

প্রবল গরম

শনিবার ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করল কলকাতার তাপমাত্রা। পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির তাপমাত্রা আরও বেশি, জানাল আবহাওয়া দপ্তর।

বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

‘মোদি ৫ বছর ফ্রিতে গ্যাস দিক’

কলকাতা, ৩০ মার্চ : পাঁচ বছর বিনামূল্যে গ্যাস সিলিন্ডার দিলে লোকসভা নির্বাচনে ৪২টি কেন্দ্র থেকেই তৃণমূল প্রার্থী তুলে নেবে। শনিবার বিজেপিকে এই ভাষাতেই চ্যালেঞ্জ জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের কুলপিতে এক জনসভায় বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘শুনেছি চার কেন্দ্রে প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছে না বিজেপি। ওই চার কেন্দ্রে ইডি, সিবিআই, এনআইএ ও ইনকাম ট্যাক্সের ডিরেক্টরকে প্রার্থী করে দিক।’

লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে বিজেপির মোদি প্রতিশ্রুতির পালটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রচার করছে তৃণমূল। এই নিয়ে বিভিন্ন পরিসংখ্যানও তুলে ধরা হচ্ছে জনগণের মধ্যে। অভিষেকও জনতার কাছে প্রশ্ন তুলছেন, ‘কার গ্যারান্টি চান আপনারা, দিদি না মোদির?’ এদিনের জনসভাতেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ বিভিন্ন প্রকল্পের পরিসংখ্যান দেওয়ার পর অভিষেক পাঁচ বছর বিনামূল্যে গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন বিজেপিকে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রসঙ্গে অভিষেকের কটাক্ষ, বিজেপি বলছে ওরা ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা বাড়িয়ে ৩ হাজার টাকা করে দেবে। বিজেপি শাসিত একটি রাজ্যেও ওরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা দিয়েছে? বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য এর পালটা দিয়ে বলেন, ‘বিজেপি শাসিত রাজ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রয়োজন নেই। কারণ, সেখানে মানুষকে ভাতা দিয়ে তুষ্ট রাখতে হয় না।’

এবছর মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী বাপি

অনেক তোল্লিবাহকতা করেছেন ওঁরা। তাই মেঘনাদের মতো মেঘের আড়ালে না থেকে এবার জনতার দরবারে আসুন। লড়াই হোক।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

হালদার। গতবার এই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী চৌধুরী মোহন জাটুয়া ৩ লক্ষ ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। এবছর ব্যবধান বাড়িয়ে সাড়ে ৩ লক্ষ করার ডাক দেন অভিষেক। ডায়মন্ড হারবারের মতো মথুরাপুর কেন্দ্রেও উন্নয়নের দায়িত্ব নিজের কাঁধে এদিন তুলে নেন অভিষেক। বলেন, ‘কথা দিয়ে গেলাম, ডায়মন্ড হারবারের মতো মথুরাপুরেরও উন্নয়ন করব। সেই দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিচ্ছি।’

কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী রাজমাতা অমৃতা রায়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কথা প্রসঙ্গেও তীব্র কটাক্ষ করেন অভিষেক। অমৃতাকে ফোন করে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ইডি যে ৩ হাজার কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে, তা মানুষের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সেই প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, ‘তামিলনাড়ুর এক প্রার্থীকেও একই কথা বলেছিলেন মোদি।’ তাঁর প্রশ্ন, ‘সারদার তদন্ত তো কবে থেকে হচ্ছে। এক টাকাও মানুষকে ফেরত দিয়েছে?’

ডায়মন্ড হারবার, বীরভূম, আসানসোল ও ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে এখনও পর্যন্ত প্রার্থী ঠিক করতে পারেনি বিজেপি। সেই বিষয়ে খোঁচা দিয়ে অভিষেক বলেন, ‘ওই সমস্ত কেন্দ্রে চার এজেন্সির অধিকর্তাদের প্রার্থী করে দিক।’ তাঁর কটাক্ষ, অনেক তোল্লিবাহকতা করেছেন ওঁরা। তাই মেঘনাদের মতো মেঘের আড়ালে না থেকে এবার জনতার দরবারে আসুন। লড়াই হোক।’ এই নিয়ে বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘যে সন্তান মায়ের গর্ভে রয়েছে, তারও ইডি, সিবিআই শুনতে শুনতে বোধহয় মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কাঁদার বদলে তারাও ইডি, সিবিআই বলে উঠবে। তৃণমূল নতুন কিছু বলুক।’

কৃষ্ণনগরের রাজ-নীতিতে রাজবাড়ি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কৃষ্ণনগর, ৩০ মার্চ : রাজবাড়ি এখন রাজনীতির চর্চাকেন্দ্র। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের এই রাজবাড়িকে ঘিরে কৃষ্ণনগরের মানুষের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। তা এখন রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। আসন্ন লোকসভা ভোটে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন রাজমাতা অমৃতা রায়। আর সেখান থেকেই সূত্রপাত বিতর্কের।

রক্ষণশীল বলে পরিচিত কৃষ্ণনগর শহর কার্যত দ্বিধাবিভক্ত। ৪০০ বছরের পুরোনো ইতিহাসকে টেনে লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমঝোতা চুক্তি এখন মুখে মুখে ফিরছে শহরের বাসিন্দাদের। তৎকালীন পরিস্থিতিতে ওই সমঝোতা চুক্তি যে প্রয়োজন ছিল সেটা যেমন একপক্ষের দাবি, তেমনই অন্যপক্ষ মনে করছে, নবাব সিরাজ উদ দৌলার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কার্যত দেশকে ব্রিটিশদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আর এই ইতিহাসের বিতর্ক নিয়েই এখন শহরের সর্বত্র জোর আলোচনা। শুধু বাসিন্দাদের মধ্যে নয়, রাজনৈতিক নেতাদের ভাষণেও বারবার এই নিয়ে চলছে জোর বিতর্ক। এবারের লোকসভা ভোটে এটাই হতে চলেছে কৃষ্ণনগরের মূল ইস্যু।

কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে বেরিয়ে পর পর বেশ কয়েকটি চায়ের দোকান। সামনেই টোটো স্ট্যান্ড। নিত্যযাত্রীরা ট্রেন থেকে নেমে ওই চায়ের দোকানে চা খেয়ে যে যার গন্তব্যে যান। শনিবার নিত্যযাত্রীদের ভিড় তুলনামূলক কম। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে অনেকেই ওই চায়ের দোকানগুলিতে ঢুঁ মেরেছেন। ভোট এখনও দেড় মাস দেরি। কিন্তু এখন থেকেই লোকজনের মধ্যে আলোচনা যে চরমে উঠেছে তা বোঝা গেল চায়ের দোকানের চর্চায়।

সমীরণ সরকার চাকরি করেন কলকাতায় একটি বেসরকারি সংস্থায়। এদিন একটু তাড়াতাড়িই বাড়ি এসেছেন। প্রসঙ্গ পাড়লেন তিনি। চায়ের দোকানে বসে থাকা তাঁর এক পরিচিতকে ছুড়ে দিলেন প্রশ্ন। দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা পরিবারের সদস্যকে কি ভোট দিতে হবে? পাশ থেকে অসীম বিশ্বাস তার প্রতিবাদ করে উঠে বলেন, এটা মিথ্যা প্রচার চলছে। তখন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজদের সমর্থন না করলে আজ আমি-আপনি এখানে থাকতে পারতাম না। তাঁদের বিতর্ক যখন জমে উঠেছে তখনই সেখানে হাজির হলেন, বিপ্লব দাস নামে আরেক নিত্যযাত্রী। তিনি বলেন, এই বিতর্কে লাভ নেই। রাজমাতা সাংসদ হলে তাকে ক’দিন পাওয়া যাবে?

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকে রাজবাড়ির অন্দরমহলে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু রাজমাতা অমৃতা রায় সেই প্রথাকে কিছুটা শিথিল করে এখন অন্দরমহলে প্রবেশের অধিকার দিয়েছেন। এই নিয়েও বিতর্ক রয়েছে শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে। বিপ্লব মিত্র বললেন, ‘রাজবাড়িকে আমরা অন্য চোখে দেখতাম, এখনও দেখি। এটা কৃষ্ণনগরের অহংকার। কিন্তু তার অন্দরমহলে কেন বহিরাগত ঢুকবে?’ পালটা যুক্তি দিয়েছেন প্রসেনজিৎ কুণ্ডু। তিনি বলেন, ‘রাজমাতা রাজবাড়িকে মুক্ত করে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের জন্য। এটাই আমাদের অহংকার।’

আর এই বিতর্ককে কেন্দ্র করেই জমে উঠেছে কৃষ্ণনগরের রাজনৈতিক আসর। রবিবারই আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের ভোটে তাঁর প্রথম প্রচার। তার আগে জমজমাট কৃষ্ণনগর।

উনি মহিষাসুর, পালটা মন্তব্য কীর্তির

‘জামাকাপড় খোলা’র প্রার্থনা দিলীপের

কলকাতা ও বর্ধমান, ৩০ মার্চ : কুমন্তব্যের বিতর্ক থেকে কিছুতেই বেরোচ্ছেন না বর্ধমান-দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। বরাবরের বিতর্কিত মন্তব্যের ইতিহাস রয়েছে তাঁর। এবারও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে কুমন্তব্য করার অভিযোগে নির্বাচন কমিশন ও তাঁর দল দু’দিক থেকেই শোকজ করা হয়েছে তাঁকে। নির্বাচন কমিশনের কাছে এ ব্যাপারে ক্ষমাও চেয়েছেন দিলীপ। কিন্তু বিতর্কিত মন্তব্য থেকে সরে আসেননি তিনি। শনিবারও মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে বিতর্কে জড়ান। এদিন পূর্ব বর্ধমানের কামনাড়ার গৌর কালীবাড়ি মন্দিরে পুজো দিতে যান দিলীপ। পুরোহিতের কাছে আশীর্বাদ নেওয়ার সময় দিলীপ বলেন, ‘মাকে বলুন যাতে বর্ধমান-দুর্গাপুরের সম্মান রাখতে পারি। বহিরাগতরা যেন জামাকাপড় খুলে রেখে চলে যায়।’

ওই লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী করেছে প্রাক্তন ক্রিকেটার কীর্তি আজাদকে। প্রার্থী হিসেবে বিজেপি দিলীপের নাম ঘোষণা করার পরই তিনি কীর্তিকে ‘বহিরাগত’ আখ্যা দিয়েছেন। তাই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর হার কামনা করে পুরোহিতকে তিনি ওই মন্তব্য করেন। পুরোহিত তখন কালীমূর্তির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ‘মাকে বলুন, মাকে বলুন।’

গৌর কালীবাড়ি মন্দিরে পুজোর একটি মুহূর্ত। পূর্ব বর্ধমানের কামনাড়ায়।

তবে দিলীপের ফুলটস বলে কীর্তিও রীতিমতো চালিয়ে খেলতে শুরু করেছেন। এদিন তিনি মন্তেশ্বরে প্রচারে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর ভাষণে দিলীপকে ‘মহিষাসুর’ বলে কটাক্ষ করেছেন। দিলীপ ও কীর্তি দু’জনেই পরস্পরকে মানসিক রোগী বলে মন্তব্য করেছেন। কীর্তি বলেন, ‘এরকম মহিষাসুরকে বিজেপির লোক হাসপাতালে পাঠাক, না পাঠালে আমরা তৃণমূল কর্মীরাই চাঁদা তুলে হাসপাতালে ওঁর চিকিৎসা করাব। মমতা দিদির তৃণমূলের টিম ওই মহিষাসুরকে ভোটযুদ্ধে বধ করবে।’

শতাব্দীর বিরুদ্ধে আইপিএস দেবাশিস

কলকাতা, ৩০ মার্চ : বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী হিসেবে সদ্য প্রাক্তন আইপিএস দেবাশিস ধরের নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি।

একইসঙ্গে ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে ডাক্তার প্রণত টুডুর নাম ঘোষণা করল দল। সম্প্রতি পুলিশের চাকরি থেকে অবসর নেন দেবাশিস। অপরদিকে, ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেডিওলজি বিভাগের চিকিৎসক ছিলেন প্রণত। তিনিও সম্প্রতি চাকরি থেকে অবসর নেন।

এর ফলে রাজ্যে দুটি আসনের

বীরভূম লোকসভা কেন্দ্র

প্রার্থীর নাম ঘোষণা বাকি রইল বিজেপির। ওই দুটি আসন হল আসানসোল ও ডায়মন্ড হারবার।

আজ টিভিতে

বল্লভপুরের রূপকথা দুপুর ১২.১৫ মিনিটে জলসা মুভিজ এইচডিতে।

ধারাবাহিক

জি বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ যোগমায়া, ৬.৩০ কার কাছে কই মনের কথা, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৯.৩০ দাদাগিরি সিজন ১০

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ রামপ্রসাদ, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ তুমি আশেপাশে থাকলে, ৮.৩০ লাভ বিয়ে আজকাল, ৯.০০ জল থইথই ভালোবাসা, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ টুম্পা অটোওয়ালি, রাত ৮.০০ রাম কৃষ্ণা, ৮.৩০ শিবশক্তি, ৯.০০ নীর্জা, ৯.৩০ স্বপ্নডানা, ১০.০০ ব্যোমকেশ

আকাশ আট : দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, ২.০০ আকাশ বার্তা, বিকেল ৩.০৫ দুপুরের মেগা মুভি-ভাঙাগড়া, বিকেল ৫.০০ আকাশ বার্তা, সন্ধ্যা ৬.০০ সানডে ব্লকবাস্টার-ভোরের পাখি, রাত ৮.৩০ পুলিশ ফাইলস

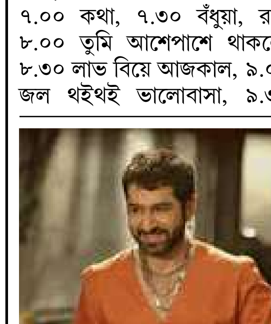

সুলতান-দ্য সেভিয়ার জি বাংলা সিনেমায় দুপুর ১২.৩০ মিনিটে।

বিকেল ৩.১২ মিনিটে **লগান জি সিনেমায়।**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বাজি-দ্য চ্যালেঞ্জ, দুপুর ১.০০ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৪.০০ শুভদৃষ্টি, সন্ধ্যা ৭.০০ যুদ্ধ, রাত ১০.০০ আমাদের সংসার

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ ডাল বাটি চুরমা চচ্চড়ি, দুপুর ১২.২০ হাঙ্গামা, বিকেল ৩.৩৫ শুধু একবার বলো, সন্ধ্যা ৭.০০ মিসকল, রাত ১০.০০ সাবধান ইন্ডিয়া

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.৩০ সুলতান-দ্য সেভিয়ার, বিকেল ৩.৩০ পিতা, বিকেল ৫.৩০ প্রতিশোধ, রাত ৮.২০ প্রতিদান, রাত ১১.১০ চিরসাথী

জলসা মুভিজ এইচডি : সকাল ১০.০০ বরবাদ, দুপুর ১২.১৫ বল্লভপুরের রূপকথা, দুপুর ২.৪০ ছায়া ও ছবি, বিকেল ৫.০০ মন শুধু তোকে চায়, সন্ধ্যা ৭.২০ মায়াকুমারী, রাত ১০.০০ সাবধান ইন্ডিয়া

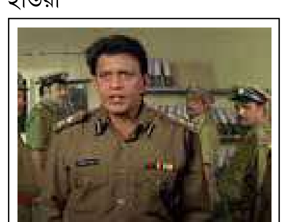

কালার্স বাংলা সিনেমায় সন্ধ্যা ৭টায় যুদ্ধ।

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভাঙাগড়া, সন্ধ্যা ৬.০০ ভোরের পাখি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শত্রুর মোকাবিলা

কুলটির মেলায় উজ্জ্বল-জিতেন্দ্র

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

কুলটি (আসানসোল), ৩০ মার্চ : লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের আবহে আসানসোলের কুলটিতে শনিবার দেখা গেল অন্য রকম ছবি। একটি

উজ্জ্বল-জিতেন্দ্রর সৌজন্য সাক্ষাৎ।

মেলায় হঠাৎই মুখোমুখি কুলটির প্রাক্তন বিধায়ক তথা আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ বা আড্ডার ভাইস চেয়ারম্যান তৃণমূল নেতা উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় এবং আসানসোল পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি।

কুলটির মিঠানিতে শ্রীশ্রী হরিনাম সংকীর্তন উপলক্ষ্যে বসেছে মেলা। শনিবার সেই মেলা পরিদর্শনে আসেন জিতেন্দ্র। আর আগে থেকেই সেই মেলা চত্বরে ছিলেন উজ্জ্বল। জিতেন্দ্র উজ্জ্বলকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসেন। তাঁর পাশের চেয়ারে জিতেন্দ্র বসেন। পাশাপাশি বসে হাত ধরে দুজন দুজনের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন। কয়েক মিনিট দুজনের মধ্যে কথাও হয়।

পরে উজ্জ্বল বলেন, ‘মেলায় বসেছিলাম। হঠাৎই জিতেন্দ্র দেখতে পেয়ে আমার কাছে আসেন। সামান্য কথা হয়েছে। বিশেষ কিছু কথা নয়। আমার শরীর কেমন আছে, দাদা বলে জিতেন্দ্র জানতে চায়। আমি বলি ভালো। ও কেমন আছে সেটাও জানতে চাই। ব্যস, এতটুকুই।’

অন্যদিকে জিতেন্দ্র বলেন, ‘উজ্জ্বল রাজনীতিতে আমার সিনিয়ার। দাদার মতো। প্রাক্তন বিধায়ক। মেলায় ঘুরতে এসে তাঁর দেখা পেলাম। জানতে চাইলাম শরীর কেমন আছে। এর মধ্যে অন্য কিছু নেই। পুরোটাই সৌজন্যমূলক।’

কাঠগড়ায় বিশ্বভারতীর অধ্যাপক

শান্তিনিকেতন, ৩০ মার্চ : দিনের পর দিন ফোন থেকে আসত নানা কুপ্রস্তাব দিয়ে মেসেজ। কখনও পাঠানো হত অশ্লীল ভিডিও। লোভ দেখানো হত পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাইয়ে দেওয়ার। কখনও আবার দেওয়া হত সহজে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে দেওয়ার প্রলোভন। বিনিময়ে ছাত্রীদের কাছে ডাক আসত ‘নাইট স্টে’ করার।

এমনই মারাত্মক অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিশ্বভারতীতে। অভিযোগের তির বিশ্বভারতীর ভাষা ভবনের আরবি, ফার্সি, উর্দু, ইসলামিক স্টাডি বিভাগের অতিথি অধ্যাপক আবদুল্লা মোল্লার দিকে। অভিযোগ এনেছেন তিন ছাত্রী। ২৮ মার্চ ছাত্রীরা এই মর্মে বিশ্বভারতীর ইন্টারনাল কমপ্লেন্ট কমিটির কাছে অভিযোগ জানান। কিন্তু কোনও সদুত্তর না পেয়ে শনিবার তাঁরা দ্বারস্থ হয়েছেন শান্তিনিকেতন মহিলা থানার। লিখিত অভিযোগও করেছেন। যদিও অভিযুক্ত অধ্যাপকের দাবি, ‘আমি এই ধরনের কোনও মেসেজ করিনি। জানি না কেন ছাত্রীরা এমন বলছেন।’ তবে এ ব্যাপারে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

বাতাসা খেয়ে প্রচারে লকেট

নির্মল ঘোষ

হুগলি, ৩০ মার্চ : চৈত্র মাসের ১৬ তারিখ। তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি। প্রখর রোদ উপেক্ষা করে দু’ঘণ্টা ধরে বিজেপি কর্মীদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষও। হুগলির ব্যান্ডেল চার্চের কাছে ভোট প্রচারে আসছেন বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে দেখার জন্যই ভিড়।

ব্যান্ডেল চার্চের মোড়ে প্রচার মিছিলে আসার সময় ছিল সকাল সাড়ে ১০টা। কিন্তু অন্য এক জায়গায় প্রচার সেরে এখানে আসতে ঘণ্টা-দুই দেরি হয়। কিন্তু তাতে কী? লকেটকে দেখতে উৎসাহের অভাব ছিল না। লকেট আসতেই তাঁকে ফুল ছুড়ে অভিনন্দন জানায় মায়ের সঙ্গে আসা দুই খুদে আরাধ্যা মজুমদার ও ঐশিকী বৈদ্য। গরম লাগলেও লকেটকে দেখার সুযোগ ছাড়তে রাজি নয়

প্রচারের মুহূর্তে। শনিবার হুগলির মিলন পার্কে।

তারা। বলে, টিভিতে দেখি, এবার কাছ থেকে দেখব। হাত মেলাব। অন্নপূর্ণা কলোনিতে প্রথমে ঢোকেন লকেট। সেখানে লকেট বলেন, ‘মহিলাদের ওপর অত্যাচার করা তৃণমূলকে ভোট দেবেন না। আমাদের ভোট দিন। মোদিজির স্বপ্ন পূরণ করতে সকাল সকাল ভোটের লাইনে দাঁড়ান।’

তারপর অন্নপূর্ণা কলোনি ছাড়িয়ে পৌঁছে যান মিলন পার্ক এলাকায়। এরই মধ্যে দরদর করে ঘামছিলেন লকেট। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে সহকর্মীদের জল-বাতাসা খেতে বলেন। গরমের হাত থেকে বাঁচতে জলে বাতাসা গুলে নিয়ে এসেছেন তিনি। হঠাৎ করে তাপমাত্রার অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। সেই কথা স্মরণ করিয়ে লকেট বলেন, ‘সকাল থেকে মুড়ি, বাতাসা ও লেবুর জল খেয়ে আছি। মাঝেমাঝে জল-বাতাসা খাচ্ছি। রাতে বাড়িতে গিয়ে খাচ্ছি জলঢালা ভাত।’

সিপিএমের পার্টি অফিসে তৃণমূল

দীপেন ঢাং

বাঁকুড়া, ৩০ মার্চ : শুক্রবার বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের তালডাংরায় নির্বাচনি প্রচারে বেরিয়ে তালডাংরার তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তারাশংকর রায় সিপিএমের পার্টি অফিসে ঢুকে পড়েন। সেখানে উপস্থিত নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এই ঘটনায় চর্চা শুরু হয়েছে জেলাজুড়ে।

এ ব্যাপারে বাঁকুড়ার বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ি সাংসদ ডাঃ সুভাষ সরকারের বক্তব্য, ‘এটা তৃণমূলের দেউলিয়া অবস্থা। আমরা অনেক আগে থেকেই বলে আসছি সিপিএমকে অক্সিজেন জোগাচ্ছে তৃণমূল। এটিই তার বড় প্রমাণ।’

যদিও বিজেপি প্রার্থী সুভাষবাবুর এই বক্তব্যকে আমল দিতে চান না তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী। এ ব্যাপারে তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র মহাপ্রসাদ সেনগুপ্তর বক্তব্য, এটা নিছক সৌজন্যতা। নির্বাচনি প্রচারে বেরিয়ে সকলের কাছেই ভোট দেওয়ার আবেদন জানানো হচ্ছিল। ওখানে সিপিএম অফিসও রয়েছে। সেখানে গিয়ে সৌজন্য বিনিময়ের পাশাপাশি ভোটের আবেদনও জানানো হয়।

দিশাহীন বাম-কংগ্রেসের প্রচার

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ মার্চ : দুপুর ৩টে। কলকাতা উত্তর কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ ভট্টাচার্য এলেন। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু পৌঁছোলেন খানিক পরে। আগেই হাত-হাতুড়ি ঝান্ডা নিয়ে হাজির ছিলেন বাম-কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। গান্ধিজির মূর্তিতে মাল্যদান করলেন বিমান-প্রদীপ। বেলেঘাটার গান্ধি ভবন থেকে প্রায় দু’শো জন কর্মী সমর্থক নিয়ে শুরু হল বাম-কংগ্রেসের যৌথ নির্বাচনি প্রচার। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার আসন নিয়ে দুই দলের মধ্যে অনৈক্যের ছবি যখন স্পষ্ট, উত্তর কলকাতার ছবিটা তখন ভিন্ন। তাদের মধ্যে আসন সমঝোতা নিয়ে কাটাছেঁড়ার মধ্যেই কংগ্রেস প্রার্থীর হয়ে বিমানবাবুর প্রচার জোটজটে ভিন্নমাত্রা পেল।

কিন্তু ঐক্যবদ্ধ বাম-কংগ্রেসের ছবিটা মলিন হতেও দেরি লাগল না। বাম-কংগ্রেসের গান্ধিমূর্তিতে মালা দিয়ে গান্ধিভবনের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত ব্যানার সামনে রেখে মাত্র ৩ মিনিট হাঁটলেন প্রদীপ-বিমান। সেখান থেকে বেরিয়ে

প্রচারের ফাঁকে বিমান বসু ও প্রদীপ ভট্টাচার্য। শনিবার কলকাতায়।

রাস্তার ওপারে একসঙ্গে বসলেন তাঁরা। তৃণমূল-বিজেপির বিরুদ্ধে যৌথ প্রচারের আওয়াজ তুললেন দুজনেই। ততক্ষণে বিকেল পৌনে ৪টে। ওই চত্বরে ব্যাপক যানজট। পুলিশের সঙ্গে খানিকটা বচসায় জড়িয়ে পড়লেন কর্মী-সমর্থকরা। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যেই শুরু হল মিছিল। হাঁটছেন জনাকয়েক প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। বাকিরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এর মধ্যেই খোঁজ পড়ল প্রার্থী ও বিমানবাবুর। মিছিলের পিছনে যেতেই দেখা গেল প্রার্থী গাড়িতে চড়ে বসেছেন। বিমানবাবু ততক্ষণে চলে গিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, ‘পুলিশ অনুমতি দেয়নি। তাই ফিরে যেতে হচ্ছে।’

এ সপ্তাহ কেমন যাবে
শ্রীদেবাচার্য্য ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : হঠাৎ চাকরির সূত্রে বেশ দূরে যেতে হতে পারে। মায়ের পরামর্শে সংসারের জটিলতা কেটে যাবে। যে শুভসংবাদের জন্যে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করছেন, সেই খবর এ সপ্তাহে মিলবে। বড় কোনও সুযোগ আসবে। প্রেমের সঙ্গীকে অন্য কারোর কথায় অবিশ্বাস করতে যাবেন না।

বৃষ : বারবার যে কাজ করতে গিয়েও অসফল হচ্ছিলেন, সেই কাজ শুরু করলে এই সপ্তাহে শেষ করতে পারবেন। অভিনয় ও সংগীত শিল্পীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হবেন। নিজের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখুন। ব্যবসায় লাভ হবে। পেটের রোগে সমস্যা।

মিথুন : কোনও ভালো মানুষের সঙ্গে সপ্তাহটি কাটিয়ে আনন্দ লাভ। সংসারে নতুন অতিথি আসায় উৎসব। রাজনীতির থেকে সমস্যা আসতে পারে। নতুন কোনও চাকরির সুযোগ আসবে। হারানো জিনিস ফেরৎ পেয়ে স্বস্তি মিলবে।

কর্কট : নিজের ভুলেই অংশীদারি ব্যবসায় সমস্যা তৈরি হবে। দাম্পত্যের সমস্যা এ সপ্তাহে কেটে যাবে। ব্যবসার কারণে হঠাৎ অনেক দূরে যেতে হতে পারে। ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় ভুগতে হতে পারে।

সিংহ : এ সপ্তাহে খুব শান্ত মাথায় থাকার চেষ্টা করুন। হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে কথা বলে সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার বিষয়ে ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ। দূরের কোনও বন্ধুর উপদেশ কাজে লাগবে। সংসারের সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ায় স্বস্তি।

কন্যা : ব্যবসার জন্য বেশ কিছু ঋণ করতে হতে পারে। হঠাৎ বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসবে। পাড়ায় অহেতুক তর্কবিতর্কে জড়িয়ে অশান্তি। রাস্তায় চলতে খুব সতর্ক থাকুন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক স্বস্তি। বাড়িতে পুজোর উদ্যোগ গ্রহণ। দাঁতের যন্ত্রণা ভোগাবে।

তুলা : যে কাজ বারবার করেও সম্পূর্ণ করতে পারছিলেন না, সেই কাজ এই সপ্তাহে শুরু করলে সম্পূর্ণ করতে পারবেন। নিজের বুদ্ধির ওপর এ সপ্তাহে বিশ্বাস রাখতে পারেন। ছেলের পরীক্ষার সাফল্য আনন্দ দেবে। নতুন গাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন।

বৃশ্চিক : ব্যবসা নিয়ে সমস্যা কেটে যাবে। অযথা ঋণ এ সপ্তাহে না নেওয়াই ভালো। সন্তানের পড়াশোনার জন্যে হঠাৎ বেশ অর্থ লাগবে। এ সপ্তাহে খুব সতর্কভাবে গাড়ি চালাবেন। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। নতুন অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

ধনু : শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। প্রেমের সঙ্গীকে অন্য কারোর কথায় বিচার করতে গিয়ে ভুল হবার সম্ভাবনা। নতুন জমি কেনার স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। মেয়ের চাকরি পাওয়ার সংবাদে বাড়িতে আনন্দ। পেটের অসুখে দুর্ভোগ।

মকর : অহেতুক শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা। এ সপ্তাহে ব্যবসায় ভাল লাভ হবে। বন্ধুর কাছ থেকে মূল্যবান উপহার পেয়ে আনন্দ। অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে। বাবার সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসবে। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন।

কুম্ভ : অফিসে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিজে সম্পূর্ণ করে প্রত্যেকের প্রশংসা পাবেন। নিজের ভুলে গুরুত্বপূর্ণ কাজ পাণ্ড হতে পারে। মায়ের শরীরের দিকে নজর দিন। ছেলের পরীক্ষার সাফল্যে খুশি। পেটের অসুখে কোনও কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে।

মীন : ব্যবসার জন্যে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হবে। সংসারে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ। কোনও প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে বিদেশে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকা দরকার। রাজনীতিকরা এ সপ্তাহে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝতে পারেন।

আজও জমি হারায় নকশালবাড়ি

মহম্মদ হাসিম

ভোটবাড়ি

নকশালবাড়ি, ৩০ মার্চ : ছয়-সাতের দশকে নকশালবাড়ি আন্দোলন তৈরি হওয়ার মূলে ছিল জমির অধিকার। জমিদার-জোতদার রাজের বিরুদ্ধে ওই আন্দোলনে গর্জে উঠেছিলেন গ্রামবাসী। জমিতে চাষির অধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল নকশালবাড়ির সেই আন্দোলনের ভিত্তি। তারপর মেচি নদী দিয়ে জল অনেক গড়িয়েছে। নকশাল আন্দোলনের সেই ঝাঁঝ আর নেই। কিন্তু জমিসমস্যা আজও আছে। চরিত্র বদল হয়েছে শুধু।

শুধু নকশালবাড়ি নয়, মাটিগাড়া, বাগডোগরায় একই চিত্র। গ্রামীণ এলাকাগুলোকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে শহুরে উন্নয়নের মডেল। জোতদাররাজ শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু উন্নয়নের নামে চলছে জমি মাফিয়াদের সিন্ডিকেটরাজ। চা গাছ উপড়ে বড় বড় ফ্ল্যাটবাড়ি, শপিং মল তৈরি হচ্ছে। যেন 'বাগান হটাও, শহর বসাও প্রকল্প' চলছে মাটিগাড়া ব্লকজুড়ে।

দার্জিলিং লোকসভা আসনের অন্যতম বিধানসভা কেন্দ্র নকশালবাড়ি-মাটিগাড়া। দুটি ব্লক নিয়ে গঠিত এই কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা ৩ লক্ষের বেশি। জমির সমস্যা উঠে আসছে ভোটের চর্চায়। শিবমন্দিরের দোকানদার সমীর কুণ্ডুর কথায়, 'আমাদের এখানে প্রধান সমস্যা, জমির দালালদের উৎপাত। বালি মাফিয়াদের অত্যাচারও লেগে আছে। আমার অজান্তে কোনদিন দেখব নিজের ভিটেমাটি অন্যের নামে হয়ে গিয়েছে!'

একই আতঙ্ক নকশালবাড়ির গ্রামে গ্রামে। চারদিকে নির্মাণযজ্ঞ।

সিন্ডিকেটরাজ

- জোতদাররাজ শেষ হয়েছে, এখন চলছে জমি মাফিয়াদের সিন্ডিকেটরাজ
- জমি ও বালি মাফিয়াদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ নকশালবাড়ি-মাটিগাড়ার মানুষ
- জমি হারিয়ে কৃষকরা এখন এলাকায় দিনমজুর এবং পরিযায়ী শ্রমিক
- কৃষকদের জমি থেকে সরিয়ে এখন সেখানে শপিং মল, নার্সিংহোম গড়ে উঠেছে

রাস্তা দিয়ে শয়ে-শয়ে ডাম্পার চলেছে বালি-পাথর বয়ে। এই সমস্যা আটকাতে কোনও রাজনৈতিক দলই পদক্ষেপ করে না বলে আক্ষেপ এলাকাবাসীর। মাটিগাড়ার খাপরাইল মোড় কিংবা দার্জিলিং মোড়, ডাইনে-বাঁয়ে যে দিকে তাকানো যায়, আবাসন, দোকান, হোটেল, নার্সিংহোম ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। কৃষকের জমি হাতিয়ে গড়ে উঠছে বিরাট ইমারত।

জমি হারিয়ে কৃষকরা হয়ে গিয়েছেন দিনমজুর। স্থানীয় বাসিন্দা বুধু সাউরিয়ার আক্ষেপ, 'এসব জায়গায় পাঁচ-দশ হাজার টাকা মাইনেতে এখন সারাবছর খাটতে হয় আমাদের।' চা শ্রমিকদেরও দেওয়ালে পিঠ ঠেকছে। মাটিগাড়ার চাঁদমণি বাগান এখন নিশ্চিহ্ন। সেই এলাকার পাশে আলোঝলমলে নতুন এশিয়ান হাইওয়ে, উত্তরায়ণ নামে উপনগরী। বিরাট শপিং মল। উন্নয়ন হচ্ছে কৃষককে জমি থেকে সরিয়ে।

শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া দাগাপুর, নিশ্চিন্তপুর, শিমুলবাড়ির মতো চা বাগানগুলি আর বেশিদিন নির্মাণ সিন্ডিকেটের নাগালের বাইরে থাকবে না বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

মাটিগাড়া-বাগডোগরা জুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা। নানা উপায়ে জমির চরিত্র বদল করে দখল করার খেলাও চলছে। মাটিগাড়া এখন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের হাতে।

নকশাল নেতা কানু সান্যাল যে গ্রামে থাকতেন, সেই হাতিঘিসার বাসিন্দা তুফান মল্লিকের ভাষায়, 'এই এলাকায় কৃষিকাজ এখনও প্রধান জীবিকা হলে কী হবে, অনেকে চাষ ছেড়ে ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতে চলে গিয়েছেন।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

প্রতিবিম্ব।। মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন বালুরঘাটের সংঘমিত্রা মহন্ত।

লক্ষ্মীপুরে লংকা বাজার। -সংবাদচিত্র

লক্ষ্মীপুরের কাঁচালংকায় লক্ষ্মীলাভ, খুশি চাষিরা

মনজুর আলম

চোপড়া, ৩০ মার্চ : বাজারে কাঁচা লংকার পাইকারি দামে খুশি চোপড়া ব্লকের কৃষকরা। চোপড়া ব্লকের লক্ষ্মীপুরে এবারও মরশুমের শুরু থেকে লংকার বাজার জমে উঠেছে। কেজি প্রতি লংকার দাম উঠেছে ৫০-৫৫ টাকা।

এলাকার একমাত্র লক্ষ্মীপুরে লংকা কেনাবেচার সবথেকে বড় হাট বসে। সেখানে খুচরো ও পাইকারি দরে লংকা কেনাবেচা হয়। স্থানীয় লংকাচাষি আসিরুল ইসলাম বলেন, 'গতবছর মরশুমের শেষে লংকার দাম একেবারেই পড়ে গিয়েছিল। এমনও হয়েছে কেজিতে ৪-৫ টাকা দরে লংকা বিক্রি করেছি। এবার মরশুমের শুরুতে বেশ ভালো দাম উঠেছে। ৫৫ টাকা কেজি দরে দামও উঠছে। এরকম দাম থাকলে লাভের টাকা ঘরে আসবে।'

চোপড়া থেকে লংকা প্রত্যেকবার ভিনরাজ্যে পাড়ি দেয়। ব্যবসায়ী ইয়াসিন আলি জানান, লক্ষ্মীপুর বাজারে প্রতিদিন গড়ে ৩০-৩৫ টন কাঁচা লংকা কেনাবেচা হয়। এই মুহূর্তে সবথেকে বেশি লংকা যাচ্ছে পঞ্জাবে। আরেক মুনিরউদ্দিনও একই কথা জানান। জানালেন, বাইরের রাজ্যে আপাতত এখানকার

লাভের মুখ

- লক্ষ্মীপুরে লংকা কেনাবেচার সবচেয়ে বড় হাট বসে
- সেখান থেকে খুচরো ও পাইকারি দামে লংকা বিক্রি হয়
- চোপড়ার লংকা পাড়ি দিচ্ছে ভিনরাজ্যেও, বিশেষত পঞ্জাবে

লংকার ভালো চাহিদা রয়েছে। মূলত চাহিদার ওপরই লোকাল বাজারের দাম ওঠানামা করে। ভালো দাম থাকলে মে মাস পর্যন্ত ব্যবসা চলবে।

চোপড়া ব্লকের দাসপাড়া, ঘিরনিগাঁও, লক্ষ্মীপুর, চোপড়া ও চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকটি জায়গা। অন্যদিকে, ইসলামপুরের কমলাপুর, সুজালি সহ একাধিক জায়গায় ব্যাপক পরিমাণে লংকা চাষ হয়। এলাকায় মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে লংকার ফলন উঠতে শুরু করে। মে মাস পর্যন্ত ব্যবসা চলবে। ব্যবসায়ী বশিরুল ইসলাম বলেন, 'শনিবার এবং তার আগের দু'দিন কেজি প্রতি ৪০-৪৫ টাকার মধ্যে লংকা বিক্রি হয়েছে।'

চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মুস্তাফা কামাল বলেন, 'আগে বাইরের রাজ্য থেকে ব্যবসায়ীরা আসতেন। বর্তমানে এলাকার ব্যবসায়ীরাই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেকবার লংকার মরশুমে এখানে কয়েক কোটি টাকার কেনাবেচা হয়।'

উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ মৌটুসি দে জানান, চোপড়া বিধানসভার একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় লংকা চাষ করা হয়। বিভিন্ন জাতের দেশি লংকার চাষ চললেও ইদানীং হাইব্রিড লংকা চাষও শুরু হয়েছে।

দার্জিলিং আসনে জোর প্রচারে দুই ফুল ● এখনও মতানৈক্য কংগ্রেসে

গ্রামীণ এলাকায় প্রথম নজর

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : সময়ের হেরফেরে একই পথে দুই প্রার্থী। রবিবাসরীয় সকালে যে পথ ধরে ঘাসফুল ফোটানোর চেষ্টা করবেন তৃণমূল প্রার্থী গোপাল লামা, বিকেলে সেই রাস্তা ধরে পদ্ম ফুল চাষে মন দেবেন বিজেপির রাজু বিস্ট। ফলে আপাতত পাহাড় নয়, তৃণমূল এবং বিজেপি, দুই দলের পাখির চোখ গ্রামীণ এলাকার ভোটবাক্স।

একদিকে, এখনও প্রার্থী ঘোষিত না হওয়ায় দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে কার্যত ঘরে বসে রয়েছে কংগ্রেস-সিপিএম। সেখানে প্রচারে ঝড় তোলার চেষ্টায় তৃণমূল এবং বিজেপি। প্রার্থীতালিকায় নাম ঘোষণা হওয়ার পর প্রথম রবিবারের প্রচারের জন্য গ্রামীণ এলাকা বেছে নিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্ট। দলীয় সূত্রে খবর, রবিবার বিকেল সাড়ে ৩টা নাগাদ নকশালবাড়ি বাজারে প্রচার সারবেন। সেখানে একটি সভা করারও কথা রয়েছে তাঁর। তারপর সেখান থেকে তিনি যাবেন খড়িবাড়ি বাজারে। সেখানে সভার পাশাপাশি জনসংযোগ করবেন। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজু সাহা বলেন, 'আমরা সমতল থেকে পাহাড়ে উঠতে চাইছি। সমতলের প্রতিটি ব্লকে আমরা পৌঁছাব। আমাদের লক্ষ্য, গতবারের থেকে লিড বাড়িয়ে নেওয়া।' রাজু সোমবার যাবেন বিধাননগরে।

রাজু বিস্টের প্রচারের আগে অবশ্য সেখানে যাবেন তৃণমূলের গোপাল লামা। রবিবার সকাল সাড়ে ৯টায় বাতাসির বড় কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে প্রচার পর্ব শুরু করবেন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী। তিনি যেতে পারেন খড়িবাড়ি, ঘোষপুকুর, বিধাননগর সহ বেশ কয়েকটি জায়গায়। কোথাও জনসংযোগ, কোথাও আবার সভা হবে তাঁর সমর্থনে। তৃণমূলের ফাঁসিদেওয়া ব্লক সভাপতি কাজল ঘোষ বলেন, 'আমাদের প্রার্থী প্রতিটি এলাকায় পৌঁছাতে চাইছেন। এবার আর এই কেন্দ্র জয় অধরা থাকবে না বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।'

বিজেপি এবং তৃণমূল, কেন এবার টার্গেট করেছে গ্রামীণ এলাকাকে? গত লোকসভার পর বিধানসভা নির্বাচনেও বিজেপি গ্রামীণ এলাকার দুটি বিধানসভা নির্বাচনে অভাবনীয় ফল করে। কিন্তু তা ধরে

ভোটের প্রস্তুতি

- গ্রামীণ এলাকার ভোটবাক্স নিজেদের দিকে টানতে মরিয়া লামা-বিস্ট
- সেজন্য পাহাড় বাদ দিয়ে দুজনেই ঘুরবেন সমতলে
- রবিবার খড়িবাড়ি সহ সংলগ্ন এলাকায় সকালে প্রচার, সভা করবেন তৃণমূল প্রার্থী
- বিকেলে ওই একই এলাকায় যাওয়ার কথা বিজেপি প্রার্থীর

রাখতে পারেনি পঞ্চায়েত নির্বাচনে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ধারা যদি এই নির্বাচনেও বজায় থাকে, তাহলে যে সমূহ বিপদ, বুঝতে বাকি নেই বিজেপি নেতৃত্বের। আবার দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রটি প্রথমবার দখল করার লক্ষ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল ধরে রাখতে মরিয়া তৃণমূল। সবমিলিয়ে প্রধান দুই বিরোধী দলের প্রচারে তপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি গ্রামীণ এলাকার।

তাহলে পাহাড়ে প্রচারের কী হবে? তৃণমূলের হয়ে পাহাড় সামলানোর দায়িত্ব নিয়েছে অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। অন্যদিকে, তেমনভাবে বিজেপির পালে হাওয়া দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিমল গুরুংয়ের গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার।

প্রার্থী ঘোষণার পর সিদ্ধান্ত জানাব : বিনয়

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : দার্জিলিং ইস্যুতে দ্বিধাবিভক্ত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস ও সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি (এআইসিসি)। প্রদেশ চাইছিল পাহাড়ের এক সময়ের জনপ্রিয় নেতা বিনয় তামাংকেই প্রার্থী করতে। কিন্তু হামরো পার্টির নেতা অজয় এডওয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলে তাঁরই ইচ্ছায় এআইসিসি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মণীশ তামাংকে প্রার্থী করার ব্যাপারে অনেকটাই এগিয়েছে। শুক্রবারই প্রদেশ সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'যেহেতু বিনয় তামাং কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, তাই তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেই প্রার্থী চূড়ান্ত করা উচিত।' কিন্তু শুধু প্রদেশ সভাপতি কেন দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির ইচ্ছার বিষয়টিও গুরুত্ব না দিয়ে অপরিচিত মণীশকেই প্রার্থী করতে চলেছে এআইসিসি।

এ অবস্থায় জল মাপছেন বিনয়। শনিবার বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে বিদায়ি বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্টের বৈঠক নিয়ে কিছুটা হলেও হতাশ অজয় এডওয়ার্ড। এরমধ্যেই রবিবার দার্জিলিং আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবে কংগ্রেস হাইকমান্ড। মণীশকে প্রার্থী করা হলে বিনয়ের কড়া পদক্ষেপ করার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। শনিবারই বিনয় স্পষ্ট বলেছেন, 'আগে কংগ্রেস প্রার্থীর নাম ঘোষণা করুক, তারপরই আমার বক্তব্য জানাব।' তবে কংগ্রেস সূত্রের খবর, বিনয়ের দল ছাড়া আটকাতে লোকসভা ভোটে পাহাড়ে তাঁকেই দায়িত্ব দেওয়ার কথা হচ্ছে। কিন্তু এতে বিনয় শিবিরের বরফ কতটা গলবে তা এখনও অনিশ্চিত।

আগে কংগ্রেস প্রার্থীর নাম ঘোষণা করুক, তারপরই আমার বক্তব্য জানাব।

বিনয় তামাং

যেহেতু বিনয় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, তাই তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেই প্রার্থী চূড়ান্ত করা উচিত।

অধীররঞ্জন চৌধুরী

পাহাড়ে হামরো পার্টি ইন্ডিয়া জোটের অংশীদার হওয়ায় কংগ্রেসের আশা ছিল, এবার তারা বিমল গুরুংদের সমর্থন পেতে পারেন। কিন্তু এদিন দার্জিলিংয়ের বর্তমান সাংসদ রাজু বিস্টের সঙ্গে বিমলের বৈঠকের পর সেই আশায় একপ্রকার জল পড়ে গেল বলে রাজনৈতিক মহলের অনুমান। দিল্লি যাওয়ার আগে বিমলের সঙ্গে কথা বলে যান অজয়। তাঁরও আশা ছিল, বিমলের যেসব ব্যাপারে নিশ্চয়তার প্রয়োজন ছিল কংগ্রেস তা দিয়েছে। সেজন্যই বিমলের অরাজি হওয়ার কিছু নেই। এদিন অজয় বলেন, 'দিল্লি যাওয়ার আগে বিমল দাজুর সঙ্গে বৈঠক করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, গোর্খা জনজাতির জন্য কংগ্রেস কী করবে? কিংবা ইন্ডিয়া জোটই বা কী করবে? কিন্তু সাংবিধানিক ব্যবস্থা দিতে কংগ্রেস রাজি হয়েছে। ক্ষমতায় না এলেও বিরোধী দলে থেকেও তারা বলেছে গোর্খাদের সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে লড়াই করবে। নির্বাচনি ইস্তাহারেও তারা এগুলি রাখবে। এর থেকে বড় আশ্বাস আর কী হতে পারে?' অজয়ের কথায়, 'বিজেপি তো ১৫ বছর শুধু বড় বড় কথাই বলে গিয়েছে। তাই, আমাদের স্লোগান, নো বিজেপি, নো টিএমসি। আমি বিমল দাজুর সঙ্গে ফের ফোনে কথা বলব।'

এ প্রসঙ্গে দলের জেলা সভাপতি শংকর মালাকার পড়েছেন মহা ফ্যাসাদে। একেই তিনি জেলা সভাপতি তার উপর এআইসিসির সদস্য। পছন্দ হোক চাই না হোক হাইকমান্ডের পাঠানো প্রার্থীর হয়েই তাঁকে প্রচার করতে হবে। শংকর বলেন, 'রবিবার প্রার্থীর নাম ঘোষণা হবে। তবে আমি শনিবারও বিনয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি যাতে কোনওভাবেই দল না ছাড়েন সেজন্য আবারও ওঁর সঙ্গে কথা বলব।'

ডাকাতির উদ্দেশ্যে জমায়েত

টহলদারির সময় পুলিশের জালে ৪

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : গভীর রাতে এলাকায় টহলদারি চালাতে গিয়ে চার দুষ্কৃতী পুলিশের জালে। শুক্রবার রাতে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোরা মোড় এলাকা থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। সবাইকে অবশ্য ধরতে পারেনি পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ডাকাতির উদ্দেশ্যে শুক্রবার রাতে ওই এলাকায় জমায়েত হয়েছিল দুষ্কৃতীরা। কিন্তু পুলিশের চোখে পড়ে যাওয়ায় সেই প্ল্যান ভেস্তে যায়।

শনিবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হলে বিচারক ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। রাস্তার লাইট চুরির ঘটনায় এদিন পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান স্থানীয় বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশ বিশ্বাস।

ফুলবাড়ির ঘটনার পর থেকে বিভিন্ন এলাকায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার তরফে টহলদারি বাড়ানো হয়। সেইমতো শুক্রবার রাতে গোড়া মোড় এলাকায় টহল দিচ্ছিল সাদা পোশাকের পুলিশের একটি ভ্যান। সেইসময় পাশের একটি মাঠে কয়েকজনকে দেখতে পায় পুলিশ। পুলিশ তাদের সামনে যাওয়ার চেষ্টা করতেই পালাতে শুরু করে তারা। কিছুটা দূরে গিয়ে চারজনকে ধরে ফেলে পুলিশ।

ধৃতদের থেকে লোহার রড, শাবল সহ বেশ কয়েকটি ধারালো অস্ত্র ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত হয়। ধৃতরা আগেও বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে, শুক্রবার রাতে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যেই জমায়েত হচ্ছিল তারা। ধৃতদের নাম সুবল রায়, আপন দাস, সন্তোষ দাস ও ছোট্টু রায়। ধৃতরা সবাই নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশের অভিযোগ, 'এলাকায় অপরাধের সংখ্যা প্রচুর বেড়েছে। পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নিলে দুষ্কৃতীদের ধরা সম্ভব।'

কয়েকদিন আগে ফুলবাড়িতে একইভাবে একরাতে ছয়টি বাড়িতে

কী ঘটেছিল

- শুক্রবার রাতে গোরা মোড়ে সাদা পোশাকের পুলিশ টহল দিচ্ছিল
- পাশের একটি মাঠে দুষ্কৃতীদের দেখে ধাওয়া করে পুলিশ
- তাদের মধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় পুলিশ
- ধৃতদের থেকে মেলে লোহার রড, শাবল সহ বেশ কয়েকটি ধারালো অস্ত্র

হানা দিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। তারপর গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে বাড়িভাসা এলাকায় একসঙ্গে কয়েকটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। চুরি হয় একটি স্ট্রিটলাইট। খবর পেয়ে শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থলে যায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। এলাকাবাসীর বয়ানের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করছেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি।

অবসরের পরেও পড়ানোর সিদ্ধান্ত

ইসলামপুর, ৩০ মার্চ : শিক্ষকতা থেকে অবসর নিলেও স্কুলেই নিয়মিত পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন ইসলামপুর হাইস্কুলের সহ শিক্ষক পাশারুল আলম। শনিবার সহকর্মী সহ স্কুলের ছাত্ররা তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা জানালেন। তিনিও ছাত্রদের হাতে বেশ কিছু বই তুলে দেন। সন্ধ্যায় স্কুলে ইফতার পার্টিরও আয়োজন করেন তিনি।

প্রাক্তন সহকর্মী হিসাবে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল সহ স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সহ শিক্ষকরা। পাশারুল সাহেব এদিন বলেন, 'স্কুলের সহকর্মী, ছাত্রদের পাশাপাশি আমার অজস্র শুভাকাঙ্ক্ষীরা দিনভর নানাভাবে দিনটি পালন করেছেন। এটি আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। যদিও শনিবারই ছিল চাকরি জীবনের শেষদিন তবুও এই স্কুলকে আমার পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়। স্কুলে শিক্ষক অভাবের বিষয়টি আমার পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই, সিদ্ধান্ত নিয়েছি চাকরি থেকে অবসরের পরও আমি নিয়মিত স্কুলে এসে ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব।'

যে স্কুলে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন সেখানকার পরিস্থিতি সহ একাধিক সমস্যার সাক্ষী তিনি। স্কুলের কর্মীসংকটের কথা তাঁর অজানা নয়। সেজন্যই চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরও সেই স্কুলেই নিয়মিত পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাশারুল আলম।

রামনবমীতে শহর ঢাকবে গেরুয়া রঙে

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : ১৭ এপ্রিল শহরের রাজপথ সাজতে চলেছে গেরুয়া রঙের পতাকায়। প্রতিবছরের মতো এবছরও রামনবমীতে শহরের রাজপথে বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করছে শ্রী রাম নবমী মহোৎসব কমিটি। এবছর তাদের ১৪তম বর্ষ। বিশেষ আয়োজনে দিনটিকে উদযাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ি মোড় থেকে বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে শোভাযাত্রা স্টেশন ফিডার (এসএফ) রোডের হিন্দি হাইস্কুলে গিয়ে শেষ হবে। সেখানে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৪ এপ্রিল থেকে শহরের ২৬টি মোড়ে ভজন-কীর্তনের আয়োজন করা হবে। শহর গেরুয়া পতাকায় ছেয়ে যাবে বলে জানান সংগঠনের সদস্যরা। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের তরফে লক্ষ্মণ বনসল বলেন, 'এই বছর রাম মন্দিরের উদ্বোধন হয়েছে, তাই আমরা শোভাযাত্রাটিকে আলাদা মাত্রা দিতে চাই। শহরবাসীকে এই শোভাযাত্রায় যোগ দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।'

সুধানিতে সেতু তৈরির দাবি বেলন পঞ্চায়েতে

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ৩০ মার্চ : চাকুলিয়ার বেলন গ্রাম পঞ্চায়েতের লাধি-তালতলায় সুধানি নদীর উপর সেতু তৈরির দাবি বহু পুরোনো। বহু ভোট এল গেল কিন্তু আজও সেতু তৈরি হল না। বর্ষায় যাতায়াতের মাধ্যম কলার ভেলা। আর শুখা মরশুমে ভরসা বাঁশের সাঁকো। এবছর নদীতে জল কমলেও এখনও বাঁশের সাঁকো তৈরি হয়নি। বাধ্য হয়ে এখন হেঁটেই চলে নদী পারাপার। এজন্য এলাকাবাসীর ক্ষোভ বাড়ছে। গোয়ালপোখর-২ নম্বরের বিডিও শ্যামল মণ্ডল জানান, বাসিন্দাদের দাবি ন্যায্য। ব্লক থেকে এককভাবে এত বড় কাজ করা সম্ভব নয়। তাই, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হচ্ছে।

সুধানি নদীর পূর্বদিকে রয়েছে লাধি-তালতলা, লাধি, শিকারপুর, পাটুয়া, মালিনগাঁও। পশ্চিমে পান্তাপাড়া, বিজুলিয়া, ডুমুরিয়া, ঠাকুরবাড়ি। এসব গ্রামের মানুষজন গত কয়েক দশক ধরে সেতু নির্মাণের দাবিতে সরব। তাঁদের অভিযোগ, স্বাধীনতার পর কংগ্রেস, বাম জমানা পার। তৃণমূলের জমানায় সেতু তৈরির উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

ফি-বছর শুখা মরশুমে চাঁদা তুলে অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো তৈরি হয়। ভারী বৃষ্টিতে জলের তোড়ে সাঁকো ভেসে যায়। প্রতি বছর এভাবে সাঁকো তৈরি যেন রীতি হয়ে উঠেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত বা ব্লক প্রশাসন থেকেও কোনও সহযোগিতা করা হয় না।

স্থানীয় বাসিন্দা আনানিয়াল মুর্মু জানান, ভারী বর্ষায় নদী কানায় কানায় ভরে যায়। তাঁদের ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়। এসময় মুমূর্ষু রোগীদের সময়মতো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া দুরূহ হয়ে ওঠে। সমস্যার কথা স্থানীয় প্রশাসন সহ বিভিন্ন দলের নেতাদের জানানোর পরও সেতু তৈরির উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলম বলেন, 'কিছুদিন আগে লোহাকাচিতে কংক্রিটের সেতু তৈরি হয়েছে। লাধি-তালতলাতেও তৈরি করা হবে। এজন্য প্রচুর টাকার দরকার। বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।'

পেভার্স ব্লক দখল করে যথেচ্ছ দোকান

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : শহরে সৌন্দর্যায়ন চলছে। পানিট্যাঙ্কি থেকে ইসকন মোড়ের আগে পর্যন্ত একপাশে পেভার্স ব্লক পাতা হচ্ছে। একদিকে পেভার্স ব্লক পাতার কাজ চলছে। অপরদিকে কিছু ব্যক্তি সেখানেই লটারি, চায়ের দোকান সাজিয়ে বসেছেন। পার্কিং ও মানুষের হাঁটাচলার জন্য পাতা পেভার্স ব্লকে দখলদারির ঘটনায় রীতিমতো অবাক সুরেশ সরকার, অনিরুদ্ধ পাল, স্নিগ্ধা সাহার মতো বাসিন্দারা।

দখলদারির ব্যাপারে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'কোনওভাবেই ওই জায়গা দখল করতে দেওয়া হবে না। পেভার্স ব্লক পাতার ফলে অনেকেই হয়তো

পানিট্যাঙ্কি থেকে ইসকন মোড়ের আগে পেভার্স ব্লক দখল করে দোকান।

দোকান সাজিয়ে বসেছেন। আমরা অভিযান করে জায়গাটিকে দখলমুক্ত করব।'

পূর্ত দপ্তরের উদ্যোগে সেবক রোডের একধারে এই পেভার্স ব্লক পাতার কাজ চলছে। এতে পথচারীদের যেমন হাঁটতে সুবিধা হবে, তেমনি পার্কিংয়ের সুবিধা হবে। কিন্তু কাজ শেষ না হতেই সেখানে দোকান বসানো হয়েছে। মালতী বর্মন ঠ্যালা লাগিয়ে দিব্যি চা বিক্রি করছেন। কেন এইভাবে সরকারি জায়গায় দোকান বসিয়েছেন প্রশ্ন করতেই প্রথমবার এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। শেষমেশ বললেন, 'যতদিন পারি করি। এরপর উঠতে বললে চলে যাব।'

পেটের দায়ে এখানে দোকান করেছেন বলে জানালেন আরও একজন। সেই ব্যক্তি বলেন, 'কাজ করে খাচ্ছি। চুরি তো করছি না। তাহলে সমস্যা কোথায়?'

অনেকেই সাজিয়ে বসেছেন খাবারের দোকান। আবার কেউ লটারির। লটারি ব্যবসায়ী বিষ্ণু দাসের কথায়, 'এখনও পর্যন্ত কারও কোনও সমস্যা হয়নি। সমস্যা হলে দেখা যাবে।'

দখলদারি নিয়ে চিন্তিত এক বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক অনুরাধা দত্ত বলছিলেন, 'জায়গাটি যখন তৈরি হচ্ছিল, তখন ভালো লাগছিল। কিন্তু শহরের কিছু মানুষের চিন্তাভাবনার পরিবর্তন সম্ভব নয়।' এই বিষয়ে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন বলে মনে করেন বাসিন্দা প্রবীর সাহা।

শহরকে দখলমুক্ত করতে এর আগে একাধিকবার প্রশাসনের তরফে অভিযান চালানো হয়েছে। সদ্য দখল হওয়া সেবক রোডের এই অংশের দিকে প্রশাসনের কবে নজর পড়বে, সেই দিকেই আপাতত তাকিয়ে রয়েছেন শহরবাসী।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৩১ মার্চ ২০২৪ নয়

কলকাতা নিউ মার্কেটের নাম সবাই জানেন। ঠিক তেমনই সবাই জানেন শিলিগুড়ির হংকং মার্কেটকে। মলের জমানায় সেই মার্কেটকে খুব ছোট মনে হয়। তাতে কী? নামেই একরাশ রহস্য। এবারের প্রচ্ছদ কাহিনীতে আলোচ্য উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে পরিচিত সেই বাজার।

১০
আরও প্রচ্ছদ
শমিদীপ দত্ত

১১
ধারাবাহিক সখা হে পর্ব-১৩
বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১২
গল্প : সুমনা ঘোষ দস্তিদার
কবিতা : কাবেরী গোস্বামী, অংশুমান কর, মনোজ দে নিয়োগী, রুদ্র সান্যাল, কিরণ ঘোষ, বিনয় লাহা, মহুয়া রুদ্র ও সম্পা পাল
ট্রাভেল ব্লগ : পীযূষ আশ

হংকং মার্কেটের 'এইচ' এবং 'টি' অক্ষর দুটি নেই। কারও খেয়ালও নেই। ছবি : সূত্রধর

হংকং মার্কেট

জোর যার, দর তার

দীপ সাহা

'লা-নীল-হলুদ যেমন চাইবেন, তেমন পাবেন। আসুন, আসুন, আসুন... এক্কেবারে জলের দামে।' রোদচশমার পসরা নিয়ে বসা দোকানির হাতের ইশারা আর কথার ফাঁদ এড়ায়, সে সাধ্যি কার! গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেলেন দুই রমণী। দর্পণখানা এগিয়ে দিয়েই একের পর এক রোদচশমা তাঁদের হাতে দিতে লাগলেন দোকানদার। 'ম্যাডাম, এক্কেবারে ফার্স্ট ক্লাস লাগছে'- প্রশংসা শুনে তখন গলে জল তরুণীদের একজন।

-কত দেব?

-রে ব্যানের ফার্স্ট কপি ম্যাডাম। এক দাম। ৫০০।

-২০০ দেব।

-২০০ টাকায় এই জিনিস! এক নম্বর আছে ম্যাডাম।

কথা না বাড়িয়ে হাঁটা দিলেন দুই তরুণীই। পেছন থেকে সহসা ডাক, '৩০০ দিন। নিয়ে যান'।

-না, দুশোই দেব।

-আচ্ছা দিন দিন। আপনাকে বলেই দিচ্ছি। এই দামে কিন্তু কেউ দেবে না।

সানগ্লাসখানা ব্যাগস্থ করে হাসতে হাসতে প্রস্থান করলেন দুজনই। ততক্ষণে বোধহয় তাঁরা মনে মনে ভাবছিলেন, 'ইয়ে মেরে জিত হ্যায়'। কিন্তু সত্যিই কি জিতলেন তাঁরা, না ঠকলেন? উত্তরটা ভগবানই জানেন।

কথায় আছে, 'জোর যার, মুলুক তার'। কিন্তু হংকং মার্কেটে এলে প্রবাদটা একটু বদলে যায়, 'জোর যার, দর তার'। ১০০০ টাকার জিনিস এখানে যেমন ২০০ টাকাতেও মেলে তেমনই আবার ১০০ টাকার জিনিস বিকোয় ১০০০ টাকায়। দরকষাকষিতে যিনি গলার জোর দেখাতে পারবেন, জয় আসলে তাঁরই। সে ক্রেতা হোন বা বিক্রেতা।

একটা সময় রমরমিয়ে চিনের সামগ্রী বিকোত এই হংকং মার্কেটে। তখনও ভারতের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য শুরু হয়নি চিনের। যা জিনিস আসত, সবটাই চোরাপথে। খেলনা থেকে শুরু করে প্রসাধনী, চিনের সামগ্রীর দাপটই ছিল আলাদা। এখন আর সেই সু'দিন নেই। চিনের সামগ্রীর দেখা মেলাও ভার। তবু, কিছু লোকে আসেন নামে। চিনের বদলে এখন বাজার দখল করেছে দিল্লি। কখনো-সখনো নামী ব্র্যান্ডের আড়ালে বিক্রি হয় নকল জিনিসও। তবু লোকে কেনেন। কারণ এখানে এক ছাতার তলায় যত জিনিস পাওয়া যায়, তা বোধহয় বড় কোনও শপিং মলে পাওয়া সম্ভব নয়।

ভারতে তখনও কালার মোবাইল ফোন আসেনি। কিন্তু হংকং মার্কেট ছেয়ে গিয়েছে চাইনিজ মোবাইলে। কোয়েট্রি, কিপ্যাড ফোনে তখন রংয়ের ছড়াছড়ি। ওই ফোন পকেটে রাখতে পারলেই যেন কেল্লা ফতে। গ্যাঁট থেকে হাজার দেড়েক, নিদেনপক্ষে হাজার খরচ করলেই তখন মালিক হওয়া যেত কালার ফোনের। সেই ফোনের সাউন্ড বা ফিচার্সের সঙ্গে আজকালকার ফোনের তুলনা টানাই যেন বৃথা। চাইনিজ ফোন কিনতে তখন শিলিগুড়ি তো বটেই, গোটা উত্তর-পূর্ব ভারত ভিড় জমাত হংকং মার্কেটে। তারপর একটা সময় চিন ও তাইওয়ানের সংস্থা সোজাপথে সস্তায় ভারতের বাজারে মোবাইল ছাড়তেই রমরমা ব্যবসা উঠে গেল চোরাপথের চাইনিজ মোবাইলের। আগে যাঁরা চাইনিজ মোবাইল বেচে কোটি কোটি কামাতেন তাঁদের এখন কার্যত মাছি মারার জোগাড়। তেমনই এক ব্যবসায়ীর গলায় আক্ষেপ, 'সে ছিল সোনাঝরা দিন। লাখ লাখ টাকার ব্যবসা করেছি দিনে। এখন ইন্ডিয়ান মোবাইলই এত সস্তায় পাওয়া যায়,

এরপর দশের পাতায়

চাইনিজ ফোন কিনতে তখন শিলিগুড়ি তো বটেই, গোটা উত্তর-পূর্ব ভারত ভিড় জমাত হংকং মার্কেটে। তারপর একটা সময় চিন ও তাইওয়ানের সংস্থা সোজাপথে সস্তায় ভারতের বাজারে মোবাইল ছাড়তেই রমরমা ব্যবসা উঠে গেল চোরাপথের চাইনিজ মোবাইলের। আগে যাঁরা চাইনিজ মোবাইল বেচে কোটি কোটি কামাতেন তাঁদের এখন কার্যত মাছি মারার জোগাড়।

সেই রোবটটি রয়ে গিয়েছে আজও

দীপায়ন বসু

ননীগোপালের একটা রোবট ছিল। ননী তখন ক্লাস সেভেন, মালদায়। বাবা সেই সময় তাকে সেই রোবটটা এনে দিয়েছিলেন। আধহাত লম্বা, মাথার ওপর দপদপ করে লাল-নীল আলো জ্বলত, আর সেটা ঘরময় ঘুরে বেড়াত। ঘুরতে ঘুরতে কোথাও ধাক্কা খেলেই হল, পিছিয়ে এসে আবার সেটার ঘরময় ছোটাছুটি শুরু। আজকাল ছেলেপুলেদের কাছে এটা বালখিল্য বলে মনে হতেই পারে, কিন্তু এখন মাঝবয়সি ননীর কাছে তখন সেটাই ছিল 'সেরার সেরা'। কোথা থেকে এমন আজব এক খেলনা জোগাড় হল বলে বাবাকে সমানে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করা। আর তখনই 'হংকং মার্কেট' নামটা প্রথমবার শোনা।

ননীর জন্ম শিলিগুড়িতে। কিন্তু বাবার চাকরির সূত্রে এখানে থাকা হয়নি। আর তাই শহরটাও সেভাবে চেনা হয়ে ওঠেনি। উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর শিলিগুড়িতে ফিরে আসা। এই শহরে ধীরে ধীরে থিতু হওয়া। মনের মধ্যে বিরাট বড় একটা জায়গা নিয়ে বসা সেই হংকং মার্কেটে একদিন ঢুঁ মারা। এমন নয় যে আগে ছোটখাটো ঢুঁ মারা হয়নি, তবে সেদিনটা ছিল পুরোপুরিভাবে একা একা। বিধান মার্কেটের দিক থেকে ঢুকে যে রাস্তাটা শেঠ শ্রীলাল মার্কেট হয়ে হিলকার্ট রোডের দিকে গিয়ে উঠেছে সেটির চারিদিকেই দোকান। এমন নয় যে গোটা রাস্তাটাই হংকং মার্কেট। ঠিকমতো বলতে গেলে এর মাঝামাঝি যে অংশটায় গুচ্ছের চটি-জুতো, ইলেক্ট্রিক্যাল আর ইলেক্ট্রনিক গুডস, খেলনা, পোশাক, বিদেশি কম্বলের মতো নানা রকমারি জিনিস মেলে সেটাই হংকং মার্কেট। ব্যবসায়ীরা একটা সময় সাধারণভাবে খোলামেলাভাবে দোকান দিতেন। পরে স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে তাঁদের দোকানঘরগুলির পাকা হওয়া। প্রথমবার একা এই বাজারে এসে গলি চিনতে না পেরে কীভাবে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে যেতে হয়েছিল তা ননীর বিলক্ষণ মনে আছে।

১৯৬৫ সাল নাগাদ সম্ভবত এই বাজারটি গড়ে উঠেছিল। ব্যবসায়ীরা নেপালের ভদ্রপুর থেকে ব্যবসার নানা জিনিসপত্র আনাতেন। আসত টেরিলিন ৮০/২০, পঞ্জাবি-৫৫৫, গাবার্ডিন ফোমের মতো নানা বিদেশি কাপড়। আজকাল বিদেশি জামাকাপড় কেনাটা কোনও ব্যাপারই নয়। বড় দোকানে গিয়ে টাকা ফেললেই হল। সেই সময় কিন্তু তা ছিল না। বিদেশি কাপড় কিনলে সবার দারুণ সমীহ মিলবে, ক্রেতারা এমনটাই মনে করছেন। আর এভাবেই হংকং মার্কেটের ব্যবসার ক্রমশ থিতু হওয়া। হংকং মার্কেট নামটা কেন? আসলে একটা সময় এই বাজারের বেশির ভাগ জিনিসই লুকিয়ে-চুরিয়ে বিদেশ থেকে আসত। সেনাবাহিনীর লোকজনই এর মূল ক্রেতা ছিলেন। তাঁদের কেউ একজন 'হংকং' নামে এই বাজারটা একজনকে চিনিয়েছিলেন। সেই নামটাই আস্তে আস্তে সবার মধ্যে ছড়িয়ে যায়।

১৯৬৫ সাল নাগাদ সম্ভবত এই বাজারটি গড়ে উঠেছিল। ব্যবসায়ীরা নেপালের ভদ্রপুর থেকে ব্যবসার নানা জিনিসপত্র আনাতেন। আসত টেরিলিন ৮০/২০, পঞ্জাবি-৫৫৫, গাবার্ডিন ফোমের মতো নানা বিদেশি কাপড়।

এখন এই বাজার সবসময় গমগমে থাকলেও সেই সময় দিনে ১৫ জনও চলাচল করতেন কি না সন্দেহ। তবে আস্তে আস্তে বাজারে পসরা বাড়তে থাকে। বিদেশি পোশাকের পাশাপাশি, ঘড়ি, ক্যামেরা, ছাতা আসে। ১৯৭৫ সালের পর এই বাজারে দোকানের সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে যায়। সময় গড়ানোর পাশাপাশি রকমারি পারফিউম, চা খাওয়ার কাপ-প্লেট, ভিডিও গেমস, কত কিছুর আগমন। নিষিদ্ধ হলেও ভারতের বিনোদন জগতে আজকাল 'পর্ন'র দারুণ রমরমা। রাজ্যের দেশি অ্যাপ আছে। একটা সময় কিন্তু তা ছিল না। অন্তত বছর ১৫ আগেও। আর সেই সুবাদেই এখানে রমরমিয়ে বড়দের জন্য সিডি, বই, তাস হুহু করে বিকিয়েছে। সেই সমস্ত সিডির পুরোটাই পাইরেটেড, কিন্তু তাতে কী! সস্তায় কাঙ্ক্ষিত জিনিস মিললে, কেই বা তা ছাড়ে। 'হাফ লাইফ-২' যখন বাজারে এল, অরিজিনাল সিডি কেনা মধ্যবিত্তের আয়ত্তের বাইরে। তার নকল সিডি কিন্তু সেই সময় এখানে ২০-৩০ টাকাতেই মিলত। ননীর বন্ধুরা আবার একটু বেশি স্মার্ট। সেই সিডি নিজের কম্পিউটারে কপি করে, 'এই সিডি খারাপ, অন্য গেমের সিডি দিন' বলে সেই দোকান থেকে অন্য গেমের সিডি নিয়ে এসেছিল। সততা? আজকাল ননী নিজের মনকে নিজেই সান্ত্বনা দেয়, জীবনের একটা পর্বে ওসব একটু-আধটু হয়ই।

এই বাজারে যে সমস্ত জিনিস মেলে তা যে সবসময়ই কমদামে তা কিন্তু নয়। বরং নেপালের বাজার বা অনেক পরে বাগডোগরা বা চম্পাসারির দিকে গড়ে ওঠা এমন বাজারগুলিতে বেশ কমদামেই এসব জিনিসই মেলে। এই বাজারতত্ত্ব জানার পর অনেকেই সেই সমস্ত জায়গায় গিয়ে প্রয়োজনমাফিক জিনিসের বরাত দিয়ে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়ে আসতেন। সময়মতো 'ক্যারিয়ার'রা সেই সমস্ত জিনিসপত্র বাড়ি বয়ে এসে ডেলিভারি দিয়ে বাকি টাকা নিয়ে যেতেন। ননীর পাশের বাড়িতে একটা মিউজিক সিস্টেম তো এভাবেই সেই নেপালের বাজার থেকে নিয়ে আসা। হংকং মার্কেটের ব্যবসা একটা সময় রীতিমতো ফুলেফেঁপে উঠলেও এই সূত্রেই তার বিক্রিবাটায় কিছুটা প্রভাব পড়া।

তবুও এই বাজার নিজের মতো করে বাঁচার লড়াই চালিয়ে গিয়েছে। এর একটা বড় সহায় অবশ্যই পর্যটকরা। ননীর পরিষ্কার মনে আছে একবার এই বাজারে একা একা ঘুরতে ঘুরতে বেশ লম্বা এক মানুষকে আচমকাই গুঁতো মেরে বসা। কোথায় দেখেছি, কোথায় দেখেছি বলে স্মৃতি হাতড়াতে হাতড়াতেই মনে পড়া, ও হরি, এ যে 'ফেলুদা!'

এরপর দশের পাতায়

বদলে যাওয়া বিদেশি বাজার

অনুপ দত্ত

ষাট পাওয়ারের টিমটিম আলো জ্বলছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গুটিকয়েক ঝুপড়ি ঘর। এক ফালি চলার পথ দিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় সেখানে। এই ঝুপড়ি ঘরের মধ্যেই মজুত রয়েছে হরেক কিসিমের বিদেশি পণ্য। সুইৎজারল্যান্ডের চকোলেট, আমেরিকান সিগারেট, জাপানের ক্যামেরা, পারফিউম কিংবা রোদচশমা, সিল্কের গাউন, কম্বল।

কী নেই এখানে! হংকং থেকে বিদেশি সামগ্রী বিভিন্ন হাত ঘুরে ধুলাবাড়ি থেকে নেপাল সীমান্তের মেচি পার হয়ে নকশালবাড়ি দিয়ে চলে আসত শিলিগুড়ির এই বাজারে। তবে এতটা সহজ ছিল না। সীমান্ত রক্ষীবহিনী, কাস্টমস, এক্সাইজ ও পুলিশের নজরদারি এড়িয়ে লুকিয়েচুরিয়ে বেআইনি পথে বিদেশি পণ্য আনতে হত ক্যারিয়াদের। ঝুঁকি ছিল ব্যবসায়ীদেরও। যে কোনও সময় পুলিশ রেইড করে বিদেশি পণ্য বাজেয়াপ্ত করত। শুধু তাই নয়, বিদেশি পণ্য কেনার পরও পুলিশের নজরে পড়লে ক্রেতার কাছ থেকেও সেই সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হত। কিন্তু এতসব ঝুঁকির পরেও বিদেশি সামগ্রী কেনার আকর্ষণে ভিড় জমাতেন মানুষজন। এমনটাই ছিল অতীতের শিলিগুড়ির বিদেশি বাজার হংকং মার্কেটের চেহারা।

হংকং থেকে কোনও ব্যবসায়ী কোনওদিন এখানে আসেননি, এখানে হংকংবাসীর বসতিও ছিল না। আসলে হংকং থেকে বিদেশি সামগ্রী আসত বলে এক সময় এই বাজারের নাম হয়ে যায় হংকং মার্কেট। সময়টা ছয়ের দশক। সেই থেকে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে শিলিগুড়ির হংকং মার্কেটের 'ক্রেজ', আকর্ষণ আজও একইরকম ভাবে অমলিন। প্রাবন্ধিক গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের কথায়, 'হংকং মার্কেট নিয়ে কৌতূহল কিন্তু এখনও আছে। যাঁরা দার্জিলিং বেড়াতে আসেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার যেমন আনন্দ, তেমনই হংকং মার্কেটে একবার ঘুরে যাওয়া কিংবা বিদেশি সামগ্রী কেনার একটা আলাদা আনন্দ আছে। পর্যটকদের কাছে এর আকর্ষণ বরাবরই রয়েছে।'

আটের দশকে শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠান করতে এসেছিলেন সংগীত সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। শোনা যায়, লতাজিও সেই সময় হংকং মার্কেট দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সংগীত সম্রাজ্ঞী মার্কেটে যাওয়ার খবর চাউর হয়ে গিয়েছিল। যে কারণে অনেক আগে থেকেই অনুরাগীরা হংকং মার্কেটে ভিড় করেছিলেন। লতাজি নিধারিত সময়ে হংকং মার্কেটে পৌঁছেও গিয়েছিলেন। কিন্তু বাজারের সংকীর্ণ পথে এত বেশি অনুরাগীর ভিড় হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত সংগীত সম্রাজ্ঞী গাড়ি থেকে নামতেই পারেননি। সেবার হংকং মার্কেট না দেখেই তাঁকে ফিরতে হয়েছিল।

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এখন হংকং মার্কেটের ঘটেছে অনেক পরিবর্তন। একসময় এখানে শেঠ শ্রীলালের রাইসমিল ছিল। পরবর্তীতে রাইসমিলটি বন্ধই হয়ে যায়। সেই জায়গায় পরবর্তীতে দোকানপাট গজিয়ে ওঠে। গলিঘুপচি ঝুপড়ি বাজার এখন অনেকটাই ঝাঁ চকচকে হয়েছে। এখন আর জলকাদা মাড়িয়ে বাজারে ঢুকতে হয় না। পাকা রাস্তাঘাট হয়েছে, আলোর ব্যবস্থা হয়েছে। গলিগুলিও সাজানো হয়েছে। একসময় দশ-বারোটি দোকান ছিল। এখন পাঁচশোর বেশি ব্যবসায়ী হংকং মার্কেটে ব্যবসা করছেন। ডালা সাজিয়ে যেমন ব্যবসা হয়, তেমনই অধিকাংশ ব্যবসায়ী স্থায়ী দোকানঘর বানিয়ে ফেলেছেন।

আগে ধুলাবাড়ি থেকে চোরাপথে ক্যারিয়াররা বিদেশি সামগ্রী নিয়ে এসে মার্কেটে পৌঁছে দিতেন। ব্যবসায়ীরা বলছেন, আগে পুরোটাই বেআইনিভাবে ব্যবসা হত। পুলিশের ভয় ছিল, কাস্টমস, এক্সাইজ যখন-তখন হানা দিত। প্রতি মুহূর্তে ভয়ে ভয়ে ব্যবসা করতে হত। কিন্তু এখন ওপেন মার্কেট হয়ে গিয়েছে। সবটাই আইনি পথে ব্যবসা হচ্ছে। পুলিশের রেইডের কোনও ভয় নেই। তবে এখন নেপাল থেকে ক্যারিয়ারদের বিদেশি পণ্য আনতে হয় না। এখন চিন থেকে, হংকং থেকে সামগ্রী আসে খিদিরপুর ডক, হলদিয়া ডক দিয়ে। এখন কোনও দোকানে বেআইনি বিদেশি পণ্য থাকে না।

তবে ওপেন মার্কেট হওয়ায় কিছুটা হলেও ব্যবসায় প্রভাব পড়েছে। এক ব্যবসায়ী বলছিলেন, আগে যাবতীয় বিদেশি পণ্য আমাদের এই মার্কেটেই পাওয়া যেত। কিন্তু এখন তো মলগুলিতেও পাওয়া যায়। অনলাইনে অর্ডার করেও পাওয়া যায়। তবে এখনও কিছু সামগ্রী রয়েছে যা শুধুই হংকং মার্কেটেই পাওয়া যায়। অন্য কোথাও পাবেন না।

আগে বিদেশি সামগ্রী নিয়ে মারাত্মক দরকষাকষি ছিল। শোনা যায়, আগে ১০ টাকার সামগ্রী ১১০ টাকাতেও বিক্রি হত।

এরপর দশের পাতায়

লতা মঙ্গেশকর নির্ধারিত সময়ে হংকং মার্কেটে পৌঁছেও গিয়েছিলেন। কিন্তু বাজারের সংকীর্ণ পথে এত বেশি অনুরাগীর ভিড় হয়েছিল যে শেষপর্যন্ত সংগীত সম্রাজ্ঞী গাড়ি থেকে নামতেই পারেননি। সেবার হংকং মার্কেট না দেখেই তাঁকে ফিরতে হয়েছিল। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এখন হংকং মার্কেটের ঘটেছে অনেক পরিবর্তন। একসময় এখানে শেঠ শ্রীলালের রাইসমিল ছিল।

প্রশ্নোত্তরে হংকং মার্কেট

শিলিগুড়ির বহু পরিচিত হংকং মার্কেট সংক্রান্ত নানা তথ্য নিয়ে রংদার রোববারের বিশেষ গ্রাফিকস। তথ্য অনুসন্ধানে **শমিদীপ দত্ত**। ছবি : **সূত্রধর**

সাধারণ তথ্য

১) কত বছর পুরোনো

আনুমানিক ৫০ বছরের পুরোনো এই মার্কেট। নির্দিষ্ট বছরের কথা মার্কেটের কর্তারাও বলতে পারছেন না।

২) মার্কেট খোলার সময়

সকাল ৯ টায় গেট খুলে গেলেও পুরো মার্কেট শুরু হতে এগারোটা বেজে যায়। মার্কেট চলে রাত ন'টা পর্যন্ত।

৩) সপ্তাহে কতদিন খোলা

সপ্তাহে রোজদিনই মার্কেট খোলা থাকে। তবে রবিবার কিছু কিছু দোকান বন্ধ থাকে।

৪) মার্কেটে ঢোকার রাস্তা

মার্কেটে মূলত পাঁচটি গেট রয়েছে। এর মধ্যে এক থেকে তিন নম্বর গেটে ঢোকার দুটো রাস্তা রয়েছে। একটি রাস্তা হিলকার্ট রোড হয়ে সোজা পথ। আর একটি রাস্তা বিধান রোড দিয়ে বিধান মার্কেটে ঢুকে রাধাগোবিন্দ মন্দিরের কাছে। চতুর্থ ও পঞ্চম গেট হংকং মার্কেট দিয়ে ঢোকার ক্ষেত্রে শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের মোমো গলি পেরিয়ে সোজা হাঁটতে হবে।

৫) কোন গেটে কী থাকে

এক নম্বর গেটে রয়েছে মূলত ব্যাগ, জামাকাপড় ও প্রসাধনীর দোকান। দুই নম্বর গেটে জুতো ও সানগ্লাসের দোকান। তিন নম্বর গেটে জামাকাপড় ও সাজগোজের দোকান। চার নম্বর গেটে মূলত জুতো, টুপি ও জামাকাপড়ের দোকান। পাঁচ নম্বর গেটে জামাকাপড়ের দোকান।

এক ঝলকে হংকং মার্কেটের সেকাল ও একাল

১) অতীতে মার্কেটে জিনিসপত্র আসত কোথা থেকে?

সেসময় জিনিসপত্র মূলত আসত ধুলাবাড়ি থেকে। মূলত চিনা সামগ্রী নেপাল হয়েই তখন হংকং মার্কেটে ঢুকত।

২) এখন জিনিসপত্র আসে কোথা থেকে?

এখন ৬০ শতাংশ সামগ্রী চিন থেকে ঘুরে মার্কেটে আসে। মূলত রাজধানী নয়াদিল্লির আমদানিকারকরা চিন থেকে সামগ্রী নিয়ে আসে। হংকং মার্কেটের ব্যবসায়ীরা সেখান থেকে মালপত্র নিয়ে শহরে আসেন। এছাড়াও মার্কেটে মেলা ৪০ শতাংশ জিনিসপত্র দেশে তৈরি।

৩) একেবারে শুরুর দিকে হংকং মার্কেটে কত দোকান ছিল?

৬০-৭০ দোকান ছিল। সবমিলিয়ে দুই হাজারের ওপর মানুষ নির্ভরশীল ছিল।

৪) এখন হংকং মার্কেটে কত দোকান রয়েছে?

৫৫০ দোকান। এছাড়াও বেশ কিছু ডালা রয়েছে। সব মিলিয়ে ৫,৫০০ মানুষ হংকং মার্কেটের ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল।

৫) প্রথম দিকে হংকং মার্কেটে কী কী সামগ্রী বিক্রি হত?

মূলত হলুদ টর্চ, জিনস প্যান্ট, কার্পেট, ব্ল্যাঙ্কেট ও ছাতা বিক্রি হত।

৬) এখন হংকং মার্কেটে কী কী সামগ্রী বিক্রি হয়?

জামাকাপড়, কসমেটিক্স, শো-পিস, ছাতা, জুতো।

মার্কেটে গেলে কী করণীয়?

ক) মার্কেটে বার্গেনিং মাস্ট। যা দাম ব্যবসায়ী চাইবেন, তার থেকে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ দর কম করে দরদাম শুরু করতে হবে।
খ) জিনিস কেনার আগে ভালো করে পরীক্ষা করে নিতে হবে। কোনও খুঁত আছে কি না।

৭) অতীতে কোন জিনিস সবচেয়ে বেশি বিক্রি হত?

ছাতা। এরপর বিক্রি হত চিন থেকে আসা কার্পেট, টর্চ এবং জিনসের প্যান্ট

৮) এখন কোন সামগ্রী কত বিক্রি হয়?

হংকং মার্কেটে এখন সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় জামাকাপড়, মূলত জ্যাকেট। তারপর থাকবে কসমেটিক্স প্রোডাক্ট, শো-পিস, ছাতা এবং জুতো।

৯) সেসময় ক্রেতা মূলত কারা ছিলেন?

সেসময় ক্রেতা ছিলেন অধিকাংশই পর্যটক। যাঁরা পাহাড়ে বেড়াতে আসতেন।

১০) এখন ক্রেতা মূলত কারা?

পর্যটকের পাশাপাশি শহরের সাধারণ মানুষ। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, পাহাড় থেকেও প্রচুর মানুষ ক্রেতা হিসেবে আসেন।

১১) আগে মার্কেটে কত আয় হত?

করোনার আগে দোকানদারদের দিনে তিন থেকে চার হাজার টাকা গড়ে বিক্রি হত বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ী সমিতির কর্তারা।

১২) এখন মার্কেটে আয় কত?

এখন দিনে দুই থেকে তিন হাজার টাকা গড়ে বিক্রি হয় বলে ব্যবসায়ী সমিতির কর্তাদের দাবি।

বদলে যাওয়া বিদেশি বাজার

নয়ের পাতার পর

ব্যবসায়ীরা যাবতীয় সামগ্রীর দ্বিগুণ-তিনগুণ দাম বাড়িয়ে বলতেন। ক্রেতারা ঠিকমতো দর কষতে না পারলেই ঠকে যেতেন। কিন্তু হংকং মার্কেটের ব্যবসায়ীরা বলছেন, এখন প্রতিটি সামগ্রীর ন্যায্য দাম রাখা হয়। দ্বিগুণ-তিনগুণ দাম বাড়িয়ে বলা হয় না। যার ফলে ক্রেতাদেরও দরকষাকষি করতে হয় না।

আগাগোড়া হংকং মার্কেটের আর্কষণ কিন্তু কমেনি। হংকং মার্কেটের ব্যবসায়ী টিলটু মজুমদারের কথায়, 'দার্জিলিং হোক কিংবা সিকিমে যাঁরা বেড়াতে আসেন, তাঁরা অন্তত একবার এই হংকং মার্কেটে আসবেনই। শিলিগুড়িতে সেলেব্রিটিরা এলেই হংকং মার্কেটে একবার ঢুঁ মেরে যান।' ব্যবসায়ীদের দাবি, আগের মতো না হলেও শপিং মল বা অনলাইনে ব্যবসার দিনেও কিন্তু হংকং মার্কেটের ব্যবসা মার খায়নি। সারা বছরই ব্যবসা চলে ভালোই।

জোর যার, দর তার

নয়ের পাতার পর

লোকে আর কেন কিনবে চাইনিজ মোবাইল! তাই ব্যবসাও আর নেই।'

শুধু কি ফোন! তখন হংকং মার্কেটে দাপিয়ে বেড়াত চাইনিজ সাউন্ড সিস্টেম। সস্তার সেই সাউন্ড সিস্টেমও এখন কার্যত অতীত। একেবারেই আসে না, তা নয়। তবে, চাহিদা সেই তুলনায় নেই। যেটুকু চাহিদা আছে, তা হল চাইনিজ খেলনার। হাতেগোনা কয়েকটি দোকানে এখনও চিনের খেলনা মেলে। তবে ব্যবসায়ীদের দাবি, খেলনা আর আগের মতো চোরাপথে নয়, আসে সৎপথেই। সেই খেলনার মূল ক্রেতা বিশেষত পাহাড়ের বাসিন্দারা। তাছাড়া, অসম, ত্রিপুরাতেও যায় কিছু।

সিকিমের তারেভির থেকে ছেলেকে নিয়ে মার্কেটে এসেছিলেন প্রবীণা রাই। ছেলের চাই মিনিয়নস ট্রাভেলগ। সেই খেলনা খুঁজতে হন্যে হয়ে মার্কেটে ঘুরেছেন প্রবীণা। কিন্তু শেষমেশ পাননি। পরে অন্য খেলনা কিনে দিয়েই শান্ত করতে হয়েছে ছেলেকে।

তবে, চিনের খেলনার নামে লোক ঠকানোর ব্যবসাও আছে। দিল্লি, কোরিয়া, জাপান থেকে খেলনাও বিকোচ্ছে চিনের নামে। এক খেলনা ব্যবসায়ী বলছিলেন, 'লোকে এখন নামে জিনিস কেনে। পেছনে মেড ইন চায়না লেখা থাকলেই হল। আরে আজকাল তো বাইরে থেকে কত মাল আসে। সব কি আর চিনের নাকি! আগের মতো তো এখন আর একতরফা বাজার নেই।'

একটা সময় ছিল, যখন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চিনের মাল হাতবদল হত শিলিগুড়িতে। দু'চাকার স্কুটারের পেছনে সাদা বস্তাভর্তি খেলনা, মোবাইল, ঘড়ি, জুতো ইধার থেকে উধার হয়ে যেত। জংশন কিংবা খালপাড়া থেকে সেই পেডলাররা মাল তুলে হাপিস করে দিত গোপন ঠিকানায়। তখন সবটাই অবশ্য আসত নেপালের ধুলাবাড়ি হয়ে। ধুলাবাড়ির ব্যবসাও এখন শেষ। দেখা মেলে না পেডলারদেরও। তাঁদের কেউ এখন মুদিখানা দোকান চালান, কেউ আবার চালান টোটো।

তবে কি চিনের কিছুই আর নেই হংকং মার্কেটে? অধিকাংশ ব্যবসায়ীর মুখে 'না' শব্দের আধিক্য হলেও গোপনে অনেকেই বলছেন, চকোলেট থেকে শুরু করে প্রসাধনী, কিছু খেলনা, শোপিস, বিভিন্ন লাইট, টর্চ ইত্যাদি আজও আসে চিন থেকে। কখনো-সখনো চোরাপথে, কখনও আবার সোজাসুজিই। খেলনার পর সবথেকে বেশি চাহিদা রকমারি লাইটের। ঘর সাজানোর আলোর জন্য আজও হংকং মার্কেটের ভরসায় থাকেন পাহাড়িরা। দামে সস্তা আলোর খোঁজে তাই এ গলি সে গলিতে ঢুঁ মারেন দীপক থাপা, সুনীতা মঙ্গররা।

আজকালকার অনলাইন দুনিয়ায় অবশ্য মাউস ঘোরালেই মেলে হরেকরকমের জিনিস। একটু খুঁজলে চিনের খেলনা, ইলেক্ট্রনিক আইটেম, প্রসাধনী এসবও মিলতে পারে। তাই খানিক হলেও কদর কমেছে হংকং মার্কেটের। সেকথা কবুলও করেন ব্যবসায়ীরাও। তবু, কাস্টমার দেখলেই হাঁক পারেন একশোর জিনিস পাঁচশো বলে। তাই তো গানের কলি ধরে বলতে ইচ্ছে করে, স্বভাব তো কখনো যাবে না/ ও মরি, স্বভাব তো কখনো যাবে না।

একটা সময় পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চিনের মাল হাতবদল হত শিলিগুড়িতে। তখন সবটাই আসত নেপালের ধুলাবাড়ি হয়ে। ধুলাবাড়ির ব্যবসা এখন শেষ। দেখা মেলে না পেডলারদেরও। তাঁদের কেউ এখন মুদিখানা দোকান চালান, কেউ আবার চালান টোটো।

রোবটটি রয়ে গিয়েছে আজও

নয়ের পাতার পর

মানে বেণুদা, থুড়ি সব্যসাচী চক্রবর্তী। মানুষটি সেবারে বোধহয় কোনও ক্যামেরার লেন্সের খোঁজ করছিলেন। গুঁতো খেয়ে ফেলুদা কিন্তু একটুও গাঁইগুঁই করেননি। বরং মিষ্টি একটা হাসি হেসে ননীকে নিঃশব্দে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। একটা সময় বলা হত, টাকা ফেললে এই বাজারে বাঘের দুধও মিলবে। আর সেই টানে 'গ্লোবালাইজেশন' ছড়িয়ে পড়ার আগে কত মানুষ যে এখান থেকে চুটিয়ে কত্ত কিছু কিনেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সেই কেনাকাটা কৃষ্ণকিশোর মুখার্জির মতো অনেককে সংসার চালানোর রসদ জুগিয়েছে। কৃষ্ণ একটা সময় বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করতেন। কোনও একটা কারণে একদিন হঠাৎ সেই সংস্থার বন্ধ হয়ে পড়া। বাবাও অসুস্থ হলেন। কৃষ্ণ সেই সময় একদিন রাস্তার ধারে জুতোর দোকান দিয়ে বসেছিলেন। ধীরে ধীরে বিক্রিবাটা বাড়ে। কৃষ্ণের সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য ফেরে।

এই বাজার বহু ওঠাপড়ার সাক্ষী। তবে প্রথম ধাক্কাটা বিমল গুরুংদের নেতৃত্বে জোরদার গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সময়। ২০০৯ সালের দিকটায় এই বাজারে সেই সময় রোজ অন্তত দু'লাখ টাকার বিকিকিনি হত। কিন্তু সেই আন্দোলনের সময় পাহাড় থেকে লোকজনের আসা কমে যাওয়ায় সেই বিক্রি এক ধাক্কায় ৫০ হাজার টাকায় নেমে যায়। ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত। তবে দাঁতে দাঁত চিপে তাঁরা লড়াই চালিয়েছেন। আজও চালাচ্ছেন।

অনলাইনে আজকাল কী না মেলে। জামাকাপড় থেকে শুরু করে মোবাইল ফোন, বা শাহরুখ খান যে পারফিউম ব্যবহার করেন, সেটাও। তা সত্ত্বেও হংকং মার্কেটের টিকে থাকার রহস্য কী? আসলে রকমারি জিনিস হাতে নিয়ে নেড়েঘেঁটে দেখা। আর, অবশ্যই 'দরদাম'। দোকানদার ১০০ টাকা দাম চাইলে, ক্রেতা ৫০ টাকা হাঁকবেন, তারপর সেটা ৬০, ৬৫ হয়ে ৭০-এ দফা হবে, এ এক অন্য 'থ্রিল'! এই দরদামের চক্করে এই বাজার যে চড়া গলায় কত ঝগড়া, মায় মারামারি পর্যন্ত দেখেছে, গুনে শেষ করা যাবে না।

দরদাম আজও হয়। তবে ব্যবসায় আজকাল যা প্রতিযোগিতা, এখানকার ব্যবসায়ীদের বেশিরভাগই ন্যায্য দাম চান। নইলে ক্রেতা অন্য দোকানে চলে যাবেন যে! হংকং মার্কেট আজকাল এভাবেই টিকে। নিজের মতো করে।

ইলেক্ট্রনিক সার্কিট নষ্ট হয়ে গেলেও ননীগোপালের সেই রোবট আজও আছে। শোকেসে শোপিস হয়ে। হংকং মার্কেটের মধুর স্মৃতি নিয়ে।

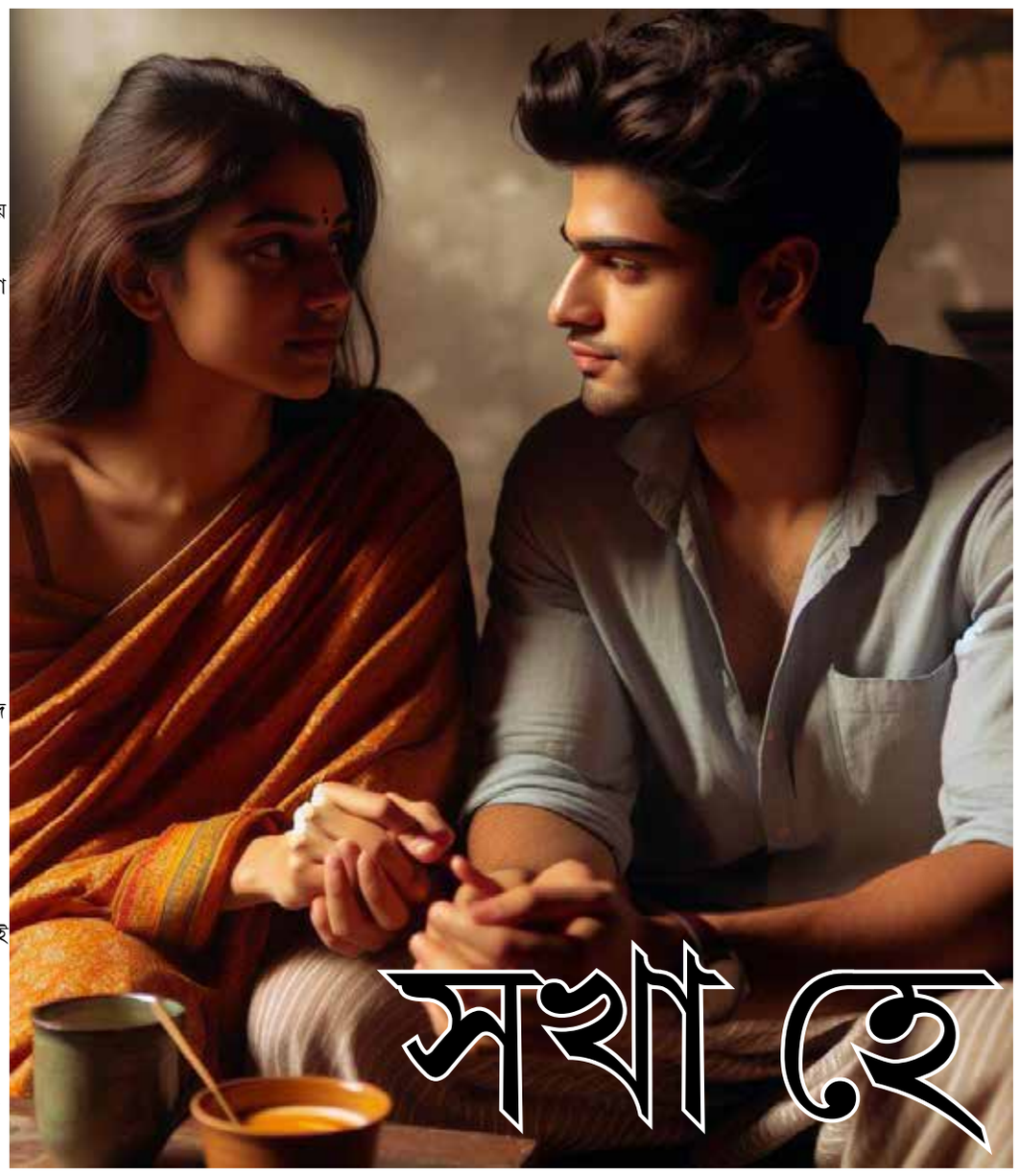

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম শহর ছাড়ার আগে। কেন এরকম পরিস্থিতি হল যে কলকাতা ছাড়তেই হবে, জানতে চেয়েছিল বাবা। আমি এড়িয়ে গিয়েছিলাম প্রশ্নটা। মাকে সব কথা বলতে পারলেও, আদর্শবাদী বাবার সামনে নিজের যাবতীয় দুর্বলতা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে।

ততদিনে আমি জেনে গিয়েছি বাবা কেন আমাদের সংস্রব ত্যাগ করে হাওড়ায় একটা ঘরভাড়া নিয়ে থাকত। কারণ কেবল এই যে ঠাকুরদার কাছে গিয়ে সন্তানদের নাম করে মায়ের টাকা চাওয়া, বাবা ভালোভাবে নিতে পারেনি।

-মায়েরও হয়তো উপায় ছিল না। কোন মা না চায়, তার বাচ্চারা একটু ভালো থাকবে? বাবার মন গলানোর চেষ্টায় বলেছিলাম আমি।

-আমার মা'ও মরতে মরতে চেয়েছিল যে তার সন্তানেরা ভালো থাকবে। কিন্তু তার জন্য আমি, আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া বাবার কাছে, হাত পাতিনি। আবার আমার ছোট মানে সৎমা যখন আমার ঘরে আসতে চেয়েছে বা আমাদের সঙ্গে ঘুরতে যেতে চেয়েছে, তখন বারণও করিনি।

-দাদি অত আরামে থেকেও আমাদের ঘরে আসত কেন? কেন ঘুরতে যেত আমাদের সঙ্গে?

-হয়তো, কোথাও একটা অপরাধবোধে ভুগতাম আমি ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি বুঝতে পেরে। আবার নিজের পেটের ছেলেরা যাতে নিরাপদ থাকে সেটা নিশ্চিত করার জন্যেও এসে থাকতে পারে। আমি জানি না, নিজেকে ছাড়া আর কারও কথাই নিশ্চিত করে বলতে পারি না।

-নিজের কথায় কি পারবে? আমি তো মায়ের মুখেই শুনেছি যে একসময় তুমি যাবতীয় অভিমান দূরে ঠেলে ভীমরাজ কোঠারির ব্যবসার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলে।

-ঠিকই শুনেছিস। চা এবং ডালডার ব্যাপারটা আমিই দেখতাম। কারণ বাবার ব্যবসা কেবল বাবারই নয়, অজস্র শ্রমিক-কর্মচারীরও ছিল।

-ভালো কথা। কিন্তু ভাইদের সঙ্গে কী এমন বিবাদ হল যে সবটা ছেড়ে চলে আসতে হল?

-আদর্শবাদীর সঙ্গে আদর্শহীনের, মানুষের সঙ্গে অমানুষের যে বিবাদ হয়। চা তো দার্জিলিং থেকে আসত, কলকাতার পোর্ট হয়ে আফ্রিকায় চলে যেত, চা নিয়ে কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু ডালডার থেকে আরও বেশি মুনাফা করার জন্য, ছোট মায়ের ছোট ছেলে রাজকুমার তাদের সঙ্গে হাত মেলায় যারা পশুর চর্বি মেশাত ডালডায়। সেটা জানতে পারার পর কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের নিজেদের গুদামে আগুন দেওয়া ছাড়া আমার আর অন্য কিছু করার ছিল না। আর আগুনে সবটা ভস্মীভূত হবার পরও মনে হচ্ছিল, কাকে ঠকাতে চাইছিল ওরা, যে খরিদ্দাররা ওদের অন্ধের মতো বিশ্বাস করে, তাদের?

-পরিণাম কী হয়েছিল তোমার ওই কাজের?

-আমাকে জেলে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ, কিন্তু আমার স্বাধীনতা সংগ্রামীর ব্যাকগ্রাউন্ড থাকায় বেশিক্ষণ আটকে রাখেনি। দেশ সেই বছরই স্বাধীন হয়েছে বলেই হয়তো একটু বেশি খাতির পেয়েছিলাম।

-রাজকুমারদের কী হয়েছিল?

-আমার সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই রাজকুমারের তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়, যদিও নিজের প্রভাব খাটিয়ে এক বছর আগেই ওকে জেল থেকে বের করে নিয়ে এসেছিল বাবা। বাবার কারণেই ব্যাপারটা নিয়ে হিন্দি তো দূর, বাংলা সংবাদপত্রেও তত কিছু খবর বেরোয়নি। ব্যবসার ক্ষতি কমই হয়েছিল। কিন্তু ওই ঘটনার পর আমার ক্ষতি করার জন্য যারা উঠেপড়ে লেগেছিল, বাবা তাদের আটকায়নি। যেহেতু বাবার আদালতে আমিই ছিলাম সর্বপ্রধান দোষী।

-তার কারণ কী, ওঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করোনি?

-উনি নিজেই আমায় বলেছিলেন যে যাই হয়ে থাক না কেন, ভাই, ভাইয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে ভরা আদালতে, সেটা মানা যায় না।

-একজন ভাই যদি দ্রব্যে বিষ মেশায় তবে আর একজন ভাই বলবে না?

-বলতে পারে, কিন্তু পরিবারের ভিতরে। কোর্টে বলে পরিবারের ক্ষতি যে লোকটা করেছে, পারিবারিক ব্যবসায় তার কোনও অধিকার থাকবে না। এমনটাই মনে করতেন, ভীমরাজ কোঠারি।

-তোমাকে ত্যজ্যপুত্র করেননি কেন তবে?

-যেহেতু উনি জানতেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে আমার একটা দুর্দান্ত গুডউইল রয়েছে বাজারে। মাড়োয়ারিদের মধ্যে ফ্রিডম ফাইটার তো হাতেগোনা। তার মধ্যে একজন যদি নিজের ছেলে হয় তবে তার ডিভিডেন্ড নেবেন না কেন?

-অদ্ভুত বুদ্ধি কিন্তু লোকটার।

-বুদ্ধি না দুর্বুদ্ধি আমি জানি না কিন্তু লোকটা দ্বিচারী। সকালে উঠে রানি সতীকে প্রণাম না করে জল পান করত না আবার সতীদাহ নিবারণে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান স্মরণ করে যে সভা হত, তাতেও চাঁদা দিত একশো-দুশো টাকা।

-তারপরও একটা কথা জিজ্ঞেস করি। অত রইস একটা লোকের ছেলে হয়ে তুমি রাস্তায় রাস্তায় কাপড় নিয়ে ঘুরতে বিক্রির জন্য, খারাপ লাগত না তোমার?

-যন্ত্রণা হত। কিন্তু সে যন্ত্রণা শরীরের। ডালডায় পশুর চর্বি মেশানোর চেষ্টা যে করেছে তার সঙ্গে একযোগে পথ চলতে হলে, গুদামের আগুন আমার আত্মায় লাগত।

...

হরিদ্বারে থাকার চার বছর পূর্ণ হতে যখন আর চারদিন মাত্র বাকি তখন মালতীকে আমাদের হোটেলের সামনে দেখে আমার কেবল আত্মায় নয়, শরীরেও আগুন লাগল। বিগত আটচল্লিশ মাস ওই ছোট শহরটার এমাথা-ওমাথা চষে ফেলেছি আমি। সেখানে প্রতিটা সকাল কার্বাংকলের মুখের মতো নয়, ফুলের পাপড়ির মতো খুলত। সেখানেই হঠাৎ করে এক বিস্ফোরণের অভিঘাত এসে পৌঁছাল, যার লক্ষ্য আমি। ততদিনে আমি টিবরেওয়ালের হোটেল ছেড়ে, আরও একটা হোটেল ঘুরে, একেবারে ঝাঁ চকচকে একটা হোটেলের ডেপুটি ম্যানেজার হিসেবে যোগ দিয়েছি, আড়াইশো টাকা বেতনে। ওরকম হোটেল, সেই মুহূর্তে আর একটাই হয়তো আছে হরিদ্বারে, যাদের লক্ষ্য ভারতীয় তীর্থযাত্রী নয়, ইউরোপ-আমেরিকার ট্যুরিস্ট।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সেই সময়টা হিপি সংস্কৃতির ঢেউ উঠেছে দুনিয়াজুড়ে আর চতুর্দিকে ফাটা জিনস আর গাঁজার ধোঁয়ার রমরমা। হিপিরা যত্রতত্র পড়ে থাকত, স্টেশনে ঘুমিয়ে থাকতেও দেখেছি অনেককে। কিন্তু, একটা ব্যাপার কেউ খেয়াল করেনি, হিপিদের পিছুপিছু অনেক হিপির বাপ-মা এসেছিলেন ভারতে। তারা তাদের সন্তানকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত; ব্যর্থ হলে পরে দূর থেকে নজর রাখত সন্তানের উপর, টাকার জোগানও দিত সন্তানরা বিপদে পড়লে। এইসব ধনী শ্বেতাঙ্গরাই ছিল আমাদের প্রধান গ্রাহক আর এদের পাশাপাশি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় আকৃষ্ট সাহেব-মেমদের জন্যেও কিছু ঘর ধরাই থাকত। এদের জন্যই হোটেলের প্রায় সব বাথরুমে কমোড বসানো হয়েছিল। সেই পশ্চিমীদের জন্য ডিজাইন করা হোটেলে একদিন পূর্বের হাওয়ার মতো মালতীর উদয় আমাকে চমকে দেওয়ার থেকেও বেশি কিছু করেছিল।

বারো বছর পরপর পূর্ণকুম্ভ আসে হরিদ্বারে। নাসিক, উজ্জয়িনী, এলাহাবাদ ঘুরে আবার হরিদ্বারে কুম্ভ আসতে দেরি আছে তবু আচমকাই দেশি-বিদেশির প্রবল ভিড় আছড়ে পড়েছিল হরিদ্বারে, দেওরাহা বাবার আগমন ঘিরে। বাষট্টি সালে হরিদ্বারে শেষ যেবার কুম্ভমেলা হয়েছিল, পায়ের নীচে মানুষ থেঁতলে দেওয়া এক উন্মাদ হাতিকে শান্ত করে দিয়েছিলেন দেওরাহা বাবা। কলকাতায় বড় হয়েছি, এইসব কথা শুনলে আমারও বুজরুকি বলে মনে হয় শুরুতে। কিন্তু লাখো মানুষ যে কথাটা বলে বুক বাজিয়ে, হাজারো মানুষ যার প্রত্যক্ষদর্শী, তাকে একেবারে উড়িয়ে দিতেও পারি না।

পর্ব -১৩

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সেই সময়টা হিপি সংস্কৃতির ঢেউ উঠেছে দুনিয়াজুড়ে আর চতুর্দিকে ফাটা জিনস আর গাঁজার ধোঁয়ার রমরমা। হিপিরা যত্রতত্র পড়ে থাকত, স্টেশনে ঘুমিয়ে থাকতেও দেখেছি অনেককে। কিন্তু, একটা ব্যাপার কেউ খেয়াল করেনি, হিপিদের পিছুপিছু অনেক হিপির বাপ-মা এসেছিলেন ভারতে।

মালতী অবশ্য দেওরাহা বাবার আশীর্বাদ নিতে আসেনি। আমি হরিদ্বারে আছি জেনে, আমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু কেন?

পালিয়ে যাওয়ার মাসখানেক পরে মালতী যখন ফিরে আসে বড়বাজারে তখন ওর সিঁথিভর্তি সিঁদুর, হাতে শাঁখা-পলা আর সঙ্গে একটা মুষ্ক লোক, ইয়া তাগড়াই গোঁফ তার। মালতীর হারিয়ে যাওয়া নিয়ে উত্তেজনা ততদিনে থিতিয়ে এসেছে কিন্তু ওর আচমকা ফিরে আসায়, আগুনে ঘৃতাহুতি পড়েছিল। সঙ্গে ওই জোয়ানমদ্দ থাকায় সেই আগুনের আঁচ ছড়িয়েও গিয়েছিল।

শ্রীধর তাম্বুলী অবশ্য তড়িঘড়ি কিছু লোককে নেমন্তন্ন করে খাইয়ে দিয়েছিল আর তাতেই মালতীর বিয়ে বৈধ তকমা পেয়ে গিয়েছিল। সেই নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আমি ছিলাম না বলাই বাহুল্য। প্রসাদবাবুও ডাক পাননি। কিন্তু এবারে আর ওঁর ভরসা না করে আমি একাই একদিন গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম মালতীদের দাওয়ায়। অন্নদা তাম্বুলী যা গালাগালি দেবে শুনে নেব এরকম একটা প্রস্তুতি নিয়েই গিয়েছিলাম কিন্তু মালতী নিজেই যখন দরজা খুলে সামনে এল তখন ওর ভেজা চুলে রিঠার গন্ধ, হাতে হলুদের ছাপ আর গলায় আদর-দাগ দেখে পাথর হয়ে গেলাম পুরো।

-দিয়ে আবার নিতে এসেছ কেন? দিয়ে যারা ফেরত নেয় তারা কালীঘাটের কুকুর হয় জানো না? মালতী কোনও গৌরচন্দ্রিকার ধার না ধেরে, কথা শুরুই করল, এটা বলে।

আমি উত্তরে কিছু বলতে না পেরে চুপ করেই রইলাম।

-বাঙালি মেয়ের গলায় মাড়োয়ারির সীতাহার দেখে চমকে ওঠার কিছু নেই, বাঙালিরা যে গাড়িটা চড়ে সেটাও মাড়োয়ারির কারখানায় তৈরি। হেসে উঠল মালতী।

আমি কাঁদতেও পারলাম না। কেবল মনে হল প্রথম প্রেমের ছদ্মবেশে এমন এক চাকু এসে ঢুকেছে বুকে, ইহজীবনে যাকে আর বের করতে পারব না।

বের করতে না পারলেও ভুলে গিয়েছিলাম অনেকটাই। মালতী সামনে এসে না দাঁড়ানো পর্যন্ত। কিন্তু আবার যখন কথা বলতে শুরু করল ও আমার সঙ্গে, কীভাবে অনেক কষ্টে আমার ঠিকানা জোগাড় করেছে হরিদ্বারে এসে সেই বৃত্তান্ত শোনাতে শুরু করল, স্মৃতি থেকে একটা পাগলা হাতি আমার দিকে প্রবল বেগে দৌড়ে আসতে থাকল, দেওরাহা বাবাও যাকে থামাতে পারবেন না।

চব্বিশ ঘণ্টা পেরোবার আগেই মালতীকে সঙ্গে নিয়ে, কতিপয় দাদা-বৌদির হোটেলের একটা থেকে ভাত, ডাল, আলুভাজা, পটলের ডালনা, জলপাইয়ের চাটনি খেয়ে ফিরছিলাম আর মালতীর মুখে শুনছিলাম যে আমিষে হায়দরাবাদ কিংবা লখনউ চাপে ফেলতে পারে কলকাতাকে কিন্তু নিরামিষে কেউ পারবে না। মোচার ঘণ্ট কিংবা এঁচোড়ের ডালনা, কেউ রাঁধতে পারবে না বাঙালির মতো।

আচ্ছা, বাঙালির মতো পাগলা হাতি হতে পারবে কেউ? এমন কেলি করতে পারবে যে সর্বাঙ্গে খুশির জোয়ার বইবে প্রতিটি স্পন্দনে? জল-স্থল-অন্তরীক্ষের আনন্দ নিজেকে নতুন করে দেখে নেবে সূর্যকিরণের প্রতিটা ছটায়? বিপুল অস্তিত্ব কথা বলে উঠবে, শিব আর জীব একসঙ্গে লুটোপুটি খাবে চেতনার চৌকাঠে ? রক্তরঙ্গ নেচে উঠবে, জলতরঙ্গকে ছুঁয়ে আগুন হয়ে উঠবে পূর্ণ?

অকুতোভয় মালতী আমায় নিয়ে নিজের হোটেলের ঘরে ঢুকে যা আরম্ভ করল তাতে ওই প্রশ্নগুলিই স্বাভাবিক।

ভিতর থেকে চলকে ওঠা অভিমানে আমি মুখ সরিয়ে নিয়েছিলাম প্রথমে কিন্তু মালতী তাতে পিছিয়ে যায়নি। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে লেহন করতে শুরু করে দিল আমার কান। ব্যাস, আমার মুখ আপসেই ঘুরে গেল ওর দিকে। নতুন করে নির্মিত হতে থাকল চুম্বন আর সেই চুম্বনের ভিতরেই মালতী ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অনাবৃত করল আমায়। আর আমাকে নিরাবরণ করেই নিজেকে নিরাভরণ করতে শুরু করল।

আমি একটা রোবটের মতো ওর তালে তাল দিয়ে যাচ্ছিলাম বলে খেয়াল করিনি কখন মালতী 'অ আ ক খ' লিখতে শুরু করেছে আমার বুকে, পিঠে। হরিদ্বারে থাকতে থাকতে আমি বাংলা অক্ষরমালা চিনে নিয়েছিলাম, বাংলা পড়তে আরম্ভ করেছিলাম প্রাচীন এক টোলের পণ্ডিতের কাছে। সংস্কৃত বিশারদ সেই ভদ্রলোক ভাটপাড়া থেকে হরিদ্বারে এসেছিলেন, আমি বাংলা শিখতে চাই শুনে উল্লসিতই হয়েছিলেন। আনন্দ আমারও হয়েছিল, শেখার সময়। কিন্তু সেই আনন্দই কাঁটার মতো বিঁধতে শুরু করল, মালতী আমার গায়ে কী লিখছে তা বুঝতে পেরে। ওর ওই আঙুলের টানে সময় যেন নিজের স্বাক্ষর উলকি করছিল। মনে হচ্ছিল, ধ্বংসের পর সবাই তো আবার জন্ম নেয়। লতা-গুল্ম-বৃক্ষ-মানুষ-গোরু-সাপ-ইঁদুর। মানুষও জন্ম নেবে না কেন তবে? কেন শিবলিঙ্গ পাবে না তার কাঙ্ক্ষিত যোনিপীঠ?

মালতী আমার উপর উঠে আসছিল যেভাবে গঙ্গার বুক থেকে উঠে আসে গাঙ্গেয় পলি; আমিও মালতীর ভিতরে এমনভাবে প্রবেশ করছিলাম যেন সভ্যতা প্রবেশ করছে সিন্ধু উপত্যকার গভীরে...

সময় বয়ে যাচ্ছিল ঘূর্ণির মতো। দুপুর পালটে বিকেল হয়ে গেল, আমাদের সংলগ্নতার উপর দিয়ে। আকাশের স্লেটে নক্ষত্ররা নিজেদের খোদাই করতে আরম্ভ করল, গঙ্গার ঘাটে অজস্র নৃত্যশীল বাহু প্রদীপ তুলে ধরল স্রোতের দিকে। আকাশ লাল আর কালোয় বিভক্ত অবস্থা থেকে কালো হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে, সেই গোধূলি সন্ধিতে আমি আর মালতী আবারও মিশে যেতে শুরু করলাম, একে-অপরে।

শ্রীধর তাম্বুলীর দোকানে একাধিক জাঁতির মধ্যে একটা রুপোর জাঁতি ছিল। সেই জাঁতির মুখ দুটো এমনিতে আলাদা আলাদা কিন্তু সুপুরি কাটার সময় রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির রূপ ধারণ করত তারা। আমাদের মিলনেও টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছিল সময়, খণ্ড-খণ্ড হয়ে চেহারা নিচ্ছিল এক-একটি মুহূর্তের, যার প্রত্যেকটা আগেরটার চাইতে পূর্ণতর।

পারাবারে ঘূর্ণি জাগে

-মানুষ দিনমজুরের কাজ করে ক্লান্ত হবে সে আমি বুঝতে পারি, সংগমের পর ক্লান্ত হবে কেন? মালতী ওপাশ ফিরে শুয়ে থাকা আমাকে নিজের দিকে ফেরাতে চাইল।

কলম্বাস নাকি আমেরিকা আবিষ্কার করার পর টানা দু'দিন ঘুমিয়েছিল, কলেজে এক স্যরের মুখে শুনেছিলাম। সত্যি-মিথ্যা জানি না কিন্তু আমার তখন দু'ঘণ্টা ঘুমোতে পারলে প্রাণ বাঁচে। এত তৃপ্তি আর এত ক্লান্তি নেমে আসছে সারা শরীর জুড়ে যে একটাকে অন্যটার থেকে আলাদা করতে পারছি না।

মালতী তখন কাজের থেকে কথাকে আলাদা করতে চাইছে না, আমি সুখ চেয়েছিলাম। নারীর অধিকার আছে পুরুষের থেকে সুখ চাওয়ার। কিন্তু সেই সুখ আমায় আমার প্রথম প্রেম দিতে পারেনি। প্রসাদও পারল না।

- আমি কী দোষ করেছিলাম?

-দোষ করেছ কবে বলেছি আমি? এই তোমাদের এক দোষ, মেয়েটা সঙ্গে না থাকলেই ভাবো কী অপরাধ হয়েছে? একটা গল্পের বই পড়া শেষ হয়ে গেলে যখন তুমি নতুন একটা গল্পের বইয়ের দিকে হাত বাড়াও তখন প্রথম বইটার কোনও অপরাধ হয় নাকি?

-উপমা, উদাহরণ বাদ দিয়ে বলো। কেন ছেড়ে গিয়েছিলে আমায়?

-কাছেই আসতে পারিনি দয়াশঙ্কর। প্রবলভাবে আসতে গিয়ে দেখেছিলাম, তোমার মনের আড় ভাঙেনি। তুমি তখনও কিশোর।

-আজও তাই মনে হল?

-না। এখন তুমি পূর্ণ তরুণ। কিন্তু এখন তোমাকে দেবার মতো আমার কিছু নেই। আমি নিঃস্ব, নিষ্ফলা।

-কী বলছ মালতী? তুমি তো ভরে তুললে আমায় এতক্ষণ ধরে।

মালতীর ঠোঁটে একটা বেদনার হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল, আমি প্রবলভাবে পুরুষকে চেয়েছি; সোহাগে চেয়েছি, সংগমে চেয়েছি। সেই চাওয়া তো পাপ নয়। কিন্তু আজ ভিতরে খিদে থাকলেও, বাসনা মরে গেছে। কীভাবে কোনও জমি চাষির লাঙল দেখে উৎফুল্ল হতে পারে, যদি সে জানে যে কোনও বীজেই ধান জন্মাবে না তার ভিতর থেকে?

-আমি কিছু বুঝতে পারলাম না মালতী।

-আমি সন্তানধারণে অক্ষম দয়া। আর অক্ষম বলেই শরীর আমাকে আর টানে না। আমি সুখ পাই না মিলনে।

-এতক্ষণ কি তবে কষ্ট পেলে?

- তুমি সুখ পাচ্ছ দেখে একটু সুখ পাচ্ছিলাম অস্বীকার করব না। কিন্তু...

-কোনও কিন্তু নেই। আমার তোমাকেই চাই মালতী। সন্তান এলে আসবে, নইলে নয়। কিছু আসে যায় না।

-আমার যায়। সন্তান দিতে পারব না বলে আমি আমার স্বামীকে ছেড়ে চলে এসেছি, আর জেনে বুঝে তোমার সর্বনাশ করব?

-না এলেই সর্বনাশ হবে বরং আমার। ওই গয়না নিয়ে পালিয়ে গিয়ে যেমন সর্বনাশ করেছিলে।

-গয়নার কথা আজও ভুলতে পারোনি তাই না? অবশ্য তোমরা হার্ড-কোর ব্যবসাদার, ভুলবেই বা কেমন করে?

নগ্ন মালতী যেন নিজের চোখের আলো দিয়ে আমার বুকের এক্স-রে রিপোর্ট ছাপিয়ে দিচ্ছিল। নগ্ন আমার, লজ্জা ঢাকার কোনও জায়গা ছিল না, ওর বুকে মুখ লুকোনো ছাড়া। কিন্তু ও ততক্ষণে উঠে বসেছে আর বালিশের তলা থেকে বের করে এনেছে আমার মায়ের সেই সীতাহার আর দু'টো বালা।

-আমি এগুলো ফেরত চাইনি মালতী। আমি প্রায় আর্তনাদের গলায় বলে উঠলাম।

-চেয়েছ। বরাবর চেয়েছ। আমি প্রসাদের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তুমি কি আমি হারিয়ে গিয়েছি বলে ছটফট করছ নাকি তোমার দেওয়া হার আর বালা নিয়ে চম্পট দিয়েছি বলে?

-কী উত্তর পেয়েছিলে ?

-যেটা সত্যি সেটাই বলেছিল প্রসাদ।

-আমি ভেবেছিলাম, উনি তোমার স্যর।

- আমিও ভেবেছিলাম যে তুমি আমাকে ভালোবাসো।

-ভালো তো আমি সত্যিই বাসি। তোমার জন্য বাড়ি ছাড়তে হয়েছে আমায়, বড়বাজার ছাড়তে হয়েছে।

মালতী গেয়ে উঠল, 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।/ আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়।।'

-তুমি গাইতেও পারো?

-এটাও রবীন্দ্রনাথেরই গান দয়া। এই গান কখনও পুরোটা শুনো আর ভেবো, আমার জন্য কী ছাড়তে হয়েছে এটা যার মাথায় আছে, সে কীভাবে আমার প্রেমিক হতে পারে? আমার জন্য সব ছেড়ে যে ধন্য হয়েছে কেবল সেই আমার প্রেমিক, কেবল সে।

আমি জড়িয়ে ধরলাম মালতীকে, আমি তেমনই হব মালতী, তেমনই হব।

-অন্য কারও জন্য হোয়ো। যে কুয়োয় জল নেই, তাতে ঝাঁপ দেবে কেন?

-তুমি কুয়ো নও, তুমি সমুদ্র। আমার সমুদ্র।

- তুমি এবার যাও দয়া, তোমার হোটেলে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে।

-আর যদি না যাই?

-যেও না। কিন্তু কাল সকালে আমায় আবার কোথাও দেখতে পাবে না।

-এতটা নিষ্ঠুর হোয়ো না মালতী।

-আমার যে নিষ্ঠুর না হয়ে উপায় নেই, আমি যে শ্রীধর তাম্বুলীর মেয়ে।

- শ্রীধরবাবু কি তোমার সঙ্গে এসেছেন?

-বাবা মৃত্যুর দিনও বড়বাজারের ওই পানের দোকান ছেড়ে কোথাও যাবে না। কিন্তু বাবা খেয়াল করেনি যে বাবার মেয়ে ধীরে ধীরে মানুষ থেকে তাম্বুলে বদলে গেছে।

-কী বলছ তুমি মালতী? বুঝতে পারছি না তো কিছু।

মালতী হেসে উঠল, অশ্বমেধ যজ্ঞের পর, কোথাও না পেয়ে, পানের খোঁজে পাতালে যাওয়া হয়েছিল। যারা গিয়েছিল তাদের, নিজের হাতের কড়ে আঙুল কেটে উপহার দিয়েছিল, বাসুকি। সেই আঙুল মাটির গভীরে পুঁতে দিলে পরে আবারও জন্ম হয় পানের। সেই কারণেই পানের কোনও ফুল নেই, ফল নেই। কেবল লতা আর পাতা। তুমি লতা-পাতায় আটকে থেকো না দয়া, যাও নিজের সার্থকতা খুঁজে নাও। আর এই গয়নাগুলো ফেরত নিয়ে যেও। ওগুলো তোমার প্রেমের পরীক্ষা নেব বলে নিয়ে এসেছিলাম। *(চলবে)*

এডুকেশন ক্যাম্পাস

অভ্র ভট্টাচার্য, দ্বাদশ শ্রেণি, শিলিগুড়ি উচ্চতর বালক বিদ্যালয়।

তীর্থদীপ মৈত্র, সপ্তম শ্রেণি, নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, রানিডাঙ্গা, দার্জিলিং।

আকৃতি দাস, সারদা বিদ্যামন্দির, পুঁটিমারি, জলপাইগুড়ি।

তিতিপর্ণা চক্রবর্তী, ৬ বছর বয়স, রায়গঞ্জ।

সৃজা

সুমনা ঘোষ দস্তিদার

আঁকা : অভি

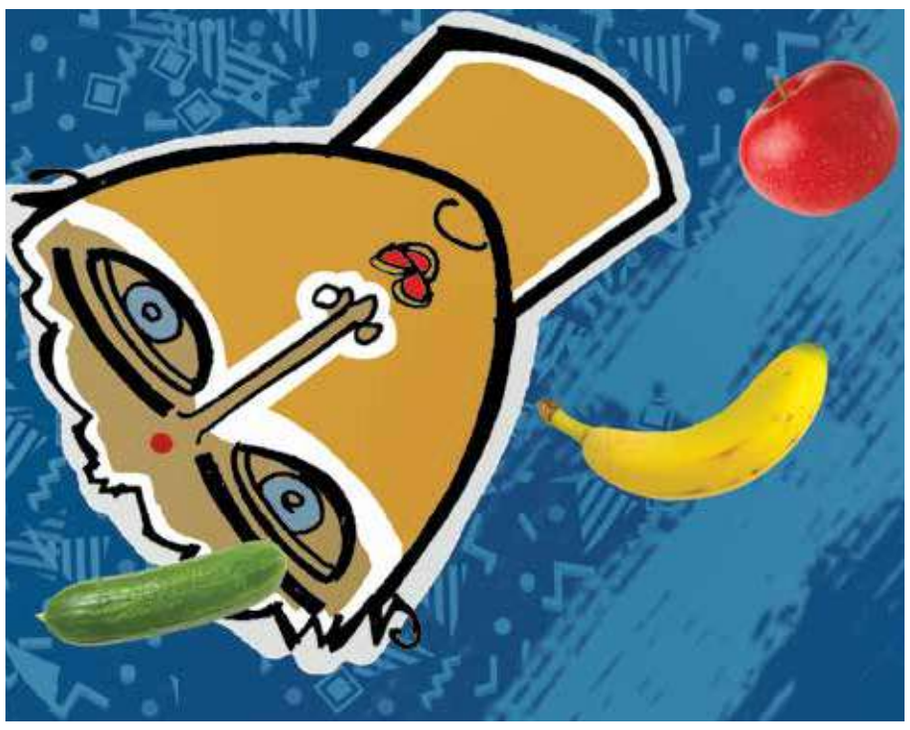

ছোটগল্প

দরজা ঠেলে ঢুকতেই সুকন্যা দু'হাতে আড়াল করল মুখ, মাথা গুঁজে নিল বুকের কাছে। কারণ, তার শরীর লক্ষ্য করে তীরবেগে ছুটে আসছে আপেল, কলা, শসা। আর তাকে দেখামাত্রই সৃজা চিৎকার করে উঠল, 'তুই যা, চলে যা, কেন এসেছিস এখানে? চলে যা বলছি!'

শ্যামলা, ছিপছিপে, পানপাতার মতো মুখ, ঝকঝকে দুটি চোখের মিষ্টি মেয়ে সৃজা। কোমর ছড়ানো অবিন্যস্ত চুলে আজ চোখমুখ ঢেকে রয়েছে। পরনে গোলাপি কামিজ, নীল সালোয়ার। তার সামনে মেঝেতে কলাপাতার ওপর সার দিয়ে রাখা জ্বলন্ত প্রদীপ। শুকনো ফুল, বেলপাতা, সিঁদুর মাখানো চাল এদিক- ওদিক ছিটিয়ে রয়েছে। দরজার একটা পাল্লা দিয়ে মুখ অর্ধেক ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে তার ছোট্ট ভাই, চোখে বিস্ময় আর ভয় জড়ানো। সাদা থান শাড়িতে ঘোমটা টেনে খাটের একপাশে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে ঠাকুমা। সৃজার চোখ অস্বাভাবিক রকমের চঞ্চল, কেমন যেন ঘোর লেগে আছে দু'চোখে। দু'হাতে অনেক ফল বুকে চেপে ধরে খাটের ঠিক মাঝে বসেছে। ওর মুখোমুখি বেশ নড়বড়ে দুটো বেতের চেয়ার টেনে বসল সুকন্যারা। সৃজা তারই স্কুলের ক্লাস ইলেভেনের ফার্স্ট গার্ল। মে মাসে ক্লাসে রোলকল করতে গিয়ে সুকন্যা খেয়াল করে তার নামের পাশে অনুপস্থিতির বিন্দু চিহ্ন পড়তে থাকে - বিন্দু বাড়তে থাকে। অন্য ছাত্রীদের বহুদিন জিজ্ঞেস করেও সদুত্তর পায় না। আর অপেক্ষা না করে সহকর্মী পারমিতাকে নিয়ে পৌঁছে যায় সৃজার বাড়িতে।

মাটির পরিচ্ছন্ন বাড়ি। প্রবেশপথেই আলপনা দেওয়া তুলসীমঞ্চ। ঘরে ঢুকতেই সে হাতের ফল ছুড়তে থাকে সুকন্যাদের লক্ষ্য করে। সুকন্যা নিজেকে কোনওভাবে বাঁচিয়ে জাপটে ধরে সৃজাকে। সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। সজোরে এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দেয় সৃজা, এত শক্তি ওই ছোট্ট শরীরে! শাড়ির আঁচল কোমরে পেঁচিয়ে নিল সুকন্যা। আবার মাথায় হাত রেখে বলল, 'তুই আমার সোনা ছাত্রী না? সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রী তো! আমার কথা শোন। এমন করতে আছে?' কথা শেষ করতে দেয় না, ঘনঘন মাথা নাড়তে থাকে সৃজা আর বলে চলে, 'না না না, তুই চলে যা। ছুঁস না আমাকে। নিরিমিষ খেয়েছিস আজ? দিলি তো সব নষ্ট করে? যা চলে যা, চলে যা আমার সামনে থেকে।' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সুকন্যা। এ কোন সৃজাকে দেখছে সে? মাথার মধ্যে অবিরত সজোরে কোনও আঘাত এসে লাগছে যেন! নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ঠাকুমার দিকে এগিয়ে গিয়ে কঠিন স্বরে ধমকের সুরেই বলল সুকন্যা, 'ঠিক করে বলুন তো কী হয়েছে সৃজার? কেন এমন আচরণ করছে ও? আপনি জোড় হাতেই বা দাঁড়িয়ে আছেন কেন?' শুনে ক্ষোভ বিরক্তি ঝরে পড়ছে যেন ঠাকুমার দৃষ্টিতে, বেশ রেগেই বললেন, 'এসব কথা বলবেন না। মহাপাপ লাগবে দিদিমণি। দেখছেন না, ওর মধ্যে এখন মা মনসা অবস্থান করছে, এখন ও দেবী।' বলতে বলতে কপালে হাত ঠেকান ঠাকুমা।

সুকন্যা বুঝল রাগ, যুক্তি দিয়ে এদের টলানো অসম্ভব। ধীর, শান্ত পায়ে হেঁটে ঠাকুমার মুখোমুখি দাঁড়াল সে। 'সৃজাকে ডাক্তার দেখিয়েছেন?' তৎক্ষণাৎ এত্তবড় জিভ বের করে ঘোমটা আরও খানিক টেনে বললেন, 'বলছেন কী? এ কি ডাক্তারের কর্ম? হাজার ডক্তার, বৈদ্যি বেটে খাওয়ালেও এ রোগ সারে না। ও যে এখন সাক্ষাৎ মা মনসা। আজ একুশ দিন হল ও দুধকলা খেয়ে আছে, তিরিশ দিনের মাথায় ওর পুজো।'

বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে থাকে সুকন্যার কপালজুড়ে। গলা শুকিয়ে কাঠ। ওদিকে সৃজা অনর্গল বলেই চলেছে চাঁদ, বেহুলা, সনকা, সপ্তডিঙার কথা। মনসামঙ্গলের গল্প যেটুকু শুনেছিল ক্লাসে, সেসবই নিশ্চয় গেঁথে আছে মনের কোনও কোণে। সুকন্যার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কী করবে? কে সঠিক পথ দেখাবে? সামনের ধানখেতজুড়ে শেষ বিকেলের আলো, দূরে ধাপ চণ্ডীতলার ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে আসছে। সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে যেন। সব শব্দই একই শব্দে

রবিবারের ভোর। প্রিয় বারান্দায় চা নিয়ে বসেছে সুকন্যা। মেঘলা সকাল তার বড় প্রিয়। হঠাৎই মোবাইলের স্ক্রিনে সৃজার নামে আলো জ্বলে ওঠে। বুকের ভেতর মুচড়ে ওঠে। বুকে যেন জলপ্রপাত আছড়ে পড়ার শব্দ। কোথায় যেন পাখি ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল।

এসে মিশে যাচ্ছে সৃজা... মনসা...দেবী।

পরদিন আবারও সুকন্যা যায় সৃজার কাছে। সুকন্যাকে দেখামাত্রই আগের দিনের মতোই উত্তেজিত হয়ে ওঠে সৃজা। চিৎকার করে বলে, 'আবার এসেছিস তুই? কেন আসিস রোজ রোজ?' সুকন্যা কাছে এগিয়ে দিল একটা বই, বলল, 'তুই যে একটা রেফারেন্স বই চেয়েছিলি, নিয়ে এসেছিলাম। ফিরিয়ে নিয়ে যাই তবে?' একঝলক আলো ছড়িয়ে পড়ল ওর মুখজুড়ে। একটু শান্ত হয়ে গেল যেন। কিন্তু বাইরের উলুধ্বনিতে আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে সে। ঘরের পূর্বদিকে একচিলতে ছোট বারান্দা, সেখান থেকেই কিছু নরনারী, শিশুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ওরা একে একে এঘরেই ঢুকল, হাতে ফুল, বেলপাতা, প্রদীপ, ফল, মিষ্টি। মেঝেতে বসে প্রদীপ জ্বালিয়ে ফুল বেলপাতা ছুড়ে দিলেন সৃজার পায়ে। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সৃজা। সে চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না, শিহরণ জাগে। কতজন ভিন্ন ভিন্ন আবেগে প্রশ্ন করেই চলেছেন, 'মা, আমার ছেলেটা কথা বলতে পারবে তো?', 'আমার জমির মামলা মিটবে কবে?', একজন খুব গোপনে জিজ্ঞেস করলেন ফিশফিশ করে, 'ওই মেয়েটা কবে আমার স্বামীকে ছাড়বে বলতে পারো?' এক মা কান্নায় ভেঙে পড়েন, 'এবার আমার ছেলে হয় যেন, একটা তাবিজ দাও মা।', 'মেয়েটার বিয়ে হবে তো?' এমন হাজার প্রশ্ন। শান্ত স্থির হয়ে বসে একের পর এক উত্তর দিয়ে চলেছে সৃজা। এ ছাত্রীকে সুকন্যা চেনে না। এ তার অপরিচিত সৃজা। আর কোনও কথা সুকন্যার কান পর্যন্ত পৌঁছায় না, মাঝেমাঝেই তীব্র ঝাঁকুনি অনুভব করছে শরীরজুড়ে। মনে হচ্ছে চিৎকার করে সব লন্ডভন্ড করে দেয়, নিজেকে সামলে ফিরে আসে বাড়িতে।

রাত একটা। কিছুতেই ঘুমাতে পারছে না সুকন্যা। চাঁদের আলোয় ভাসছে চতুর্দিক। সুকন্যা যেন চিন্তার সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে... ভেসে উঠছে... আবার ডুবে যাচ্ছে। বিনিদ্র রাত কাটিয়ে একটু আলো দেখা দিতেই স্নান সেরে রান্না সারল। স্কুলে বেরোনোর আগে আবার কেন স্নান করল সুকন্যা? পাটভাঙা নতুন হলুদ লালপেড়ে শাড়িটাই বা বেছে নিল কেন? চোখজুড়ে ঘন কাজল, শরীরময় প্রিয় সুগন্ধি ছড়িয়ে বেরিয়ে রিকশা ধরে গিয়ে নামল সৃজার বাড়ির গেটে। লাল টুকটুকে শাড়ি পড়েছে সৃজা। গলায় ফুলের মালা, মাথায় ফুলের মুকুট। কাঠের চেয়ারে বসে ছোট এক নীচু টুলে আলতা পরা পা কিছুটা এগিয়ে রাখা। উঠোনজুড়ে প্যান্ডেল। চারিদিকে থিকথিকে ভিড়। কান্নায় ভেঙে পড়ে সুকন্যা, নিজেই নিজেকে সামলে নেয়। ঠান্ডা এক স্রোত যেন বয়ে চলেছে শরীরে। ঘনঘন উলুধ্বনি, ঢাক বাজছে। পুজো চলছে সৃজার। আজ থেকে কি ও দেবী হয়ে গেল? আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না সুকন্যা। পেছন ফিরতেই শান্তি জল এসে পড়ল মাথায়। স্কুলে যাওয়া আর হল না। ওখান থেকেই সোজা গেল সাইকিয়াট্রিস্ট ভাই ঋভুর কাছে। প্রথম দিন থেকে আজ পুরো ঘটনা অনুপুঙ্খভাবে বলল সুকন্যা। ঠিক হল আর একটা দিনও দেরি নয়, কালই যাবে ওরা। এরপর যত দেরি হবে দেবী থেকে সৃজাতে ফেরানো ততই কঠিন হবে।

পরদিন বিকেলে ওরা গেল সৃজার বাড়িতে। চারিধার অদ্ভুতরকমের শান্ত, থমথমে। চোখেমুখে ক্লান্তি মেখে ভেজা লম্বা চুল খাট থেকে ঝুলিয়ে ঘুমিয়ে আছে সৃজা। দুটো হাত বুকের ওপর রাখা। আদরে ডেকে তুলল সৃজাকে। এখনও স্বাভাবিক নয় দৃষ্টি। ঋভুর সঙ্গে একে একে আলাপ হয় ঠাকুমা, মা, ভাইয়ের। সৃজার মনসা হয়ে ওঠা, ওর অলৌকিক কর্মকাণ্ড, গায়ে সাপের মতো ছাপ, দুধকলা খেয়ে থাকা এসব বিশ্বাস থেকে এক পা-ও টেনে বের করানো যাচ্ছিল না তাঁদের। কোনওভাবেই ঋভুকে সাহায্য করতে চাইছেন না ওঁরা। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে চলল কাউন্সেলিং, পরবর্তী চিকিৎসা, টানা একমাস। সুকন্যার চোখেমুখে অনেকটা শান্ত ভাব, স্বস্তির চিহ্ন। এখন আর ভক্তরা আসেন না, পুজোর ডালা সাজিয়ে। কেউ এলেই ছোট্ট ভাই দৌড়ে গিয়ে দরজা থেকেই তাদের বিদায় জানায়। 'দিদিভাই খুব অসুস্থ। আর কখনও এসো না তোমরা। এলে আমরা খুব বিরক্ত হব।' নিরাশ হয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে সৃজার মুখটা একবার দেখার বৃথা চেষ্টা করে ওরা ফিরে যায়। দেবীও অসুস্থ হন? এ প্রশ্ন ওদের চোখেমুখে। প্রয়োজনীয় ওষুধ লিখে বাড়ির লোকেদের বুঝিয়ে দেয় ঋভু। প্রায় দু'মাস ছুঁই। সৃজার দৃষ্টিতে সুকন্যা তার ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল সৃজাকে খুঁজে পেতে শুরু করেছে। পরিবারও আশ্বস্ত। তাদের বিশ্বাস ফিরেছে, সৃজার দেবী রূপ সত্য নয়, এই ঘরের সাধারণ মেয়েই সে। আর যা কিছু ঘটেছে সবটাই অস্বাভাবিক। সেও শরীরের রোগের মতোই এক ধরনের মনের রোগ। যার চিকিৎসা আছে, ওষুধে সেরে যায়।

রবিবারের ভোর। প্রিয় বারান্দায় চা নিয়ে বসেছে সুকন্যা। মেঘলা সকাল তার বড় প্রিয়। হঠাৎই মোবাইলের স্ক্রিনে সৃজার নামে আলো জ্বলে ওঠে। বুকের ভেতর মুচড়ে ওঠে। বুকে যেন জলপ্রপাত আছড়ে পড়ার শব্দ। কোথায় যেন পাখি ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল।

'ম্যাডাম আমি সৃজা।' এই ম্যাডাম ডাকটায় অযুত শান্তি, এর অপেক্ষায়ই ছিল সুকন্যা। 'বল, শরীর কেমন?' খুব শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল সুকন্যা। 'ভালো আছি। আবার কবে স্কুলে যাব আমি? পড়া যে অনেক এগিয়ে গিয়েছে, আমি পিছিয়ে পড়লাম... কিন্তু আমার যে সারাদিন খুব ঘুম পাচ্ছে ম্যাডাম, পড়তে কষ্ট হচ্ছে।' গলা ধরে এল সৃজার।

বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে গলাকে যতটা গভীর করতে হয় সেভাবেই সুকন্যা বলল, 'আর মাত্র ক'টা দিন। তারপরই একদম সুস্থ হয়ে উঠবি তুই। যতটুকু পড়া এগিয়েছে, তাকে ছুঁয়ে ফেলতে তোর মতো ভালো স্টুডেন্টদের একদম সময় লাগে না, এ বিশ্বাস আমাদের সব টিচারের আছে। আর আমরা সবাই তো রয়েইছি তোর পাশে।'

'সত্যি বলছেন? পারব আমি?' সৃজার এই কথায় ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে সুকন্যা। ঋভুকে ফোন করে সবটা জানায়। চেম্বার শেষে দুজনে গেল সৃজার বাড়িতে, যাবার পথে চন্দ্রমল্লিকা, একটা কলম, চকোলেট আর 'টার্নিং পয়েন্টস' বইটা কিনল।

সৃজা পরিপাটি করে সাজিয়েছে ঘর। হালকা গোলাপি বিছানার চাদর। বাঁ হাতে পড়ার কাঠের টেবিলে গুছিয়ে রাখা বই, দেওয়ালে সাঁটা নিজের করা রুটিন। ঘরের অন্য সব দেওয়ালজুড়ে ছোট ছোট রঙিন কাগজ কেটে নৌকো, মেঘ, লম্বা গাছ, পাহাড় চূড়া, সূর্যের ছবির মাঝে লেখা 'আমি পারবই, আমি পারবই, আমি পারবই।' সুকন্যাকে দেখেই ছুটে আসে সৃজা, জাপটে ধরে সুকন্যাকে। বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে রইল বহুক্ষণ, সে বুকে কি মায়ের গন্ধ ছিল? জয়ের আনন্দে যেন ভাসতে থাকল তারা।

কবিতা

গুঁড়ো মশলা
কাবেরী গোস্বামী

১
বসন্ত মালতী তুহিনা মানেই মায়ের গায়ের গন্ধ।
২
ভাগ্যিস ওসিডি নেই, বরং বেশিটাই এলোমেলো
তাই যে কেউ এসে আনন্দে কলাপাতায় গরম
ধোঁয়া ওঠা ভাত ডাল মায়ের প্রসাদ পান
সেই গরম ধোঁয়ার সঙ্গে পুণ্যবান হয়ে ওঠে
আমার সামান্য গৃহস্থালি।
৩
সারাজীবন না খেতে দেওয়া মাকে
বেশি বেশি ঘি মাখাচ্ছি
যাতে তাড়াতাড়ি পুড়ে যায়।

ক্ষমা
অংশুমান কর

ক্ষমা কি করা যায়? আদৌ সম্ভব?
জিশাস হতে পারা এত সহজ?
প্রশ্ন করে চলি, পাই না উত্তর
কোথা সে কবুতর? মেলে না খোঁজ!

সে মা কি দেয় ক্ষমা পুলিশ কেড়েছিল
ঝড়ের সত্তরে যার ছেলে?
কিংবা সেই মেয়ে কেওনঝড়ে যার
ঝলসে গেল বাবা পেট্রোলে?

রোহিত ভেমুলার মায়ের কথা ভাবি
ক্ষমা কি পেল তার এই সমাজ?
সৈনিকের স্ত্রীর ক্ষমা কি পেয়েছিল
নখরে প্রাণ নেওয়া জঙ্গি বাজ?

ক্ষমা কি করা যায়? আদৌ সম্ভব?
ভাবতে থাকি আমি রাত্রিদিন
এবং তারপর সেলেটে লিখে রাখি
শ্যাওলা-ঘেরা কথা, খুব প্রাচীন :

অন্যদের ক্ষমা যদি বা করা যায়
নিজেকে ক্ষমা করা খুব কঠিন।

অবনী, বাড়ি নেই
মনোজ দে নিয়োগী

অবনী, বাড়ি নেই।
অবনী বাড়ি থাকবে কী করে?
তাকে যে রোজ বাবুদের বাড়ি বাড়ি
খাবার হাঁড়ি হাঁড়ি পৌঁছাতে হয়।
সন্ধ্যায় প্রিয় লটারি কাটে
রাতে আবার মুড়ি-চপ নিয়ে বসে
ভাগ্যদাতা যদি মুখ তুলে চায়।

বৃষ্টি পড়ে না এখানে বারোমাস
মেঘ চলে গেছে অজানা ঠিকানায়
অবনীর কাজ মরুতে ঘাসের চাষ
দুয়ারে দুয়ারে সরকার ফেরি করা।

অবনী বাড়ি থাকবে কী করে?
বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মা আর ছেলেমেয়ে
ঘোরে মিড-ডে মিলের আশায়
স্ত্রী খোঁটা দেয় সারারাত ভর
তার ঘুম আসে না
পাড়া পাহারা দেয়!

তবুও বসন্ত আসে
সম্পা পাল

আত্মঘাতী হব বলে আজও আত্মহত্যার কাছে যাওয়া হল না!
হাতের উপর হাত রাখাই কি বসন্ত?
সামনে আরও একটি আপেক্ষিক তত্ত্ব!

আপনার শহরে চিৎকার ও শীৎকার কি আলাদা?
এরপর থেমে গেলে কি আবির ছড়িয়ে দেবেন!
ভুলে গেলেও কি মিটিয়ে দেবেন প্রথম চৈত্রের ঋণ!

এই যে কিঞ্চিৎ যাপন
একে নেড়েচেড়ে, উলটে দেখার নাম কি জীবন?
রিং মাস্টার আজ বড্ড চুপ!

হাতের তালু দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শহরের নির্যাস।
তবুও বসন্ত আসে শেষবারের মতো নিংড়ে নেবার জন্য।

কার্যত আমরা সবাই নৈঃশব্দের ভিড়ে ভীষণ একা।
এগিয়ে যাই, পেছনে তাকাই, স্বীকারোক্তি সবেতেই!
এসবের নাম কি গোছানো মেহফিল?

ফাগ আগুনে আমিই রাই
মহুয়া রুদ্র

হতেই পারে আবার দেখা ফাগুন দিনে
তখনও কি মুখ ফেরাবে অভিমানে?
মুখ ফেরালেও মনের কোণে রঙের খেলা
দেখেছি তোমার চোখে উপচে পড়া বসন্তমেলা।

উড়ছে আবির লাল, গোলাপি, হলুদ, সবুজ
বাজছে কানে তোমার গাওয়া দোলের সুর,
একটুখানি আড়াল করে আবির দিলে গালের পরে
জানি লোক দেখিয়ে উপরিটুকুই ফেলতে ঝেড়ে।

সুযোগ পেলে জানিয়ে দিতাম গোপন কথা
ফাগ আগুনে জ্বলত নাকি উড়ত ব্যথা
যাহোক, আজকের দিনে ভাবতে আমার ক্ষতি নেই
দুলছে যেথায় দুলুক কানু , আমিই রাই।

এবং যখন একা থাকি
কিরণ ঘোষ

সবে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠেছি
মাথা নত কৃতজ্ঞতায় হরিণের মতো ঘুরে বেড়ানো এ পাড়া ও পাড়া।
পৃথিবীর বহু চেনা সোনালি রোদ্দুর আঙুল ধরে থাকে সারাদিন...
আমার প্রত্যক্ষ সাথিরা মাঠঘাট চোখে দেখে না, বহু উচ্চ পাহাড় তাদের নিবাস স্থল
কখনো যাওয়া হয় না সে শিখরে, অথবা যেতে মন চায় না এখন আর।

এত সহজ পৃথিবী জয়ের পথ
এত সহজ প্রান্তরেখার ডাক
এত হুল্লোড় সারা দুপুর সারা রাত
এত চমক নদী পথের বাঁক।

শব্দহীন বক্তব্যের অর্থ বয়ে চলেছি নিজেই নিজের হাত ধরে
মনে হয় এ জন্মের পরে আর যেন কোনও জন্ম না থাকে
সাধ সাধনার ইচ্ছেগুলোয় মরচে রাঙা দাগ ;
বিষ পিঁপড়ের মতো ঘিরে থাকা ভাবনারা আহত হয় আমারই আঘাতে
তাই তো অপেক্ষা
শেষ বসন্তেও একইভাবে পলাশ ফোটার দিন গোনে।

অসমাপ্ত জীবন
রুদ্র সান্যাল

বিবর্ণ শীত আর বসন্তের মাঝে,
ব্যবধান শুধুই ঝরা পাতা।
প্রতিটা শূন্যের সাথে কীভাবে যেন,
নাড়ির গিঁট আলগা হয়ে যায়।

নীল নক্ষত্রের আলো আর শূন্যতার ভিড়ে,
ছায়া প্রেত শুধু নীরবে চলা ফেরা করে!
অসীম সম্ভাবনার মাঝে এখন-
পড়ে থাকে ক্লান্ত অসমাপ্ত জীবন!

কুলিক পাড়ের বসন্ত
বিনয় লাহা

পাতার উপর নৌকো নামে
হাতের উপর ঘাম
যত ভালোই করবে তুমি
ততই বদনাম।

কুলিক পাড়ে নৌকো নামে
জলের নীচে শ্যাম
আমার মতো ডুবব আমি
রাধা ঘনশ্যাম।

প্রাগের বুকে লুকোনো এক 'কোহিনুর'

পীযূষ আশ

প্রতিটি শহরের কিছু সুবিধে-অসুবিধে আছে। চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাগ তার ব্যতিক্রম নয়। ঐতিহাসিক শহর। মধ্য-পূর্ব ইউরোপের আর পাঁচটা শহরের মতো এই শহর যুদ্ধ দেখেছে, ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

সুবিধা-অসুবিধার কথা দিয়ে শুরু হয়েছিল। প্রাগের সুবিধার তালিকায় প্রথম দশে নিশ্চয় থাকবে এই শহরের গণপরিবহণ। একটা মান্থলি টিকিট কিনে নিলে নিশ্চিন্ত। ভারতীয় মুদ্রায় ১৭০০ টাকার মতো। এই টিকিট সঙ্গে থাকলে শহরের মধ্যে যখন খুশি, যেখানে খুশি এবং যতক্ষণ ইচ্ছে ঘুরে বেড়ানো যায়। বাস আছে, মেট্রো আছে, আর আছে ট্রাম। মুম্বইয়ের যেমন লোকাল ট্রেন, তেমনই প্রাগের শরীরে রক্তজালিকা ট্রাম। ওল্ড টাউনের কিছুটা অংশ বাদ দিলে শহরময় ট্রামলাইন বিছানো।

আয় মন বেড়াতে যাবি

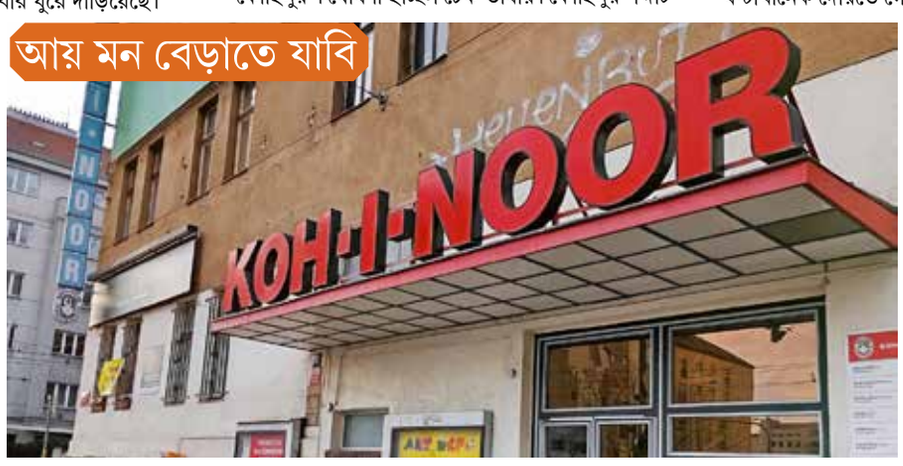

মাসখানেকের জন্য প্রাগে রয়েছি। মান্থলি টিকিটও কিনে নিয়েছি। শহরে আসার চতুর্থ দিন। বিকেল। এক বইয়ের দোকানে চলেছি, অর্ডার দিয়ে রাখা কয়েকটি বই নিতে। কলকাতার মেট্রোয় যেমন, প্রাগের ট্রামেও নিরন্তর জানানো হতে থাকে আপনি কোথায় পৌঁছালেন, আপনার পরবর্তী স্টপ কী, ইত্যাদি। সেই ঘোষণাতেই হঠাৎ কানে এলো 'কোহিনুর'। ঘোষণা হচ্ছিল চেক ভাষায়। কোহিনুর শব্দটি ছাড়া আর কী বলা হচ্ছে বুঝতে পারিনি। তারপর ট্রামের ডিসপ্লে বোর্ডে তাকিয়ে দেখি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হীরকখণ্ডের নামে ট্রামের পরবর্তী স্টপ।

অবাক হলাম। যে ভারতীয় রত্ন এখন ইংরেজদের দখলে, তার সঙ্গে প্রাগের কী সম্পর্ক। কৌতূহল তীব্র হল। দোকানে অর্ডার দেওয়া বই কেউ নিয়ে নেবে না, ঘণ্টাখানেক দেরিতে গেলেও চলবে, কোহিনুরেই নেমে পড়লাম। দেখাই যাক না কী বৃত্তান্ত।

বই কিনতে যাওয়া মাথায় উঠল। ওই এলাকায় ঘুরে, প্রাচীন বাড়ি ও কারখানা দেখে, একটি বিশেষ দোকানে গিয়ে যা বুঝলাম এই এলাকা সত্যিই রত্নবিশেষ। এর সঙ্গে জড়িয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি। হিটলার, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, চেক জাতীয়তাবোধ- অনেক কিছু। নিবন্ধ তথ্য ভারাক্রান্ত করে লাভ নেই। সারকথা বলে নেওয়া যাক।

১৯০৭ সালে দুই ইহুদি ভাই, হিন্দ্রিচ আর সিগমুন্ড ভালদেস তৈরি করেন কোহিনুর সংস্থা। মূলত বয়নশিল্পের উপাদান তৈরি করতেন তাঁরা। প্রাগের ভ্রিসোভিসে এলাকায় ছিল তাঁদের কারখানা। ছুঁচ-সুতো, মনোকল, সেফটিপিন থেকে শুরু করে রকমারি টুকিটাকি সামগ্রী উৎপাদিত হত তাঁদের কারখানায়। কোহিনুরের সামগ্রী বেশ জনপ্রিয় হয়। গোটা ইউরোপে রপ্তানি হতে থাকে। রীতিমতো বিত্তবান হয়ে যায় এই ভালদেস পরিবার। এরপর ইউরোপের আকাশে নেমে আসে দুর্দিনের কালো মেঘ। ইহুদিবিদ্বেষ আর তথাকথিত 'আর্য' জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বের জন্য শুরু হয় রক্তপাত।

১৯৩৯ সালে হিটলার আক্রমণ করলেন সাবেক চেকোস্লোভাকিয়া। নাজিবাহিনীর হাতে ছিল একটি বিশেষ তালিকা। বিত্তবান ইহুদি পরিবারগুলির নাম ছিল সেই তালিকায়। ভালদেস পরিবার সেই তালিকার বাইরে ছিল না। তাঁদের সম্পত্তি এবং কারখানা অধিকৃত হয়। সিগমুন্ড ভালদেস তাঁর পরিবার নিয়ে গোপনে পাড়ি দেন আমেরিকা। হিন্দ্রিচের জাতীয়তাবোধ ছিল প্রবল। তিনি প্রথমে চেকোস্লোভাকিয়া ছেড়ে যাননি। গ্রেপ্তার হলেন। তাঁকে পাঠানো হয় কুখ্যাত বুখেনওয়াল্দ শিবিরে। শোনা যায়, ১৯৪১ সালে সেই বন্দিশিবির থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। পাড়ি দিতে চেয়েছিলেন আমেরিকায়। কিন্তু হিন্দ্রিচ আমেরিকা পৌঁছাতে পারেননি। যাত্রাপথে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯০৭ সালে দুই ইহুদি ভাই, হিন্দ্রিচ আর সিগমুন্ড ভালদেস তৈরি করেন কোহিনুর সংস্থা। মূলত বয়নশিল্পের উপাদান তৈরি করতেন তাঁরা। প্রাগের ভ্রিসোভিসে এলাকায় ছিল তাঁদের কারখানা।

ইউরোপের অনেক দেশে, অনেক পরিবারের ইতিহাসেই এমন কাহিনী রয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা এখানে থেমে থাকল না। বছর কুড়ি আগে সিগমুন্ড ভালদেসের নাতনি য়েরিনা নোভাকোভা উদ্যোগী হন তাঁদের শিকড় সম্পর্কে নতুন করে অবহিত হওয়ার। তিনি প্রাগে আসেন। অর্থ কিংবা কারখানা ছাড়াও আর একটি বিশেষ সম্পদ ছিল ভালদেস পরিবারের। সেটি একটি ছবি। চেক শিল্পী ফ্রান্তিসেক কুপকার আঁকা। এক মহিলার চোখে লাগানো রয়েছে মনোকল। ভালদেসরা এই ছবিটি তাঁদের ব্যবসার লোগো হিসেবে ব্যবহার করতেন। য়েরিনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল এই ছবিটিকে উদ্ধার করা। প্রাগের কোহিনুরও হাতবদল হয়েছে বেশ কয়েকবার। নাজিবাহিনীর পর চোকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিও এই সংস্থার জাতীয়করণ করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত চেকদের দেশ গঠনের জন্য সেই সময় এই জাতীয়করণের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাকি পৃথিবীতে যেমনটি হয়েছে, চেকোস্লোভাকিয়াও তার ব্যতিক্রম নয়। এক সময় এই দেশ থেকে সাবেক সোভিয়েত হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এ অবশ্য ইতিহাসের অন্য আর এক কালো অধ্যায়। আমরা বরং আবার ফিরে যাই কোহিনুরের কাছে।

য়েরিনা লড়াই করে ফিরে পেয়েছেন সেই ছবি। চেকরা এই লড়াই ভোলেননি। ওই এলাকার নামকরণ হয়েছে কোহিনুর। এখনও ওই এলাকায় একটি ছুঁচ-সুতো-সেলাই সামগ্রীর দোকান আছে। সেই দোকানের দেওয়ালে আজও আছে ফ্রান্সিসেক কুপকার মূল ছবির একটি নকল।

ইংরেজদের থেকে ভারতে কোহিনুর ফেরানোর উদ্যোগ অনেক দিনের। হয়তো আমাদের প্রয়োজন য়েরিনার মতো নাছোড়বান্দা লড়াইয়ের। ভোটযুদ্ধে মেতে থাকা ভারতীয় হুজ-হু'রা কি সেই লড়াইয়ের আদৌ সময় পাবেন? কে জানে!

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৩১ মার্চ ২০২৪ S

বিরোধীদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন মেয়র গৌতম দেব। শনিবার। ছবি : তপন দাস

কমিটি গড়ার সিদ্ধান্ত মেয়রের

বোর্ডে মাদক কারবার ঠেকানো, নারী সুরক্ষার দাবি

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : শহরে একের পর এক ঘটে চলা নারী নির্যাতন এবং মাদক কারবারের চক্র নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের বোর্ডসভায় মোশন তুলল বিরোধীরা। এরপরই অপরাধ রুখতে একটি কেন্দ্রীয় এবং ওয়ার্ডভিত্তিক কমিটি তৈরির নির্দেশ দেন মেয়র গৌতম দেব। জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই সব কমিটি তৈরি করে ফেলতে বলেছেন তিনি। পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে শহরের পুলিশকর্তাদের সঙ্গেও কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন।

শনিবার পুরনিগমের বোর্ডসভায় সিপিএম কাউন্সিলর শরদিন্দু চক্রবর্তী মোশন তোলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মেয়র এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। বোর্ডসভায় সর্বসম্মতিতে বিষয়টি পাশও করিয়ে নিয়েছেন।

শরদিন্দুর বক্তব্য, 'শহরে মাদকের কারবার ক্রমশ বাড়ছে। নেশাসক্ত হয়ে অপরাধে জড়াচ্ছে তরুণসমাজ। নারীদের সম্মানহানি হচ্ছে। এগুলো সকলকে মিলে উদ্যোগ নিয়ে বন্ধ করতে হবে।' এ প্রসঙ্গে মেয়রের প্রতিক্রিয়া, 'আমরা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম মাদক বন্ধে ওয়ার্ডভিত্তিক কমিটি তৈরি করব। সেটার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় কমিটিও গঠন হবে। সব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, পাড়ার মানুষকে এর মধ্যে যুক্ত করা হবে।'

গত কয়েকদিনে শিলিগুড়ি শহরে একাধিকবার অপরাধের শিকার হয়েছে মেয়েরা। কোথাও নাবালিকা স্কুল ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে, কখনও আবার মলের মধ্যেই তরুণীর অশ্লীল ছবি তোলার মতো ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। তাছাড়া শহরের বিভিন্ন এলাকায় পাড়ায় পাড়ায় মাদকের কারবার বেড়েছে বলে অভিযোগ। টক-টু-মেয়র অনুষ্ঠানেও এধরনের একাধিক অভিযোগ এসেছে। ওই টক-টু-মেয়র অনুষ্ঠানেই মেয়র কমিটি তৈরির চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছিলেন। পরবর্তী এমএমআইসি বৈঠকেই বিষয়টি তোলা হয়। এরপরই সিদ্ধান্ত হয় বোর্ডসভায় পাশ করে কমিটি গড়া হবে। সেইমতো বোর্ডসভার প্রস্তাবিত বইয়ে বিষয়টি রাখা হয়েছিল।

এরই মাঝে সিপিএম কাউন্সিলর শরদিন্দু চক্রবর্তী শহরের মাদকের কারবার এবং নারীদের ওপর হওয়া অপরাধ নিয়ে মোশন আনেন। শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ড্রাগ পেডলাররা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাইরের থেকে ব্রাউন সুগার সহ বিভিন্ন মাদক আসছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর জবাবে মেয়র জানান, শহরের পুলিশের কর্তাদের সঙ্গে আগেও কথা হয়েছে। এই মাদকাসক্তদের থানায় নিয়ে আসার পরেও পুলিশকে সমস্যায় পড়তে হয়। থানার মধ্যেই নেশার জন্যে ছটফট করতে থাকে অভিযুক্তরা। তিনি বলেন, 'এটা আমাদের বন্ধ করতে হবে। তাই কমিটি তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই কমিটি দেখবে কী করে মাদকের কারবার রোখা যায়। কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা হবে। পাড়ার মহিলাদের বেশি যোগদান থাকবে এই কমিটিতে।'

কোন পথে সমাধান
- জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই সব কমিটি
- শহরের পুলিশকর্তাদের সঙ্গেও কথা বলার আশ্বাস
- স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, পাড়ার মানুষকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত
- কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবে পুরনিগম

১১ বাড়িকে বিপজ্জনক ঘোষণা

মেরামত ও ভাঙতে নোটিশ পুরনিগমের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : এবার শিলিগুড়িতেও কলকাতার গার্ডেনরিচের ছায়া ।

বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিতেই শহরের ১১টি বাড়িকে বিপজ্জনক ঘোষণা করে কয়েকটি ভেঙে ফেলা এবং বাকিগুলো মেরামতের নোটিশ দিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। পুরনিগমের ৮, ৯ সহ একাধিক ওয়ার্ডে এই বাড়িগুলো চিহ্নিত হয়েছে। ইতিমধ্যে নোটিশ পেয়ে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের দুটি বাড়ি ভাঙা শুরু হয়েছে। বাকি যাঁরা এখনও বিপজ্জনক বাড়িতে বসবাস করছেন, দ্রুত খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁদের। পাশাপাশি শহরজুড়ে সমীক্ষা চালিয়ে যেতে বলেছেন মেয়র গৌতম দেব।

কলকাতায় গার্ডেনরিচে বাড়ি ভেঙে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর পরেই তড়িঘড়ি কিছু অতি বিপজ্জনক বাড়ি চিহ্নিত হয় শিলিগুড়িতে। ১১টি বাড়ির মালিককে নোটিশ দেওয়া হয়। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন ওই সমস্ত বাড়ি চিহ্নিত করার প্রস্তাব রেখেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'যে যে ওয়ার্ডে বিপজ্জনক বাড়ি রয়েছে, সেগুলো এখনই চিহ্নিত করে পদক্ষেপ করা উচিত। নয়তো যে কোনওদিন বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।'

প্রত্যুত্তরে শিলিগুড়ির মেয়র জানান, ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ১১ জনকে চিহ্নিত করে নোটিশ করা হয়েছে। যাঁরা নোটিশ পাওয়ার পরেও কথা শুনছেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।

মহাবীরস্থান এলাকায় বিপজ্জনক একটি বাড়ি। শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

যে যে ওয়ার্ডে বিপজ্জনক বাড়ি রয়েছে, সেগুলো এখনই চিহ্নিত করে পদক্ষেপ করা উচিত। নয়তো যে কোনওদিন বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।
– অমিত জৈন, পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা

কড়া পদক্ষেপ
- ৮, ৯ নম্বর সহ একাধিক ওয়ার্ডে বাড়িগুলো চিহ্নিত
- নোটিশ পেয়ে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের দুটি বাড়ি ভাঙা শুরু
- যাঁরা কথা শুনছেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি
- সমীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র

বছর পাঁচেক আগে শিলিগুড়িতেও একটি পুরোনো বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়েছিল। ওই ঘটনায় এক তরুণী গুরুতরভাবে জখম হন। পুরনিগমের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনায় শহরের বিপজ্জনক বাড়ি চিহ্নিতকরণের দাবি উঠেছিল। কাজও শুরু হয়। কিন্তু পরে সেটা কোনও কারণে থমকে যায়।

সম্প্রতি গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে বেশ কয়েকজনের প্রাণহানির পর বিল্ডিং সেলকে সমীক্ষার নির্দেশ দেন মেয়র। সেইমতো সমীক্ষায় এখনও পর্যন্ত ১১টি বাড়ির হদিস পেয়েছেন পুর আধিকারিকরা। এর মধ্যে চারটি বাড়িই পুরনিগমের ৮ এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডে। সূত্রের খবর, এছাড়া হাকিমপাড়া, কলেজপাড়াতেও বিপজ্জনক বাড়ি চিহ্নিত হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এগুলো ভেঙে পড়লে সংশ্লিষ্ট পরিবারের পাশাপাশি বড় বিপদ হতে পারে প্রতিবেশীদেরও।

প্রথম দফায় বাড়িগুলো চিহ্নিত হওয়ার পরই তড়িঘড়ি নোটিশ দেওয়া শুরু করে পুরনিগম। ৮ নম্বর ওয়ার্ডের দুটি বাড়ি ভাঙা হলেও বাকিরা এখনও পদক্ষেপ করেনি বলে পুরনিগম সূত্রেই জানা গিয়েছে। তাই ওই বাড়ির মালিকদের ফের নোটিশ করছে পুরনিগম।

এরপরও সমীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র। সমীক্ষায় যে সমস্ত বাড়ি বিপজ্জনক চিহ্নিত হবে, সেগুলির নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বাড়ির মেরামতি কিংবা ভেঙে ফেলার নোটিশ দিতে বলা হয়েছে।

৮০ হাজারের বেশি প্রতারণা তরুণীকে

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : রিকভারি ও ফিন্যান্স কোম্পানির নাম করে শহরে প্রতারণা! সম্প্রতি শিলিগুড়ি থানায় শহরের এক তরুণী ৮০ হাজার টাকার বেশি প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ দায়েরের পরই বেপাত্তা ওই অফিসের দুই কর্তা। পুলিশ সূত্রে খবর, দুজনই কলকাতার বাসিন্দা। তাদের নাম বনি ও শ্যামল। তবে পদবি জানা যায়নি। শহর শিলিগুড়ির মিলনপল্লির চিলড্রেন পার্কের কাছে তারা রিকভারি ও ফিন্যান্স অফিস খুলে বসেছিলেন। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। অভিযুক্তরা আর কারও সঙ্গে প্রতারণা করেছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মাস দুয়েক আগে একটি অ্যাপার্টমেন্টের নীচের দু'টি গুদাম ভাড়া নিয়ে বড় করে অফিস খুলেছিল অভিযুক্তরা। দিন দুয়েক আগে হঠাৎই সেটি বন্ধ হওয়ায় এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। স্থানীয় বাসিন্দা নয়ন দাস বলেন, 'খুব বড় করে অফিস হয়। বড় ব্যানারও লাগানো হয়েছিল। হঠাৎই সব উধাও।' ওই অ্যাপার্টমেন্টেরই এক ফ্ল্যাট মালিকের কাছ থেকে গুদামটি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই ফ্ল্যাট মালিক বলেন, 'দু'মাসের জন্য ওরা ৩৬ হাজার টাকা ভাড়ায় গুদামটি নিয়েছিল। বলেছিল, দু'মাস পর চুক্তি করবে। দু'মাস পেরোনোর পর এ মাসের শেষ দিকে জানায় ভাড়া ছেড়ে দিচ্ছে। ওরা চলে যাওয়ার পর পুলিশ এল। সব শুনে আমি বিস্ময়ে হতবাক।'

কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত কলকাতার দুই

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ফেসবুকের চাকরি বিজ্ঞাপন দেখে শালবাড়ির এক তরুণী গত মাসের শেষের দিকে ওই অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করেন। অভিযুক্তরা তাঁর ইন্টারভিউ নেয়। এরপর তাঁর কাছে সাড়ে তিন হাজার টাকা চাওয়া হয়। তিনি টাকা দিতেই তাঁর হাতে জয়েনিং লেটার চলে আসে। এরপর থেকেই মোটা সুদের লোভ দেখিয়ে প্রথমে ২০ হাজার, তারপর ৫০ হাজার ও সর্বশেষ ১০ হাজার টাকা নেওয়া হয় বলে তাঁর অভিযোগ। ওই তরুণীর অভিযোগ, ২৭ মার্চ সুদ সহ যাবতীয় টাকা ফেরানোর কথা দিয়েছিল। সেদিন অফিসে গিয়ে তিনি দেখেন তালাবন্ধ। দুই অভিযুক্তও ফোন ধরছে না। এরপর গুদাম ভাড়া দেওয়া ফ্ল্যাট মালিকের মুখে ওই তরুণী শোনেন, আগের রাতেই চাবি ফিরিয়ে দিয়ে তারা চলে গিয়েছে। ওই তরুণী জানান, তিনি এই ঘটনায় মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। পুলিশ জানায় তারা আরও অনেকের সঙ্গে এমন প্রতারণা করেছে। তাহলে কি শিলিগুড়ি শহরে ফের সক্রিয় হয়েছে প্রতারণা চক্র? এখন এ প্রশ্নই ঘুরছে শহরের অলিতে-গলিতে।

সন্ধ্যার পর রোজ গলিতে মদ্যপান

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : সন্ধ্যার পর থেকে গলিতে বসে নেশার আসর। প্রকাশ্যেই চলে মদ্যপান। মাঝেমধ্যে পরিস্থিতি এমন হয় যে, সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বেরোনো একপ্রকার মুশকিল হয়ে দাঁড়ায় স্থানীয়দের কাছে। নিত্যদিনের এই ছবি শিলিগুড়ি পুরনিগমের সংহতি মোড় সংলগ্ন রাজা রামমোহন রায় রোড ও দুধ মোড়ের সংযোগকারী গলির। এই গলিটি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৮ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডকে যুক্ত করেছে। ১৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'আমার কাছে অভিযোগ এলে কিংবা আমার নজরে পড়লে অবশ্যই কড়া ব্যবস্থা নেব। পুলিশ প্রশাসনকেও বলব, এই ব্যাপারটা দেখার জন্য। কাউকে রেয়াত করা হবে না।'

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিষয়টা নিয়ে একাধিকবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ওই দুই ওয়ার্ড কমিটি থেকে পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। এমনকি, নেশার পাশাপাশি অসামাজিক কার্যকলাপ চলারও অভিযোগ জানিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

কী অভিযোগ
- সংহতি মোড় ও দুধ মোড়ের সংযোগকারী গলিতে প্রত্যেকদিন বসে মদের আসর
- স্থানীয় ওয়ার্ড কমিটির তরফে একাধিকবার পুলিশকে জানানো হয়েছে
- অভিযোগ, তারপরও পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকায়

দুটো ওয়ার্ডের পাশাপাশি রাস্তার কিছুটা অংশ শিলিগুড়ি থানা, কিছুটা আবার আশিঘর ফাঁড়ির আওতায় রয়েছে। এই সুবিধাও নিচ্ছে নেশার আসরের ওই তরুণরা।

প্রায়ই ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন অনির্বাণ দাস। তিনি বলছিলেন, 'সন্ধ্যার পর থেকে গলির এই জায়গায় প্রকাশ্যে মদের আসর বসে। নেশার আসর জমাতে অনেকে গাড়িও ঢুকিয়ে দেয়। নেশাগ্রস্তদের সঙ্গে কেউ বিবাদে জড়াতে চায় না। ফলে ইচ্ছা থাকলেও প্রতিবাদ করা হয়ে ওঠে না। সমস্যা এড়াতে অনেকসময় ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়।' এই অবস্থায় ওই গলিতে অবস্থিত বাড়িগুলির বাসিন্দাদের চিন্তার কারণ আরও বেশি। ওই গলির এক বাসিন্দা বলেন, 'রাতে মেয়ে বাড়িতে একা ফেরে। রাত যত গভীর হয়, গলির রাস্তাটার যা পরিস্থিতি হয়, সত্যি কথা বলতে বলে বোঝানোর উপায় নেই। মেয়ে ঘরে না ঢোকা পর্যন্ত ঘুমাতে পারি না।' এই পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হোক, চাইছেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের কথায়, প্রশাসন অবিলম্বে এ ব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা নিক। যাতে কোনও সাধারণ মানুষকে ঘুরপথে বাড়ি না ফিরতে হয়।

রেললাইনের উপর দিয়ে ঝুঁকির পারাপার মাটিগাড়ায়। –সংবাদচিত্র

মাটিগাড়ায় রেল ক্রসিংয়ে মৃত্যুফাঁদ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : রেল ক্রসিং যেন মৃত্যুফাঁদ! মাটিগাড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশ্বাস কলোনির সামনের রেল ক্রসিং ঘিরে এলাকাবাসীর মনে এখন এমনই আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। এটি সাধারণ মানুষের মাথাব্যথারও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ক্রসিং পেরিয়েই যেতে হয় খাপরাইল মোড়, মাটিগাড়া বাজার সহ একাধিক জায়গায়। এই ক্রসিংয়ে থাকা পেভার্স ব্লকগুলি এখন ভেঙে গিয়ে নিত্যদিন সমস্যা তৈরি করছে। যার শিকার হচ্ছেন নিত্যযাত্রী সহ পথচারীরা। ভাঙা এই পেভার্স ব্লকগুলিতে কখনও টোটোর চাকা আটকে যাচ্ছে, আবার কখনও আটকে যাচ্ছে বাইকও। ফলে, বাড়ছে একের পর এক দুর্ঘটনা। মাঝেমধ্যেই তৈরি হচ্ছে যানজট। নাকাল হতে হচ্ছে সবাইকে। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান চাইছেন এলাকাবাসী। বিষয়টি রেলের অজানা নয়। তারাও এব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে বলে জানিয়েছে।

দৈনিক রেল ক্রসিংটিকে পার করে খাপরাইলে যান প্রদীপ সরকার। শুক্রবার এখানে এসেই তীব্র যানজটে আটকে পড়লেন তিনি। এদিন চড়া মেজাজে বলেন, 'গুরুত্বপূর্ণ এই ক্রসিংটির খুব দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন। প্রতিদিন যাতায়াতের সময় এখানে এসে যানজটে আটকে পড়তে হয়।' এই রেল ক্রসিং পার করে একটু এগোলেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাটিগাড়া থানা। রাস্তার হাল এতটাই খারাপ যে এখানে নিত্যদিন দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। স্থানীয় বাসিন্দা রচনা দাস বলছিলেন, 'সামনে স্বাস্থ্যকেন্দ্র। কোনও বিপদ-আপদ ঘটলে তাড়াতাড়ি যাওয়ার কোনও উপায় নেই। কারণ, এই ক্রসিংয়ে প্রতিদিন এত যানজট হয় যে কহতব্য নয়। আর রাস্তাটি ভাঙা থাকায় একটু তাড়াহুড়ো করলেই বড় রকমের দুর্ঘটনার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে এই রেল ক্রসিংয়ে টোটো আটকে দুজন আহত হন। সেই সময় স্থানীয় বাসিন্দা অনেকেই জায়গাটির বেহাল দশা নিয়ে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেন। একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। টোটোচালক গৌতম বর্মন বলছিলেন, 'এই রেল ক্রসিংয়ের ওপর দিয়ে টোটো নিয়ে যাতায়াত খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু পেটের টানে যাওয়া-আসা করতে হয়। ক্রসিংটির দ্রুত সংস্কার জরুরি।'

রেলের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে বলেন, 'বিষয়টি সম্পর্কে রেল অবহিত। এব্যাপারে রেলের সংশ্লিষ্ট বিভাগে জানানো হয়েছে। তাড়াতাড়ি সমস্যাটি সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।' মাটিগাড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপালি ঘোষ দাসও দ্রুতই এখানকার পেভার্স ব্লকগুলির সংস্কারের দাবি জানান। তাঁর কথায়, 'পেভার্স ব্লকগুলির খুবই খারাপ পরিস্থিতি। যানজট তো হচ্ছেই। এর মধ্যে ট্রেন চলে এলে বড় বিপদ ঘটে যাবে। এর দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন।'

পেভার্সনামা
- রেল ক্রসিংয়ে পেভার্স ব্লক ভেঙে নিত্যদিন তৈরি হচ্ছে যানজট
- ভাঙা রাস্তায় একটু তাড়াহুড়ো করলেই বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা
- এপথে টোটো নিয়ে চলা বিপজ্জনক হলেও পেটের টানে যেতে হয়, দাবি চালকদের
- উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল দ্রুত সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হচ্ছে

ক্যামেরা ছিনতাইয়ের চেষ্টায় গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : রাতে কাজ করে ফেরার সময় পাকুড়তলা মোড়ের কাছে এক ফোটোগ্রাফারের কাছ থেকে ক্যামেরা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। এই অভিযোগে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম বাসুকিনাথ সাহা। সে ডাবগ্রামের সুকান্তনগরের বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে খবর, দেড় মাস আগে এক ফোটোগ্রাফার পাকুড়তলা মোড় দিয়ে যাওয়ার সময় দুই তরুণ তাঁকে রাস্তায় আটকে ক্যামেরা ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। ওই ফোটোগ্রাফার কোনওমতে পালিয়ে যান। পরে তিনি পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন। অবশেষে ওই দুই অভিযুক্ত তরুণের মধ্যে পুলিশ শুক্রবার রাতে স্বামীজি মোড় এলাকা থেকে বাসুকিনাথকে গ্রেপ্তার করে। শনিবার তাকে মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ অভিযুক্ত আরও একজনের খোঁজ করছে।

গরম পড়তেই ডাবের চাহিদা বাড়ছে। শিলিগুড়িতে শনিবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে নেশার ঠেক

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৩০ মার্চ : নামেই ইসলামপুর বাস টার্মিনাস। কিন্তু মেলে না কেনও নাগরিক সুবিধা। শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই টার্মিনাস সন্ধ্যায় ঢাকা পড়ে অন্ধকারে। রাত যত বাড়ে আঁধার তত গাঢ় হয়। সেই অন্ধকারে বসে নেশার আসর। টার্মিনাসে রয়েছে বেশ কিছু হাইমাস্ট লাইট। যাত্রীশেডেও রয়েছে আলোর ব্যবস্থা। কিন্তু সন্ধ্যার পর সেগুলি জ্বলে না।

এব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে স্থানীয় কাউন্সিলার মানিক দত্ত। সব শুনে তিনি দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

টার্মিনাসের ভিতরেই একপাশে বেসরকারি বাস পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। সেখানে রুমাল, শাড়ির আঁচল বা ওড়ানার খুঁটে নাক চাপা দিয়েও দুর্গন্ধ থেকে রেহাই মেলে না। ওখানে রাখা আছে একটি অস্থায়ী ভ্যাট। তার ভিতর-বাইরে দিনের পর দিন জমে আবর্জনার পাহাড়। টার্মিনাসের সীমানা প্রাচীরের গা ঘেঁষে রয়েছে নর্দমা। সেটি শেষ কবে পরিষ্কার হয়েছে পরিবহণকর্মীরা মনে করতে ব্যর্থ। এখন সেই সীমানা প্রাচীর ও নর্দমাটি হয়েছে খোলা আকাশের নীচে অস্থায়ী শৌচাগার। পাশের ভিআইপি রোড দিয়ে যাতায়াতও নরকযন্ত্রণার সমতুল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে এই দুই সমস্যায় দৈনিক নাকাল হচ্ছেন যাত্রী থেকে মানুষজন। এব্যাপারে পুরসভার কোনও হেলদোল নেই।

এখন রমজান মাস চলছে। সম্প্রতি রোজা শেষে টার্মিনাসের শেডের নীচে ইফতার পার্টির আয়োজন করেছিল রোজা কমিটি। সন্ধ্যার পর সেখানে আলো না থাকায় বিপাকে পড়েন রোজাদাররা। একদিকে ঘন অন্ধকার অন্যদিকে দুর্গন্ধে ইফতারে আসা মানুষজন চরম নাকাল হন। কমিটির সভাপতি মসরুর আলম বলেন, 'টার্মিনাস চত্বরে শেডের নীচে ইফতার পার্টি আয়োজনের বিষয়ে পুরসভাকে আগাম জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেদিন আগে থেকে সাফাই বা কিছুই করা হয়নি। দিনভর রোজা থাকার পর অন্ধকারে একহাতে মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে শতাধিক মানুষ সেদিন ইফতার করতে বাধ্য হন। শেডের নীচ ও আশপাশের পরিবেশ এতটাই নোংরা ছিল যে আমাদেরই তা পরিষ্কার করে ইফতার করতে হয়েছে। পুরসভাকে জানানোর পরও তাদের ব্যবস্থা না নেওয়ার বিষয়টি আশা করিনি।' টার্মিনাস লাগোয়া ওষুধ ব্যবসায়ী বিজয় দাস বলেন, 'টার্মিনাসের সমস্ত আলো প্রায়ই বন্ধ থাকে। তখনই শেডের নীচে নেশার আসর বসে। দুর্গন্ধের জন্য গোটা চত্বরে টেকা দায় হয়ে পড়ে।'

এপ্রসঙ্গে স্থানীয় কাউন্সিলার মানিক দত্ত বলেন, 'এনিয়ে কেউ কিছুই জানাননি। খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সমস্যার সমাধান করা হবে।'

বাস টার্মিনাস চত্বরে অস্থায়ী ভ্যাটের চারপাশে ছড়িয়ে আবর্জনা।

পড়াশোনা করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে

সিদ্ধার্থ বিশ্বাস

শেয়ার বাজারে লাভের সীমা অসীম। কিন্তু তার জন্য চাই যথেষ্ট পড়াশোনা। নিজেকে নিরন্তর পড়াশোনা ও গবেষণার দ্বারা উন্নত করতে পারলে এই লগ্নির মাধ্যম আপনাকে দু'হাত ভরে ফিরিয়ে দেবে।

সম্প্রতি ভারতীয় শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে। বিশেষত করোনা মহামারির সময় থেকেই শেয়ার বাজারে লগ্নির প্রবণতা এক লাফে অনেকটাই বেড়েছে। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ আগের থেকে অনেক সহজ হওয়ায় এবং একাধিক প্ল্যাটফর্ম নাগালে থাকায় সেই প্রবণতা বেড়েই চলেছে।

শেয়ার বাজারে তো শুধু লগ্নি করলে হবে না, এখান থেকে মুনাফাও করতে হবে। পরিসংখ্যান বলছে, প্রতিদিন যেমন অনেক নতুন ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে, তেমনই ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে শেয়ার বাজার থেকে নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছেন অনেকে। তাই শেয়ার বাজারে টিকে থাকতে হলে উপযুক্তভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে লগ্নিকারীদের। তার জন্য চাই পর্যাপ্ত গবেষণা। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের আগে সঠিক গবেষণা করা থাকলে তবেই মুনাফা করার সম্ভাবনা বাড়বে। এখন দেখে নেওয়া যাক কেন গবেষণা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শেয়ার বাজারের গতিপ্রকৃতি

শেয়ার বাজারের ওঠানামার নেপথ্যে একাধিক বিষয় থাকে। এর মধ্যে অন্যতম হল বিভিন্ন আর্থিক পরিসংখ্যান, বিভিন্ন সংস্থার পারফরমেন্স, সরকারের নীতি প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ, বিনিয়োগকারীদের আশা-আশঙ্কা ইত্যাদি। একজন নাবিকের কাছে যেমন তাঁর কম্পাস সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের কাছে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকাও একান্ত জরুরি। এই বিষয়গুলির প্রভাব সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে তবেই লগ্নির বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন লগ্নিকারীরা।

গুণগত মানের ভালো সংস্থা বাছাই

স্টক এক্সচেঞ্জে কয়েক হাজার সংস্থার শেয়ার নথিভুক্ত রয়েছে। সব সংস্থার মান এক নয়। কিছু সংস্থার শেয়ার ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার কিছু সংস্থার শেয়ারদর তলানিতে নেমে যায়। তাই মুনাফা করার একেবারে প্রাথমিক শর্তই হল সঠিক শেয়ার বাছাই করা। এর জন্যই প্রয়োজন সঠিক গবেষণার। কোনও সংস্থার অতীতের পারফরমেন্স, তার পণ্যের চাহিদা এবং ভবিষ্যতে ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা, আয়ব্যয়ের হিসাব, পরিচালন পর্ষদ সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে লগ্নিকারীদের।

প্রতারণার ফাঁদ এবং ভুয়ো প্রতিশ্রুতি এড়ানো

শুধু ভারতীয় শেয়ার বাজার নয়, বিশ্বের সব দেশের শেয়ার বাজারে অপারেটরদের দাপট দেখা যায়। একদল অর্থবান লগ্নিকারী অনেক সময় বিপুল পরিমাণ শেয়ার কেনাবেচার মাধ্যমে শেয়ারের দামে পরিবর্তন করে যা সাধারণ লগ্নিকারীদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে অনেক ব্রোকার বা তথাকথিত আর্থিক উপদেষ্টা সংস্থা বিপুল মুনাফার গ্যারান্টি দিয়ে লগ্নিকারীদের ফাঁদে ফেলে। শেয়ার বাজারে লগ্নির আগে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কোনও সংস্থা সম্পর্কে নিজের সঠিক গবেষণা থাকলে এই বিষয়গুলি আপনার সিদ্ধান্তে কোনও প্রভাব ফেলতে পারবে না।

লগ্নির পরিকল্পনা এবং কৌশল

প্রত্যেক লগ্নিকারীর ক্ষেত্রে লগ্নির পরিকল্পনা ও কৌশল ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। লগ্নিকারীর ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, আর্থিক লক্ষ্য এবং লগ্নির মেয়াদ- মূলত এই তিনটি বিষয়ের ওপরই নির্ভর করে লগ্নিকারীদের লগ্নির পরিকল্পনা। গবেষণাই আপনার লগ্নির পরিকল্পনা সফল করতে পারবে এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে।

পর্যালোচনা এবং উন্নতিকরণ

আধুনিক সময়ে যে কোনও তথ্য বা খবর খুব সহজেই হাতের মুঠোয় পেতে পারেন লগ্নিকারীরা। শেয়ার বাজার সম্পর্কিত নানা গবেষণা রিপোর্টও এখন সহজলভ্য হয়েছে। তাই নিয়মিত পর্যালোচনার পাশাপাশি নিজেদের নিয়মিত সমৃদ্ধ করতে হবে। এর ফলে নিজেদের আর্থিক লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়ার কাজটা লগ্নিকারীদের জন্য সহজ হবে।

গত কয়েক বছরের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বিশ্বের তাবড় তাবড় দেশের শেয়ার বাজারের তুলনায় অনেক বেশি রিটার্ন দিয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। শুধু তাই নয়, অন্য অনেক দেশ যখন নিজেদের জিডিপি বৃদ্ধির হার ধরে রাখতে হিমসিম খাচ্ছে, তখন ভারতের জিডিপি প্রত্যাশার থেকেও দ্রুতহারে বাড়ছে। যার ফলে চাঙ্গা হয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। সামনে লোকসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনের পর কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার গঠিত হলে আরও উঁচুতে উঠতে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজার। যা লগ্নিকারীদের সামনে অনন্ত সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে নিজস্ব গবেষণার অভ্যাস গড়ে তুলুন। যা আপনাকে আর্থিকভাবে স্বাধীন ও শক্তিশালী করবে।

(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : যে-কোনো বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের পূর্বে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা জরুরি। প্রয়োজনে আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে তারপর বিনিয়োগ করা উচিত।

আকর্ষণীয় রিটার্ন দিচ্ছে গোল্ড বন্ড

কৌশিক রায়

শুধু অলংকার নয়, আমজনতার কাছে এখন সোনায় লগ্নিও ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। সোনার কয়েন, বার বা গয়নার পাশাপাশি কাগুজে সোনাতেও লগ্নি করছেন লগ্নিকারীরা। কাগুজে সোনার মধ্যে ভারত সরকারের গোল্ড বন্ড এখন অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠেছে। ২০১৫-এ গোল্ড বন্ড প্রথম এসেছিল বাজারে। ধীরে ধীরে নিরাপদ লগ্নির পাশাপাশি লগ্নিকারীদের আকর্ষণীয় রিটার্নও দিচ্ছে গোল্ড বন্ড।

গোল্ড বন্ড কী?

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক একটি অর্থবর্ষে কয়েক দফায় এই গোল্ড বন্ড সাবস্ক্রিপশন চালু করে। এক্ষেত্রে পাকা সোনার পরিবর্তে সেই দামের ওপর একটি বন্ড কেনেন ক্রেতা। একটি নির্দিষ্ট ওজনের সোনার দামে যে বন্ড কেনেন ক্রেতারা, মেয়াদ শেষে তা বিক্রি করে রিটার্ন পান তাঁরা। গোল্ড বন্ড ভারত সরকারের স্টক হিসেবে ইস্যু

করা হয়। লগ্নিকারীদের এজন্য একটি হোল্ডিং সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। বন্ডগুলি ডিম্যাট আকারে রূপান্তর করা যায়।

কারা গোল্ড বন্ড কিনতে পারেন?

যে কোনও ভারতীয় নাগরিক, হিন্দু যৌথ পরিবার, পাবলিক বা প্রাইভেট ট্রাস্ট, চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন গোল্ড বন্ড কিনতে পারে।

কীভাবে গোল্ড বন্ড কিনবেন?

নির্দিষ্ট কয়েকটি স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক, পেমেন্টস ব্যাংক, স্টক হোল্ডিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, নির্দিষ্ট ডাকঘর এবং নির্দিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে গোল্ড বন্ড কেনা যায়।

মেয়াদ এবং সাবস্ক্রিপশন সীমা কী?

এই বন্ডের মেয়াদ ৮ বছর। তবে ৫ বছর মেয়াদ পূর্ণ হলে পরবর্তী সুদ প্রদানের দিন গোল্ড বন্ড বিক্রি করা যায়। ন্যূনতম এক গ্রাম সোনার বন্ড কিনতে হয়। কোনও অর্থবর্ষে একজন লগ্নিকারী সর্বোচ্চ ৪ কেজি সোনার বন্ড কিনতে পারেন। ট্রাস্ট বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা ২০ কেজি।

বন্ডের দাম নির্ধারণ কীভাবে হয়?

ইন্ডিয়া বুলিয়ান অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত ৯৯৯ বিশুদ্ধ সোনার শেষ তিন কর্ম দিবসের গড় দাম অনুসারে বন্ডের দাম নির্ধারণ করা হয়।

গোল্ড বন্ডে ছাড় পাওয়া যায়?

অনলাইনে গোল্ড বন্ড সাবস্ক্রিপশন করলে প্রতি গ্রামে ৫০ টাকা ছাড় পাওয়া যায়।

সুদের হার কী হয়?

বর্তমানে গোল্ড বন্ডের ক্ষেত্রে বার্ষিক ২.৫ শতাংশ করে সুদ দেওয়া হয়। প্রতি ছয় মাস অন্তর এই হার পেয়ে থাকেন লগ্নিকারীরা। বন্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর শেষ সুদ আসলের সঙ্গে যোগ করে ফেরত দেওয়া হয়।

গোল্ড বন্ডে কি কর ছাড় পাওয়া যায়?

না। গোল্ড বন্ডে প্রাপ্ত সুদ করযোগ্য। মেয়াদ শেষে গোল্ড বন্ড থেকে প্রাপ্ত রিটার্নের ওপর ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স ধার্য করা হয়।

গোল্ড বন্ডের অতীত

প্রতি অর্থবর্ষে কয়েক দফায় এই বন্ড আনে ভারত সরকার। সাধারণত ৪ দফায় এই বন্ড আনা হলেও ২০২১-'২২ অর্থবর্ষে ১০ দফায় বন্ড সাবস্ক্রিপশনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। চলতি অর্থবর্ষে চার দফায় বন্ড আনা হয়েছিল-

সিরিজ	মাস	প্রতি গ্রামের দাম (টাকা)
১	জুন-২০২৩	৫,৯২৬
২	সেপ্টেম্বর-২০২৩	৫,৯২৩
৩	ডিসেম্বর-২০২৩	৬,১৯৯
৪	ফেব্রুয়ারি ২০২৪	৬,২৬৩

(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

ছন্দে ফিরছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। চলতি সপ্তাহে মাত্র তিনদিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স ৭৩৬৫১.৩৫ এবং নিফটি ২২৩২৬.৯০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। বৃহস্পতিবার লেনদেন চলাকালীন দুই সূচক পৌঁছে গিয়েছিল ৭৪১৯০.৩১ এবং ২২৫১৬.০০ পয়েন্টে। সেই উত্থান অবশ্য ধরে রাখতে পারেনি সেনসেক্স ও নিফটি। মুনাফা ঘরে তোলার হিড়িকে শেষ এক ঘণ্টায় সেই অবস্থান থেকে অনেকটাই নীচে নেমে এসেছে দুই সূচক। আগামীদিনেও এই প্রবণতা বজায় থাকতে পারে।

চলতি অর্থবর্ষের শেষলগ্নে শেয়ার বাজারের এই ঘুরে দাঁড়ানোর নেপথ্যে যে কারণগুলি রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল আমেরিকায় ৩ দফায় সুদ কমানোর ইঙ্গিত, বিদেশি লগ্নিকারীদের ফের ভারতের শেয়ার বাজারে ফিরে আসা, আমেরিকা সহ বিশ্বের প্রথম সারির অর্থনীতির দেশগুলির চাঙ্গা শেয়ার বাজার, প্রাক নির্বাচনি র‍্যালি ইত্যাদি।

আমেরিকায় মূল্যবৃদ্ধির হার প্রত্যাশার থেকে বেশি হলেও সেই দেশের শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান ইঙ্গিত দিয়েছেন, চলতি বছরেই তিন দফায় মোট ০.৭৫ শতাংশ সুদের হার কমানো হতে পারে। এই ইঙ্গিতে সারা বিশ্বের শেয়ার বাজার চাঙ্গা হয়েছে। আমেরিকায় সুদের হার কমলে সেই পথ অনুসরণ করবে বিশ্বের অন্যান্য দেশও। আর সুদের হার কমানোর প্রক্রিয়া শুরু হলে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যেতে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজার। এপ্রিলের শুরুতে ঋণ নীতির বৈঠকে বসবে মনিটারি পলিসি কমিটি (এমপিসি)। এই বৈঠকে সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা না থাকলেও রিজার্ভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান শক্তিকান্ত দাস কী বার্তা দেন, তার ওপর অনেকটাই নির্ভর করবে শেয়ার বাজারের আগামীদিনের গতিপ্রকৃতি।

২০২৪-এর শুরু থেকেই লগ্নি সরানো শুরু করেছিল বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। তারা আবার ক্রেতার ভূমিকায় ফিরে এসেছে। মিড ক্যাপ এবং

স্মল ক্যাপ সংস্থার শেয়ারদর স্থিতিশীল হলে এবং ফান্ডে লগ্নি প্রবাহ অব্যাহত থাকলে দেশের আর্থিক সংস্থাগুলিও ফের ক্রেতার ভূমিকায় নামতে পারে। তাই প্রাক নির্বাচনি র‍্যালির চূড়ান্ত পর্যায় যে কোনওদিন শুরু হতে পারে। লগ্নিকারীদের সেই কথা মাথায় রেখেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে।

২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের প্রথম দিন থেকেই লগ্নিকারীদের পরিকল্পনামাফিক লগ্নি করতে হবে। এপ্রিল-মে এই দুই মাস শেয়ার বাজারে বড় ওঠানামা দেখা যেতে পারে। যা লগ্নিকারীদের মুনাফা করার সুবর্ণ সুযোগ করে দিতে পারে।

অন্যদিকে সোনার দাম ফের একটা গণ্ডির মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে। আগামীদিনে ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে এই মূল্যবান ধাতুর দাম। একই কথা প্রযোজ্য রুপোর ক্ষেত্রেও।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **কন্টেনার কর্প :** বর্তমান মূল্য-৮৮২.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০২৮/৫৫৫, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-৮৫০-৮৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৩৭৪৫, টার্গেট-১০৮০।
- **ইরকন ইন্ট :** বর্তমান মূল্য-২১৯.৬৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৮১/৫২, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-২০০-২১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২০৬৫৮, টার্গেট-৩২৫।
- **পিএফসি :** বর্তমান মূল্য-৩৯০.২৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৭৮/১১৬, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৩৭২-৩৮৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২৮৭৮৬, টার্গেট-৪৬০।
- **এইচসিএল টেক :** বর্তমান মূল্য-১৫৪৩.৫৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬৯৭/১০১৬, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১৪৭০-১৫১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪১৮৮৬৭, টার্গেট-১৭৫০।
- **গেল :** বর্তমান মূল্য-১৮১.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৯৬/১০২, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১৭০-১৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৯০৪২, টার্গেট-২২০।
- **আইডিএফসি :** বর্তমান মূল্য-১১০.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৩৭/৭৬, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১০৩-১০৮, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭৭১১, টার্গেট-১৫৬।
- **পিএনবি :** বর্তমান মূল্য-১২৪.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৩৩/৪৪, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১১৬-১২১, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩৬৯৭৭, টার্গেট-১৬০।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : উপরের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব মতামত। লগ্নির সিদ্ধান্ত বিনিয়োগকারীর ব্যক্তিগত বিষয় এবং বাজারগত ঝুঁকিসাপেক্ষ। অনুগ্রহ করে বিনিয়োগ করার আগে কোনও আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করুন। প্রকল্প সম্পর্কিত নথি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।

এই প্রথম দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আম্বানি-আদানির চুক্তি

সুবিশাল শক্তি নিয়ে লাফ নিফটি এবং সেনসেক্সের

বোধিসত্ত্ব খান

গত বৃহস্পতিবার যে শক্তি দেখাল নিফটি এবং সেনসেক্স, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, আপাতত ২২০০০ নিফটির জন্য সাপোর্ট হিসেবে কাজ করছে।

বৃহস্পতিবার নিফটির সর্বোচ্চ উচ্চতা ছিল ২২৫১৬ যা তার সর্বকালীন উচ্চতা থেকে মাত্র ১০.৬ পয়েন্ট কম। পরে অবশ্য ট্রেডাররা নিজেদের লাভ ঘরে তোলায় নিফটি বন্ধ হয় ২২৩২৬.৯০ পয়েন্টে। এবার বৃহস্পতিবার পর্যন্ত নিফটি বৃদ্ধি পেয়েছে ২.৭৪ শতাংশ। অন্যদিকে সেনসেক্স ওইদিন ৭৩,৬৫১.৩৫ পয়েন্টে বন্ধ হয়। সেনসেক্স ওইদিন সর্বোচ্চ উঠেছিল ৭৪১৯০.৩১ যা তার সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে মাত্র ৫৫ পয়েন্ট নীচে।

কেবল নিফটি বা সেনসেক্স নয় নিফটি রিয়েলটি ২০২৪-এ ১৪.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং গত এক বছরে ১৩২.৫২ শতাংশ। নিফটি পাবলিক সেক্টর ইউনিট বা পিএসইউ বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৯ শতাংশের কাছে। নিফটি অটো এই বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫.১৯ শতাংশ এবং গত এক বছরে ৭৪.৯৪ শতাংশ। এই বছরে নিফটি এনার্জি বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬.৫৯ শতাংশ এবং গত এক বছরে ৭৪.২৯ শতাংশ। নিফটি অয়েল অ্যান্ড গ্যাস গত এক বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০ শতাংশ, নিফটি ফার্মা ৫৮ শতাংশ, নিফটি মেটাল ৫০ শতাংশ। তবে যে ইনডাইসেসগুলি অন্যান্য ইনডাইসেসের তুলনায় তেমন ভালো করতে পারেনি তাদের মধ্যে রয়েছে নিফটি আইটি, নিফটি এফএমসিজি এবং নিফটি ব্যাংক। তবে বাজারের দুরন্ত দৌড়ের সাপেক্ষে এদের উত্থান ফিকে মনে হলেও স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি রিটার্ন দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার যে কোম্পানিগুলির শেয়ার ৫২ সপ্তাহের উচ্চতায় পৌঁছেছে তার মধ্যে রয়েছে গ্রাসিম ইন্ডাস্ট্রিজ, ইন্টারগ্লোবাল অ্যাভিয়েশন, লারসেন অ্যান্ড টুবরো, সান ফার্মা, আদানি পোর্টস ইত্যাদি। তবে বহু কোম্পানির শেয়ার কিন্তু ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর দেখেছে তার মধ্যে রয়েছে জি এন্টারটেইনমেন্ট, ডেলটা কর্প, অ্যালকাইল অ্যামাইনস, গ্লোবাল স্পিরিট ইত্যাদি।

এমনিতেই কেমিক্যাল সেক্টর ২০২০-র মে মাসের পর বছর দুয়েক দারুণ র‍্যালি করেছিল। সেইসময় চিন থেকে কাঁচামাল আমদানি নিয়ে খুবই অসুবিধা হওয়ায় ভারত সরকার কেমিক্যাল সেক্টর যাতে ভারতেই কাঁচামাল তৈরি করতে পারে তার জন্য এই সেক্টরকে উৎসাহিত করার চেষ্টায় ছিল। তবে বিগত দুই বছরে গোটা বিশ্বে সাপ্লাই ডিমান্ডের থেকে বেশি হওয়ায় কেমিক্যাল সেক্টরে উৎসাহে বেশ খানিকটা ভাটা পড়ে। অ্যালকাইল অ্যামাইনস এই বছরে এখনও অবধি ৩২.৯৬ শতাংশ নীচে নেমেছে। গত এক বছরে কমেছে ১৫.৯৮ শতাংশ। যদিও গত পাঁচ বছরে এই কোম্পানি ৪৪৬.২৭ শতাংশ পজিটিভ রিটার্ন দিয়েছে। গ্লোবাল স্পিরিট এই বছরে পড়েছে ২৪.৫৫ শতাংশ। এক বছরে পড়েছে ১৪.৬৪ শতাংশ এবং পাঁচ বছরে পজিটিভ রিটার্ন দিয়েছে ৩৫৭.৩৩ শতাংশ। খেয়াল করলে দেখা যাচ্ছে, যে সেক্টরগুলি দারুণ পারফর্ম করেছে গত পাঁচ বছরে, তাদের অনেকগুলির মধ্যেই বিভিন্ন কোম্পানিতে সংশোধন এসেছে এবছর।

গত সপ্তাহে যে খবর মানুষকে অবাক করেছে তা হল আম্বানি এবং আদানির একসঙ্গে ব্যবসা শুরু করার উদ্যোগ। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, আদানি গ্রুপের কোম্পানি আদানি পাওয়ারের সাবসিডিয়ারি মহান এনারজেন লিমিটেডে ২৬ শতাংশ অংশীদারিত্ব কিনতে চলেছে। ২৭ মার্চ সেই মর্মে দুটি কোম্পানির মধ্যে চুক্তি হয়েছে। এই কোম্পানির মোট ৫ কোটি শেয়ার রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ কিনবে ১০ টাকা ফেস ভ্যালুতে। অর্থাৎ মোট ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং এই মহান এনারজেন লিমিটেড থেকে মোট ২০ বছর ধরে তারা পাওয়ার কিনবে। এই কোম্পানিটির ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্পে তারা বিনিয়োগ করছে এবং এটি ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট হিসেবে ব্যবহার করবে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ।

এর আগে কখনও আদানি ও আম্বানি একসঙ্গে ব্যবসা করার পরিকল্পনা করেনি। এবারই এটি তাদের প্রথম যৌথ উদ্যোগ। ফলে ভবিষ্যতে এই দুটি বিখ্যাত গ্রুপ অন্যান্য ব্যবসা যেমন গ্রিন এনার্জি বা রিনিউয়েবল এনার্জি ব্যবসাতে যদি যৌথ উদ্যোগের কথা ভাবে সেটা অবাক হওয়ার মতো নাও হতে পারে। এর আগে বিশ্বের দুই তাবড় প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাপেল ও স্যামসাংও কোলাবরেট করেছিল।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : ভারত ইলেকট্রনিক্স (বিইএল)

- **সেক্টর :** ডিফেন্স • **বর্তমান মূল্য :** ২০১ টাকা • **এক বছরের সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ :** ৮৯/২১৭
- **মার্কেট ক্যাপ :** ১,৪৭,২৯২ কোটি
- **পি/ই :** ৪১.২৯ • **বুক ভ্যালু :** ৫০.৪৯
- **এক বছরে রিটার্ন :** ১২৩.১৫ শতাংশ
- **পাঁচ বছরে রিটার্ন :** ৫৫৩.৮ শতাংশ
- **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে
- **টার্গেট :** ২৫০ টাকা।

একনজরে

- বিইএল ডিফেন্স ও এরোস্পেস ক্ষেত্রে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সংস্থা।
- সংস্থার ব্যবসা গত চার বছরে ১৩.৩ শতাংশ হারে লাগাতার বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ঋণের পরিমাণ খুবই কম। গত কয়েক

বছরে ঋণের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে কমছে। গত দুই বছরে কোনও ঋণ নেয়নি বিইএল।

- প্রায় ৪৪ শতাংশ ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।
- চলতি অর্থবর্ষের ডিসেম্বর কোয়ার্টারে সংস্থার নিট মুনাফা ৪০.২ শতাংশ বেড়ে ৮৫৯.৫৮ কোটি টাকা হয়েছে। বেড়েছে আয়ও।
- সংস্থার ৫১.১৪ শতাংশ শেয়ার রয়েছে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে। মিউচুয়াল ফান্ড (১৮.৩৩ শতাংশ) বিদেশি আর্থিক সংস্থা (১৭.৭৮ শতাংশ) বিমা সংস্থা (৩.৬৩ শতাংশ)-গুলিও লাগাতার নিজেদের অংশীদারিত্ব বাড়াচ্ছে।
- ডিফেন্স সেক্টরে ৩৫.৩৫ শতাংশ শেয়ার হল এই সংস্থার।
- টেকনিকালি বিইএলের শেয়ার এখন বুলিশ ট্রেন্ডে রয়েছে। যে কোনও ছোট মাপের সংশোধনে এই শেয়ার তাই কেনার জন্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।
- একটাই নেতিবাচক দিক হল এর ভ্যালুয়েশন। কারণ এর আরওই ২২.৪ হলেও এর প্রাইস টু বুক ভ্যালু রেশিও ৯.৯।
- আনন্দ রাঠি, আইসিআইসিআই সিকিউরিটিজ, শেয়ার মান সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পরামর্শ দিয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

উজ্জ্বল।। *(বাঁদিক থেকে) মিঠুন সরকার, প্রিয়াংশু নন্দী ও অমিত সাহা।*

সফল ত্রয়ী

উত্তরবঙ্গের স্বনামখ্যাত তবলাবাদক সুবীর অধিকারীর হাত ধরে উত্তরের ফাগুন হাওয়ায় বাজছে ত্রিতাল। তাঁর তিনজন শিষ্য অল ইন্ডিয়া মিউজিক কম্পিটিশন থেকে তুলে এনেছে সেরার শিরোপা। সম্প্রতি এই প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল কলকাতার চেতলায়। আর তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন এ রাজ্যের তো বটেই, ভিনরাজ্যেরও ১৫ থেকে ৬৫ বছরের তবলচিরা। বিচারকের আসনে ছিলেন তবলার কিংবদন্তি শিল্পী পণ্ডিত স্বপন চৌধুরী। প্রতিযোগিতা থেকে সেরা পাঁচজনকে বাছা হয়। এদের মধ্যে তিনজনই উত্তরবঙ্গের এবং সকলেই সুবীরবাবুর ছাত্র। প্রতিযোগিতায় সেরাদের মধ্যে সেরা হয়েছে শিলিগুড়ির প্রিয়াংশু নন্দী। আর শিলিগুড়িরই মিঠুন সরকার পঞ্চম স্থান অধিকার করে সেরা পাঁচে রয়েছে। প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়ে সেরা পাঁচে আছে গোঁসাইরহাটের শিক্ষার্থী অমিত সাহা। এই প্রতিযোগিতায় উত্তরবঙ্গ থেকে এই প্রথম এরকম তাক লাগানো পুরস্কার এল। কলকাতার অহীন্দ্র মঞ্চে পণ্ডিত স্বপন চৌধুরীর হাত থেকে পুরস্কার নিতে পেরে আপ্লুত প্রিয়াংশু।

– ছন্দা দে মাহাতো

মনোজ্ঞ কর্মসূচি

নেতাজি সুভাসচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী এবং বাগডোগরা জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন উপলক্ষ্যে কিছুদিন আগে জমজমাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। শামিল হয়েছিলেন শিশির ঘোষাল, শুভ্রাংশু করঞ্জাই, সমীর হালদার প্রমুখ। অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ১১০ জন অংশ নেয়। ছিল নিঃশুল্ক চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ত্রিবেণী কলা সংগমের নৃত্যশিল্পীরা নৃত্য পরিবেশ করে। গান গেয়ে শোনান পার্থপ্রতিম ধর, মুনমুন দেব, স্বস্তিকা বর্ধন। তবলায় ছিলেন বরুণ মজুমদার। আবৃত্তি করে শোনান বাচিকশিল্পী বন্দনা সাহা। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পৃথা গুহ মুন্সি। সায়রি হালদারের পরিচালনায় দুটি বিভাগে কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফলদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন মাম্পি ভৌমিক, সঞ্চালনা করেন স্বপন উপাধ্যায়।

–খোকন সাহা

প্রবন্ধ সংকলন

উত্তরবঙ্গ চর্চার জনকরূপে বন্দিত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠাতা অক্ষয়কুমার মৈত্রের ইংরেজি প্রবন্ধগুলির একটি মূল্যবান সংকলন প্রকাশিত হল। জলপাইগুড়ি শহরের মোহন্তপাড়া সরণির উত্তরা ভবনে। সংকলনটির মোড়ক উন্মোচন করেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মিউজিয়ামের পূর্বতন সেক্রেটারি এবং ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ সুপম বিশ্বাস, ডঃ দিগন্ত চক্রবর্তী, সুব্রত বাড়ৈ, অধ্যাপক দেবকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ।

– জ্যোতি সরকার

বুকে বাংলা

নানা কারণে একটা সময় নাগরাকাটায় বঙ্গ সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়ে। তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে বেশ কয়েকটি সংগঠন মাঠে নেমেছে। হইহই করে বঙ্গ সংস্কৃতির চর্চা চলছে। বাংলা আর বাঙালির মুখে হাসি।

লিখলেন **শুভজিৎ দত্ত**

একটা সময় ছিলেন অমলপ্রসাদ রায়, জগন্ময় ভট্টাচার্য, মিলনকুমার ভট্টাচার্য, অনিন্দ্য মজুমদার, দিলীপ চক্রবর্তী, বাদল দত্ত, রঞ্জন রায়, ধীরেন্দ্রনাথ দিগপতি, মীরা দিগপতি, জ্যোৎস্না বসু, অমর দত্ত, কমল চন্দ, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পুষ্প বসু, শীলা ঘোষদের মতো সংস্কৃতি অন্তপ্রাণ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাঁদের অনেকেই প্রয়াত হয়েছেন। কেউ আবার কর্মজীবন থেকে অবসরপ্রাপ্ত। মূলত নাগরাকাটা হাইস্কুল সহ এলাকার আরও একাধিক স্কুলের ওই সমস্ত দিকপাল মাস্টারমশাইদের তত্ত্বাবধানে হইহই করে পালিত হত রবীন্দ্র, নজরুল কিংবা সুকান্ত জয়ন্তী। ফি বছর নিয়ম করে বসত বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর। এক মাস ধরে চলত নাটকের রিহার্সাল। কখনও মঞ্চ বেঁধে। আবার কখনও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আজও ডালপালা বিছিয়ে রাখা নাগরাকাটা হাইস্কুলের সেই লিচু গাছের তলাই হয়ে উঠত সংস্কৃতির সূতিকাগার।

পরে সেই ব্যাটন তুলে নিয়েছিল অগ্রগামী সাংস্কৃতিক সংঘ, মিলনি ক্লাব ও পাঠাগার, নাগরাকাটা স্পোর্টিং ক্লাব। নয়ের দশকের গোড়া থেকে এ কাজে এগিয়ে আসে সুভাষ কালচারাল অ্যান্ড স্পোর্টিং ক্লাব ও অগ্রদূত সংঘ। এই কাহিনী দু'হাজারের ঘরে ঢোকা সেই সমস্ত বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এর পরের এক দশকজুড়ে শুধুই শূন্যতা। ডুয়ার্সের চা বলয়ের কোর এলাকা হিসেবে পরিচিত সেই নাগরাকাটায় এখন কিন্তু ফের শুরু হয়েছে বঙ্গ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার মরিয়া প্রয়াস। মোবাইলে বুঁদ নতুন প্রজন্মের মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনা প্রসারের লড়াইয়ে সৈনিক হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে নাগরাকাটা সাংস্কৃতিক মঞ্চ, ধূমকেতু আন্তর্জাতিক নজরুল অ্যাকাডেমির নাগরাকাটা শাখা, সৃজনী, প্রেরণার মতো কিছু সংস্থা। যার ফলশ্রুতিতে ফের তাই অনুরণিত হয় রবীন্দ্র সুর। মাইক্রোফোনে ভেসে আসে বিদ্রোহী কবির জয়ডঙ্কা। কালজয়ী হাজারো বাংলা গানের সঙ্গে কোমর দোলাতে দেখা যায় অজস্র কচিকাঁচাকে।

অমল, জগন্ময় বা ধীরেনবাবুদের তৈরি করা পথ মাঝে কিছু কারণে হয়তো পথিকহীন হয়ে পড়েছিল। তবে দিশা ও চেতনার সম্প্রসারণে তাঁদের কোনও ফাঁক ছিল না দেখেই এখন এই যুদ্ধের ময়দানে সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করেও সমান তালে এগিয়ে চলেছেন রাখাল মিত্র, পিনাকী সরকার, কেয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌসুমী ভট্টাচার্য, শ্যামশ্রী সরকার, বিনয় নাগ, বরুণ মজুমদার, প্রয়াত নিখিল ঘোষ, রতন সরকার, অসিতাভ বসু, দীপালি মিত্ররাই শুধু নয়। এগিয়ে এসেছে জেনারেশন ওয়াইও। ঋষভ দত্ত, শুভজিৎ মিত্র, সৌভিক চক্রবর্তীর মতো একদল পড়ুয়াও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে ক্লান্তিহীন।

নাগারাকাটা হাইস্কুলকে কেন্দ্র করে যদি সংস্কৃতি প্রসারের কাজ শুরু হয়ে থাকে তবে একটা সময় একাজে নিজেদের মতো করে দায়িত্ব পালন করেছে ভগতপুর, কূর্তি ও নাগরাকাটা চা বাগানের কর্মী সহ তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। এক্ষেত্রে অবধারিতভাবে উঠে আসে অনুশ্রী দত্ত, লক্ষ্মী সেনগুপ্ত, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃদুল মজুমদার, জয় গোপাল রুদ্র, নিপু ভৌমিকদের কথা। পুরোদস্তুর মহিলাদের নিয়ে পুরুষ চরিত্র নির্ভর নাটক 'মারিচ সংবাদ' তো সেসময় ঝড় তুলেছিল ডুয়ার্সের নানা স্থানে। ভগতপুর চা বাগানেরই সজল রুদ্র, শুভাশিস দত্ত, রাজীব গুহরায়, উজ্জ্বল বসু, গোপাল চক্রবর্তীদের জলপাইগুড়িতে গিয়ে নৃত্যনাট্য বাল্মীকি প্রতিভার পরিবেশন করে আসার সুখস্মৃতি আজও দ্যুতি ছড়ায় হিরের টুকরোর মতোই।

নয় নাটকে মজল প্রাণ

কিছুদিন আগে কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হল কম্পাস জাতীয় নাট্যোৎসব। উৎসবের প্রথম দিন প্রথমে মঞ্চস্থ হয় দমদম ব্রাত্যজন প্রযোজিত 'দেবদাস' নাটকটি। পরিবেশিত হয় নৈহাটি নাট্য সমন্বয় সমিতির 'ফেরারি ফৌজ'। নির্দেশনায় ছিলেন দেবাশিস রায়। দ্বিতীয় দিন মঞ্চস্থ হয় দুটি নাটক। প্রথমে অন্তর্মুখ, কলকাতার প্রযোজনা 'ভিতর বাহিরে'। তারপর কম্পাস প্রযোজিত 'ঘাতক@গড়িয়াহাট' নাটকটি। যার নির্দেশনায় ছিলেন দেবব্রত আচার্য। পরের দিন প্রথমে ত্রিপুরা থিয়েটার মঞ্চস্থ করে তাদের প্রযোজনা 'মতিজানের মেয়েরা'। এরপর মঞ্চস্থ হয় কম্পাসের প্রযোজনা 'খেলনা ভাঙার শব্দ'। নির্দেশনায় ছিলেন পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়। চতুর্থ দিন মঞ্চস্থ হয় মালদা থিয়েটার প্ল্যাটফর্ম এর প্রযোজনা 'বাকি ইতিহাস' এবং পঞ্চম দিন কল্যাণী নাট্যচর্চা কেন্দ্র মঞ্চস্থ করে তাদের প্রযোজনা 'ভোরের বারান্দা'। ষষ্ঠ দিনে প্রথমে ইউনিটি মালঞ্চ মঞ্চস্থ করে তাদের প্রযোজনা 'স্বপ্নের এক ফেরিওয়ালা'। এরপর খড়দা থিয়েটার প্ল্যাটফর্ম মঞ্চস্থ করে তাদের প্রযোজনা 'আলাদা'। সপ্তম দিন বালিগঞ্জ স্বপ্নসূচনা পরিবেশন করে তাদের নাটক ' তিন নম্বর চোখ'। উৎসবের শেষ দিন প্রথমে পরিবেশিত হয় ঠাকুরনগর প্রতিধ্বনি প্রযোজিত 'ফেলে আসা মেগাহার্টজ'। নির্দেশনায় ছিলেন ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। পরে মঞ্চস্থ হয় ঋত্বিক বহরমপুর প্রযোজনা 'আপনঘর' নাটকটি। চলতি বছর 'কম্পাস সম্মাননা' প্রদান করা হয় প্রখ্যাত নাট্য সংগঠক 'অন্য থিয়েটার'-এর নাট্যকর্মী দিলীপ দত্ত, কোচবিহারের প্রবীণ নাট্যকার তথা নাট্য নির্দেশক ও অভিনেতা দীপায়ন ভট্টাচার্য, প্রখ্যাত আলোক পরিকল্পক দীপঙ্কর দে এবং নাট্য প্রচার সমন্বয়কারী ও নাট্যকর্মী সত্যজিৎ রায়ের হাতে। বিগত বছরগুলির মতোই এ বছরও কোচবিহারের ১২টি স্কুলের বারোজন দুঃস্থ, মেধাবী পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হয় 'কম্পাস স্কলারশিপ'।

–দেবদর্শন চন্দ

টানটান।। *কম্পাস জাতীয় নাট্যোৎসবে পরিবেশিত 'ঘাতক@গড়িয়াহাট' নাটকের একটি দৃশ্য।*

ইঁদুর দৌড়ে শামিল মায়েরাও

আবেগঘন।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত 'ইঁদুর দৌড়' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

স্কুলে বাচ্চাদের পৌঁছে দিতে গিয়ে মায়েরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে যেভাবে প্রতিযোগিতা ও পরচর্চায় মেতে ওঠেন তা নিয়েই অমল রায়ের নাটক 'ইঁদুর দৌড়'। নয়টি মহিলা চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁরা সকলেই যে শিলিগুড়ির নক্ষত্র অভিনেত্রী এমন নয়। শিলিগুড়ি কল্লোল সাংস্কৃতিক সংস্থার এই প্রযোজনায় কয়েকজন তো প্রথম অভিনয় করলেন বলেও শোনা গেল। সাড়ে পাঁচ দশক থেকে শিলিগুড়িতে সাংস্কৃতিক চর্চার ধারা অব্যাহত রেখেছে কল্লোল সাংস্কৃতিক সংস্থা। সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সংস্থার নিবেদন ছিল দুটি নাটক। 'ইঁদুর দৌড়' ও 'নানা রঙের দিন'। দুটি নাটকেরই পরিচালনা করেছেন প্রণব হোড় রায়। 'ইঁদুর দৌড়'-এ অভিনেত্রীদের তালিকায় ছিলেন শিক্ষিকার চরিত্রে সুচেতা দে চট্টোপাধ্যায়, স্কুলের কর্মীর চরিত্রে মধুরিমা রায়চৌধুরী। পড়ুয়াদের সাতজন মায়ের চরিত্রে জোনাকি মৈত্র, মৌসুমি রায়চৌধুরী, গোপা সেনগুপ্ত, শিপ্রা পাল, জয়ন্তী দে, রুনা দে ও নিতু সাহা চৌধুরী। এদিনের অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কর্মকর্তা মণীশ বসু, বাসুদেব ঘোষ, রতন বণিক ও তুষার মিত্র। কল্লোলের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয় সোমা ভট্টাচার্য (অভিনেত্রী), সুশান্ত বসু (অভিনেতা), কল্লোল দে-কে (আবৃত্তিকার)।

একজন পেশাদার অভিনেতার জীবনকাহিনী নিয়ে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত এবং বহু অভিনীত নাটক 'নানা রঙের দিন'। নাটকের দুটি চরিত্র অভিনেতা রজনী এবং প্রম্পটার কালী নাথ। এই দুই চরিত্রে যথাক্রমে প্রণব হোড় রায় ও অভিজিৎ চন্দ অত্যন্ত সংবেদনশীল অভিনয় করে সকলের মন ছুঁয়ে গিয়েছেন। দুটি নাটকে নেপথ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন কুন্তল ঘোষ, সায়ন চট্টোপাধ্যায়, শক্তিপ্রসাদ আইচ, রমেন রায় ও শংকর চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি খুব ভালোভাবে সঞ্চালনা করেন অরুণিতা মুখোপাধ্যায়।

– ছন্দা দে মাহাতো

রং ছড়াল বসন্ত উৎসব

আক্ষরিক অর্থেই রংয়ের স্পর্শ। বাংলা গান উৎসব কমিটির ব্যবস্থাপনায় প্রথম বর্ষ বসন্ত উৎসব সম্প্রতি শিলিগুড়িতে আক্ষরিক অর্থেই রং ছড়াল। উদ্বোধনী বক্তব্যে উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তীর বক্তব্য উৎসবের সুর বেঁধে দেয়। উৎসব কমিটির সভাপতি মুকুল সেনগুপ্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে এই আয়োজনের উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশার কথা ব্যাখ্যা করেন। অতিথি হিসেবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার ডঃ তাপস চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ বিশ্বজিৎ দাস, ডাঃ সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীতমা কালী উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করেন। একক নৃত্যে প্রবুদ্ধা মিত্র, ব্রতীকা ভট্টাচার্য, সৃষ্টি দাস, স্বর্ণা সরকার, বনলতা দাস, সায়ন্তনী দত্ত'র 'নিত্য মহল ডান্স অ্যাকাডেমি' ও রুমকি দাশগুপ্তর 'সৃজনী ডান্স অ্যাকাডেমি'র লীনা চৌধুরী, তনুশ্রী দাস, সিঞ্জিতা পাল, কণিকা পাল, স্নেহা ভট্টাচার্য, তানিশা মিত্র, রাহি সাহা, মৌমিতা সাহা, সাথী কুমারী, তৃষাগ্নি ঘোষ, রুহি সাহা, সুহানা দে, ঋদ্ধিমা সরকার, নন্দিতা রায়, মৌলী চক্রবর্তী, দোয়েল সরকার, উপাঙ্খা চক্রবর্তী, আদৃতি চক্রবর্তী, অঙ্কিতা সাহা, নন্দিতা ঘোষ, সৃজিতা ঘোষ, সৃজিতা দত্ত, নিশিকা মণ্ডল, নিশিথা রায়, মাধবী বর্মন, সৌমিলি মাইতি, ঈশিকা পাল বসন্তের নানা ছটায় সবাইকে মুগ্ধ করেন। চন্দনা দাস ও অলোক চক্রবর্তীর একক সংগীত, ডাঃ সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবৃত্তি, বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী দম্পতি শতরূপা চক্রবর্তী ও অরুণজিৎ দত্ত'র পরিবেশিত শ্রুতিনাটক ছিল অসাধারণ। 'রঙে রঙে বসন্ত' শীর্ষক নৃত্যগীতি আলেখ্যে অংশগ্রহণ করেন স্বনামধন্য কণ্ঠশিল্পী আইভি দে, মিলি ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা বল, গার্গী চক্রবর্তী, তনিমা দত্ত, প্রিয়াঞ্জলি দে, হেমাশ্রী কংস বণিক, দিশিতা চক্রবর্তী, সানায়া বিশ্বাস, মোনালি পাল, মধুরিমা সূত্রধর, অনামিকা তালুকদার, চয়নিকা দাস, অঙ্কিতা পাল। তরুণ শিল্পীদের নিয়ে গঠিত ব্যান্ড 'মেটিওর বিট'-এর ঝংকার আলোড়ন তোলে। সঞ্চালনায় শতরূপা চক্রবর্তী দারুণ ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে আয়োজক কমিটির সম্পাদক মধুসূদন চক্রবর্তী সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

বইটই

মননে খনন

প্রকাশকদের কথায়, আমাদের বাংলা পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নসম্পদের আকরক্ষেত্র। পাঠক ইতিহাস জানতে চায়। আর তাই উত্তর প্রসঙ্গ পত্রিকার খনন পুরাতত্ত্ব-প্রত্নসম্পদ সংখ্যার অবতারণা। বিষয়বস্তু ছুঁয়ে গিয়েছে কর্ণসুবর্ণ মহানগরী ও রক্তমৃত্তিকা মহাবীর থেকে ডুলিভাসানিয়া, দেবলগড় থেকে কান্ডারণ, জগজ্জীবনপুর থেকে বাণগড়ের মতো অনেক জায়গাকেই। সংগ্রহশালা নিয়ে লেখাগুলি বেশ। পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যাই বিষয়ভিত্তিক হয়। খননকে কেন্দ্র করে এমন একটি সংখ্যা সম্পাদকমণ্ডলীর ভাবনাশীল মননের পরিচায়ক।

নজরে লোকায়ন

প্রকাশিত হয়েছে উত্তরবাংলার লোকায়ন ভাষা দিবস সংখ্যা ২০২৪/১৪৩০। ভাষাকে কেন্দ্র করে পত্রিকার এই সংখ্যা বেশ মনোগ্রাহী। কী কারণে ২১ ফেব্রুয়ারি পালন করা হয় তা নিয়ে দেবব্রত সরকারের লেখাটি মনকে ভাবনার অনেক উপাদান জোগায়। খুব ছোট্ট পরিসরে লেখা প্রদীপকুমার রায়ের 'বাঙলা ভাষা চর্চা' প্রশংসাযোগ্য। ডঃ কাঞ্চনকুমার দে'র লেখা 'ভাষা আগ্রাসন ও বাংলা ভাষা' বহু অজানা তথ্য জানায়। ভাষাকে কেন্দ্র করে লেখা ছ'টি কবিতা পড়তে বেশ। সম্পাদক রাধিকারঞ্জন দেবভূতি।

বিষয় মণিপুর

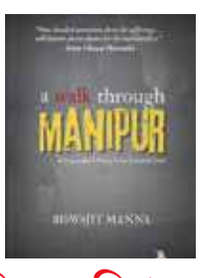

বিশ্বজিৎ মান্না একসময় উত্তরবঙ্গ সংবাদের বার্তা বিভাগের কর্মী। বর্তমানে পুরোদস্তুর ফ্রিল্যান্সার। তবে কাজের ফাঁকে নিজের মতো করে সাংবাদিকতাও চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি শিলিগুড়িতে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা নতুন বই, এ ওয়াক থ্রু মণিপুর : এ জার্নালিস্ট'স ডায়েরি ফ্রম গ্রাউন্ড জিরো। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে মণিপুর যখন জ্বলছে, সে সময় ঘটনাস্থলে গিয়ে নানা এলাকা ঘুরে সেই সমস্ত কিছুকেই বিশ্বজিৎ এই বইয়ে তুলে ধরেছেন। লেখকের কথায়, 'নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যা দেখেছি সেটাই লেখার চেষ্টা করেছি।'

উৎসবের আমেজ

কালিনী উৎসব সংখ্যার সূত্রে এখনও উৎসবের আমেজ জমজমাট। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় জমজমাট। ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ ও ডঃ সুমনা ঘোষের লেখা 'আমাদের দেশে আধুনিক সময়ের যুদ্ধ সাহিত্য' অনেক অজানা তথ্যের জোগান দেয়। ডঃ রাজর্ষি বিশ্বাসের লেখা 'কুচবিহারের জনজীবনের কথা (প্রথম পর্ব)'-ও তাই। ইসলামপুরের হাটবাজার নিয়ে ডঃ বাসুদেব রায়ের লেখাটি বেশ মনোগ্রাহী। একগুচ্ছ কবিতা মন ভরায়। নিশিকান্ত সিনহা সম্পাদিত পত্রিকার এটি ৪৩ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা।

শুধুই কবিতা

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক বর্ণমালার ১৪তম বছর দ্বিতীয় সংখ্যাটি শুধুই কবিতাকেন্দ্রিক। রণজিৎ দেবের লেখা দুটি কবিতা পড়তে বেশ। বেণু সরকার, অমর চক্রবর্তী, মিলি ভট্টাচার্য, নিখিলেশ রায়, কুহেলি দাশগুপ্ত প্রমুখের লেখা কবিতাগুলি যেন অনায়াসে একে-অপরকে ছাপিয়ে গিয়েছে। স্বল্প পরিসরে সবার নামোল্লেখ সম্ভব নয়। তবে যাঁদের নাম নেওয়া গেল না তাঁদের কবিতাগুলিও সমানভাবে মনে দাগ রেখে যায়। অভিজিৎ দাসের লেখা 'এ দশকে উত্তরের কবিতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্পাদক সমীর পাল।

সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনেও লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com-এ।

জানেন কি?

বিশ্বের মধ্যে নরওয়ের স্বালবার্ড এমন একটি জায়গা যেখানে আপনি স্বাধীনভাবে থাকতে এবং কাজ করতে পারেন। যে দেশ থেকেই আসুন না কেন, কোনও ভিসা লাগে না।

ইসলামপুরে অফিস সামলাচ্ছেন একমাত্র আধিকারিক

ব্লক প্রাণীসম্পদ দপ্তর 'ঠুঁটো জগন্নাথ'

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৩০ মার্চ : ইসলামপুর ব্লক প্রাণীসম্পদ দপ্তরকে কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখা হয়েছে। মাত্র একজন আধিকারিক দিয়েই দপ্তরটি চলছে। দপ্তরে ঝাঁটা দেওয়া থেকে তালা মারা এবং ক্যাশবুক তৈরি করা থেকে সরকারি প্রকল্প কার্যকর করতে ইসলামপুর ব্লক প্রাণীসম্পদ আধিকারিক ডাঃ লক্ষ্মণ সাঁতরার রীতিমতো নাভিশ্বাস উঠছে। কর্মীর অভাবে প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতি যে প্রভাবিত হচ্ছে তা তিনি অস্বীকার করেননি। লক্ষ্মণ বলেন, 'ওপরমহল সবই জানে। আশা করছি, কিছুটা হলেও সমস্যা দ্রুত মিটবে।'

পশুপালন নিয়ে একের পর এক সরকারি প্রকল্প সরকার ঘোষণা করলেও প্রচারের অভাবে সাধারণ প্রান্তিক মানুষ তা জানতেই পারছে না। বাংলাদেশ সীমান্তের মরাগতির বাসিন্দা বাতাসু সিংহ বলেন, 'গোরুর রোগ হলে অনেক কষ্টে লোক পাওয়া যায়। এতকিছু বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা সরকারি প্রকল্পে রয়েছে আমার জানা নেই।' পাকারগছের বিমল পালের বক্তব্য, 'বাবা-কাকারা যে কায়দায় পশুপালন করতেন, সেটাই করে আসছি। এতকিছু প্রকল্প জানা নেই। আর জানলেও এতদূর থেকে ইসলামপুর অফিসে যাওয়া খরচসাপেক্ষ।' বৈরবাড়ি আশ্রমের বাসিন্দা মলীন সিংহ বাড়ির দাওয়ায় বসে বললেন, 'এতকিছু খবর আমরা পাব কীভাবে! দপ্তরের কেউ এসে জানালে তো জানতে পারব।'

ইসলামপুর সমষ্টি প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তর।

কৃষি ছাড়াও গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম দিক পশুপালন। গোরু, হাঁস, মুরগি, শূকর, ছাগল পালনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দিশা দেখিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি লাভবান কীভাবে হওয়া যায় এই মর্মে প্রাণীসম্পদ দপ্তর কাজ করে। গোরুর টিকাকরণ, গোরুর দুধ দেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধির মতো প্রকল্প এই দপ্তরের কাছে রয়েছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে সেক্স সর্টেড সিমেন প্রকল্পও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ড্রিম প্রোজেক্টের একটি। এই প্রকল্পে কৃষকের বাড়ির গোরুকে সংকরায়ণ বা আপগ্রেডেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে যে বীজ দেওয়া হবে তাতে বকনা বাছুর হওয়ার গ্যারান্টি ৯৯ শতাংশ। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বকনা বাছুর গ্রাম্য এলাকার কৃষক পরিবারের অর্থনীতি শক্ত করে। এই প্রকল্পের তিনটি ধাপ রয়েছে। প্রথমবার বীজ দেওয়ার জন্য উপভোক্তাকে ২৫০ টাকা দিতে হবে। তাতে গোরু গাভিন হয়ে গেলে সমস্যা থাকছে না। কিন্তু বীজ দেওয়ার পরেও যদি গোরু গাভিন না হয় সেক্ষেত্রে আবার ২১ দিন পর ২৫০ টাকা দিয়ে ফের সেক্স সর্টেড সিমেন দেওয়া হবে। দ্বিতীয় দফাতেও যদি গোরু গাভিন না হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে সরকার ৫০০ টাকা ফিরিয়ে দেবে। দপ্তরের অন্যান্য ব্লকের কর্তারা বলছেন, এই প্রকল্পের সুবিধা যাঁরাই নিতে পেরেছেন রেকর্ড বলছে তাতে সফলতার হার ৯৯ শতাংশ।

পশুদের খাবারের জন্য মোটা টাকা প্রান্তিক মানুষকে খরচ করতে হয়। কিন্তু দপ্তরের মাধ্যমে নির্ধারিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে কম খরচায় পশু আহারের ফলে গোরুর দুধ দেওয়ার পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যায়। সমস্যা হল, এলাকার সাধারণ মানুষ যেমন এখনও এই বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেনি। তেমনি দপ্তরে কর্মী না থাকার কারণে প্রান্তিক স্তরের মানুষ এই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সমস্যা মেটানোর দাবি জোরালো হয়েছে।

ইডি'র হাতে ফের গ্রেপ্তার শাহজাহান

কলকাতা, ৩০ মার্চ : রাজ্য পুলিশ, সিবিআইয়ের পর এবার ইডির হাতে গ্রেপ্তার হলেন শেখ শাহজাহান। আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তে অসহযোগিতার জন্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির হাতে তৃতীয়বার গ্রেপ্তার হলেন তিনি। শনিবার বসিরহাট মহকুমা আদালত ইডিকে জেলে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেয়। দুপুরেই শাহজাহানকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে জেলে হাজির হন ইডি আধিকারিকরা। বিকালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সূত্রের খবর, আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার তদন্তে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি। কিন্তু তদন্তে সহযোগিতা করেননি শাহজাহান। র‍্যাশন দুর্নীতি ছাড়াও ভেড়ির মাছ আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায় দুর্নীতিতে জড়িত ছিলেন তিনি। তাঁর প্রচুর সম্পত্তির হদিস পাওয়া গিয়েছে। এই সম্পত্তির উৎস জানতে চেয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। তবে শাহজাহান কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। তাই এদিন ওই মামলাতেও তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। সিবিআই হেপাজতের পর বসিরহাট জেলেই ছিলেন তিনি। তবে এখনই তাঁকে ইডি হেপাজতে যেতে হচ্ছে না। আপাতত জেলেই থাকবেন। তাঁকে হেপাজতে নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করছেন ইডি আধিকারিকরা।

বামেদের সঙ্গে জোট নিয়ে কংগ্রেস কর্মীদের বিক্ষোভ

কলকাতা, ৩০ মার্চ : বামেদের 'উচ্ছিষ্ট' আসনে কেন প্রার্থী দেবে কংগ্রেস? দক্ষিণবঙ্গের তমলুকে কেন কংগ্রেসের কোনও প্রার্থী নেই? এই অভিযোগে শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে বিক্ষোভ দেখালেন তমলুকের দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর পদত্যাগের দাবি তোলেন তাঁরা। এমনকি বামেদের হাত ধরতে গিয়ে কংগ্রেসকে বেচে দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ তাঁদের। অধীরবাবুকে 'বিজেপির দালাল' বলে প্ল্যাকার্ডে কটাক্ষ করেন তাঁরা।

এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ৮টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। বামেদের সঙ্গে সমঝোতা করেই এই রাজ্যে চলতে চায় প্রদেশ কংগ্রেস। তবে জেলার কর্মী, সমর্থকদের মধ্যে এই নিয়েই যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ দানা বাঁধছে তা স্পষ্ট। প্রদেশ সভাপতি নিজের আসন সুনিশ্চিত করতে সিপিএমের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছেন বলে অভিযোগ কর্মী-সমর্থকদের। এদিন বিক্ষোভরত এক কংগ্রেস কর্মী বলেন, 'উত্তরবঙ্গে যেমন বাম-কংগ্রেস মুখোমুখি লড়াই

অধীরের পদত্যাগ দাবি

হচ্ছে, তেমন দক্ষিণবঙ্গেও এমনটা হোক আমরা চাই । পূর্ব মেদিনীপুর বিপ্লবের কেন্দ্র। অথচ তমলুক থেকেই প্রার্থী দিল না কংগ্রেস। ওখানে যে তিনজন প্রার্থী লড়ছেন তাঁরা কেউ ভূমিপুত্র নন। আমরা চাই কংগ্রেস ওখানে প্রার্থী দিক।' কোচবিহার আসনে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী হিসাবে লড়ছেন নীতীশচন্দ্র রায়। আবার ওই আসনে প্রিয়া রায়চৌধুরীকে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস। শুক্রবার ওই আসনটি নিয়ে চিন্তাভাবনার কথা বলেছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। এদিন মনোনয়ন প্রত্যাহারের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় ওই আসনে বাম-কংগ্রেসের মুখোমুখি লড়াই এড়ানো গেল না।

আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি নিয়ে সংশয়

পরিস্থিতি বুঝতে আসছেন অভিষেক

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩০ মার্চ : লোকসভা ভোটে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় দলের ভিতরের অবস্থায় এখনও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব। ১৯ এপ্রিল তিন জেলায় প্রথম দফার লোকসভা ভোট। তার আগে এই দুর্বলতা কাটাতে প্রচারের মাঝেও উত্তরবঙ্গের জেলা নেতাদের সঙ্গে ১ এপ্রিল শিলিগুড়িতে বৈঠকে বসছেন শাসকদলের 'সেকেন্ড-ইন-কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২ এপ্রিল কোচবিহারে জনসভা ও দলের নেতা, কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন অভিষেক। তার আগের দিন শিলিগুড়িতে নেমে দলের আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির জেলা নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। উত্তরবঙ্গে তাঁর এবারের প্রচার কর্মসূচিতে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে কোনও জনসভা থাকছে না। থাকছে দলের ওই দুই জেলা নেতাদের সঙ্গে অভিষেকের সরাসরি বৈঠক। যা উত্তরবঙ্গে প্রথম দফার ভোটের আগে রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ।

তৃণমূল সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গে দলের হারানো জমি ফিরে পেতে জেলায় জেলায় দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে প্রথম থেকে একাধিক পদক্ষেপ করেছেন দলের রাজ্য নেতৃত্ব। তাতেও যে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব একেবারে নির্মূল করা গিয়েছে তা মনে করছেন না শাসকদলের নেতৃত্ব। প্রথম দফা ভোটের আগে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে অভিষেক উত্তরবঙ্গের জেলা নেতাদের সঙ্গে ওই বৈঠকে বসছেন।

জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গে প্রথম দফা ভোটের আগে আগামী সপ্তাহের শুরু থেকেই এবার তেড়েফুঁড়ে নামছে শাসকদল তৃণমূল। দলের সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক দু'জনেই যাচ্ছেন উত্তরবঙ্গে। তাঁদের প্রচার কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে জনসভা, কর্মী বৈঠক ও প্রয়োজনে পদযাত্রাও। মাঝে দলের 'জনগর্জন সভা' করতে ময়নাগুড়িতে গিয়েছিলেন অভিষেক। এবার অভিষেক তাঁর নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার কিছুটা সামলে দলনেত্রীর নির্দেশে আবার উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন। দলের ভোট প্রচারের পাশাপাশি এখনও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকলে তা দূর করা তাঁর উদ্দেশ্য। গত লোকসভা ভোটে দলের ভিতরের এই দুর্বলতাই তৃণমূলকে উত্তরবঙ্গে অনেকখানি ডুবিয়েছে বলে দলীয় নেতৃত্বের একাংশের বিশ্বাস। এবারের ভোটে তৃণমূলনেত্রী ও অভিষেক এ ব্যাপারে আগাম সতর্ক। কিছু পদক্ষেপও করেছেন তাঁরা। তবু এ বিষয়ে আরও নিশ্চিন্ত হতে দলের ভোট প্রচারের মাঝেও উত্তরবঙ্গে দলের জেলা নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতে হচ্ছে তৃণমূলকে।

১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধের জেরে বিঘ্ন যোগাযোগে

সংকটে পাহাড়ের পর্যটন ব্যবসা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : পর্যটনের ভরা মরশুমে প্রায় সাতদিন ধরে বন্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। যার ফলে সিকিম ও কালিম্পংয়ের সঙ্গে শিলিগুড়ির সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে। পাশাপাশি এর প্রভাব পড়ছে পাহাড়ি পর্যটনে। যা নিয়ে ক্ষোভ দানা বাঁধছে। এমনকি আন্দোলনের চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন। যদিও জেলা প্রশাসনিক কর্তাদের বক্তব্য, লাগাতার ধস নামছে। আর এই কারণে রাস্তা চওড়া করতে পাহাড় কাটার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শনিবার থেকে ফের ৪৮ ঘণ্টার জন্য যান চলাচল বন্ধ করা হয়েছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। সোমবার সকাল ৬টা থেকে রাস্তাটি ফের চালু হওয়ার কথা। এই দু'দিন লিখুভিরে সংকীর্ণ রাস্তা চওড়া করার জন্য পাহাড় কাটবে পূর্ত দপ্তর। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে যেভাবে রাস্তাটি খুলছে এবং বন্ধ হচ্ছে, তাতে কেউই নিশ্চিত হতে পারছেন না যে সোমবারের পর যখন আবার খুলবে, তা কয়েকদিনের মধ্যেই ফের বন্ধ করে দেওয়া হবে কি না।

গতবছর অক্টোবর মাসে সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের পর জাতীয় সড়কটি দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। গত সপ্তাহে টানা কয়েকদিন বৃষ্টি হওয়ায় লিখুভির এবং রবিঝোরায় বিপর্যয় দেখা দেয়। ন্যাশনাল হাইওয়েটিকে মেরামত করবে, কেন্দ্রীয় সংস্থা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড নাকি রাজ্যের পূর্ত দপ্তর, তা নিয়েও জটিলতা রয়েছে। কিন্তু এখনই এব্যাপারে কেউ মাথা ঘামাতে চাইছেন না।

থমকে সিকিমগামী গাড়ির চাকা। শিলিগুড়ির এসএনটি স্ট্যান্ডে। শনিবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

বিপর্যয়ের পর প্রায় ছয় মাস কেটে গেলেও রাস্তাটি কেন চলাচলের যোগ্য করে তোলা হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। সিকিমের একটি ওষুধ কোম্পানির কর্মী বিপ্লব রায়চৌধুরী বলেন, 'কেন্দ্র বা রাজ্য, কে রাস্তার কাজ করবে, সেটা আমরা ভাবতে যাব কেন? একটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দিনের পর দিন বন্ধ থাকছে, এটা বর্তমান যুগে ভাবাই যায় না।'

এখন পর্যটনের ভরা মরশুম। জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকার বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। রাস্তাটি বন্ধ থাকায় যেমন আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে, তেমনই পর্যটকদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হচ্ছে তাঁদের। ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে বলে খরচ বাড়ছে। যেহেতু প্যাকেজ ট্যুরের মধ্যে দিয়ে অধিকাংশ পর্যটক বেড়াতে আসেন, তাই তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাড়তি টাকা দিতে চাইছেন না।

রাস্তাজট

- লিখুভিরে রাস্তা চওড়া করার জন্য পাহাড় কাটবে পূর্ত দপ্তর
- রাস্তা বন্ধ থাকায় ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে, বাড়ছে খরচ
- প্যাকেজ ট্যুরে আসা পর্যটকরা বাড়তি টাকা দিতে চাইছেন না
- সোমবার রাস্তা খোলা না হলে আন্দোলনে নামবে পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন

গ্যাংটকের পর্যটন ব্যবসায়ী লাকপা শেরপা বলেন, 'শুধু সম্পর্ক খারাপ হচ্ছে তাই নয়, এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে।' রাস্তাটি এমনভাবে দিনের পর দিন বন্ধ থাকায় আন্দোলন নিয়ে ভাবছে হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'শুধু পর্যটক বা আমাদের সমস্যা হচ্ছে, তা নয়। প্রচুর সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। সোমবারে রাস্তা খুলে দেওয়া না হলে সংগঠনের তরফে আন্দোলনে নামা হবে।' বন্ধ জাতীয় সড়ক তাঁদের রোজগারে থাবা বসিয়েছে বলে জানান তিস্তা-রঙ্গিত র‍্যাফটিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রমোদ ছেত্রী।

মনোনয়নপত্র জমা

কিশনগঞ্জ, ৩০ মার্চ : জেডিইউয়ের প্রাক্তন বিধায়ক তথা কিশনগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের এনডিএ প্রার্থী মাস্টার মুজাহিদ আলম শনিবার জেলা শাসক তুষার সিংলার দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা করেন। সেই সময় বিহারের রাজস্ব ও ভূমি উন্নয়নমন্ত্রী তথা বিজেপির এমএলসি ডাঃ দিলীপকুমার জয়সওয়াল সহ এনডিএ'র অন্যান্য নেতা-মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। এবার এনডিএ শরিকদল জেডিইউকে টিকিট দিয়েছে। এনডিএ'র পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এই আসনে তাঁদের প্রার্থী জয়ী হবেন। এদিন স্থানীয় লহরা চকে এনডিএ জোটের নির্বাচনি দপ্তরেরও উদ্বোধন করা হয়। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন সঞ্চালনার জন্যে জেলা নির্বাচন দপ্তর সবাঙ্গীণভাবে প্রস্তুত। আগামী ২৬ এপ্রিল এই কেন্দ্রে ভোট হবে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর।

সংঘর্ষে মৃত ১

কিশনগঞ্জ, ৩০ মার্চ : দুই গাড়ির সংঘর্ষে এক চালকের মৃত্যু হল। এক মহিলা সহ দুজন গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার বিহারের ফরবেশগঞ্জ-যোগবাণী মেইন রোডে এক বেসরকারি স্কুলের সামনে। দুর্ঘটনায় মৃতের নাম মহম্মদ সেকেন্দার (২২)। জখমরা ই-রিকশার যাত্রী আশাকর্মী নতুন দেবী ও মহম্মদ আফসার। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সবাইকে উদ্ধার করে ফরবেশগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠায়। পরে দুজনের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় পূর্ণিয়া মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। ঘটনার পর চার চাকার গাড়ি ফেলে চালক পালিয়ে যায়। গাড়ির ধাক্কায় ই-রিকশাটি রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে উলটে যায়। বাথনাহা থানায় এব্যাপারে অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে এসআই লক্ষ্মণ রাম জানান।

ঘোড়ার গাড়িতে বিদায় সংবর্ধনা হেডস্যরকে

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩০ মার্চ : কে বলে শিক্ষক-পড়ুয়ার চিরকালীন সেই মধুর সম্পর্ক আজ তিক্ত! শনিবার আলিপুরদুয়ার শহর সেই হারিয়ে যেতে বসা মিষ্টিমধুর সম্পর্ককে নতুনভাবে খুঁজে পেল। কর্মজীবনের শেষদিন ঘোড়ার গাড়িতে করে বাড়ি ফিরবেন বলে ম্যাক উইলিয়াম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুধাংশু বিশ্বাস কোনও একদিন তাঁর পড়ুয়াদের বলেছিলেন। কিন্তু সেই ইচ্ছে যে কোনওদিন পূর্ণ হবে তা ভাবতেও পারেননি।

শনিবার সবার প্রিয় হেডস্যরের কাজের শেষদিন ছিল। শারীরিকভাবে তিনি অনেকদিন ধরেই সমস্যায়। হাঁটাচলায় কষ্ট। প্রিয় পড়ুয়ারা যখন তাঁকে হাত ধরে সযত্নে স্কুলের বাইরে বের করে নিয়ে আসছে, অবাক করা কী তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে তা তিনি ভাবতেও পারেননি।

ঘোড়ার গাড়িটিকে দেখে তিনি একেবারে হতবাক। চোখে জল। পড়ুয়ারাই তাঁকে সযত্নে গাড়িতে তুলে দেয়। তারপর সেই গাড়ি সহ ব্যান্ড সহযোগে শোভাযাত্রা কোর্ট মোড় হয়ে ফের স্কুলের সামনে এসে গোটা কর্মসূচির সমাপ্তি। দেখে দিলীপ সরকারের মতো বাসিন্দারা বললেন, 'নাহঃ, ভালো অনেক কিছুই আজও শেষ হয়ে যায়নি।' পড়ুয়াদের কীর্তি দেখে স্বপ্না সাহার মতো অভিভাবকরা আশ্বস্ত।

স্কুলের পড়ুয়া শুভম চৌধুরী বলল, 'স্কুলের উন্নতির পাশাপাশি মাস্টারমশাইয়ের আমাদের প্রতিও সমান নজর ছিল। আমাদের যে কারও প্রয়োজনে তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন।' আর এই সূত্রেই রাজকীয় এক বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন। স্কুলের মাস্টারমশাইদের কাছ থেকে চাঁদা তোলা তো ছিলই, পাশাপাশি ছিল নিজেদের হাতখরচার টাকা একত্র করাও। শিক্ষক অজয় মণ্ডল বললেন, 'আমি যখন পড়ুয়া ছিলাম সুধাংশুবাবু আমার শিক্ষক ছিলেন। চাকরি করার সময় তিনি আমার সিনিয়ার। আজ একটা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় শেষ হল।'

সবকিছু ভালোয় ভালোয় শেষ হওয়ার পরও সদ্য প্রাক্তন হওয়া মাস্টারমশাই যেন বিশ্বাসই করে উঠতে পারছিলেন না, 'পড়ুয়ারা বাইরে নিয়ে গিয়ে যখন বলল, আমার জন্য ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে তখন রীতিমতো অবাক হয়ে যাই। তবে ওদের প্রস্তাব ফেলতে পারিনি। প্রধান শিক্ষক হিসেবে এই স্কুলকে সবার সেরা করার চেষ্টা করেছিলাম। আশা করছি, আমার অনুপস্থিতিতেও এই চেষ্টা জারি থাকবে।'

কর্মজীবনের শেষদিনে প্রধান শিক্ষকের ইচ্ছেপূরণ পড়ুয়াদের। শনিবার। ছবি ঃ আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

সেতুর নীচে আবর্জনায় আগুন

ফালাকাটা, ৩০ মার্চ : ফালাকাটা শহরের সাপটানা নদীর সেতুর নীচে আবর্জনা ফেলার অভ্যাস দীর্ঘদিনের। জমে থাকা সেই আবর্জনার স্তূপে শনিবার সন্ধ্যায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটল। ঠিক কখন সেই আগুন লেগেছে তা জানা যায়নি। তবে, এদিন সন্ধ্যা ৭টার দিকে সেতুর নীচে আবর্জনায় এই আগুন প্রথম লক্ষ করেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। তাঁরাই দমকলে খবর দেন। দ্রুত ফালাকাটা দমকলবাহিনীর একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে। প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টায় দমকলকর্মীরা সেতুর নীচে নেমে আগুন নেভানোর কাজ শেষ করেন।

এদিকে, সাপটানা নদীর সেতুর নীচে জমে থাকা আবর্জনায় কী করে আগুন লাগল তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। দমকলকর্মী ও স্থানীয়দের অনুমান, কেউ ধূমপান করে হয়তো আগুন নীচে ফেলেছিল। তার থেকেই সেখানে থাকা শুকনো আবর্জনায় আগুন ধরে যায়। ব্যস্ত সময়ে ব্রিজের নীচে আগুন লাগার ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ধোঁয়ায় ভরে যায় চারদিক।

ধ্বংসের মাঝে শিল্পীর সৃষ্টি। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের রাজধানী কিভে। -পিটিআই

জেলার খেলা

ভলিবলের ফাইনাল আজ

শিলিগুড়ি, ৩০ মার্চ : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ছয় দলীয় ভলিবল লিগের ফাইনাল রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। খেলবে জিটিএসসি ও নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব। শনিবার স্বস্তিকা যুবক সংঘ ২৫-২২, ১৯-২৫, ২৯-২৭ পয়েন্টে নবোদয় সংঘকে হারিয়েছে। জিটিএসসি ২৫-১৬, ২৫-২০ পয়েন্টে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। তরুণ তীর্থ ২৫-১৭, ২৫-১৮ পয়েন্টে স্বস্তিকাকে হারিয়েছে। জিটিএসসি ২৫-১৪, ২৫-১৬ পয়েন্টে ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে জয় পায়।

প্রচারে নেই নগেন, মাঠে নামছেন বংশী

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৩০ মার্চ : রাজবংশী ভোটের আশায় তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি, দু'পক্ষই গ্রেটার নেতাদের সঙ্গে রেখেছিলেন। কিন্তু কারও প্রচারেই নগেন রায় বা বংশীবদন বর্মনের মতো সেই নেতাদের দেখা যাচ্ছে না। গোটা বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। রবিবার থেকেই তৃণমূলের হয়ে প্রচার শুরু করবেন বলে অবশ্য বংশীবদন জানিয়েছেন। তবে স্টার ক্যাম্পেনার তথা রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায় বিজেপির প্রচার নিয়ে কিছু বলেননি। ফলে রাজবংশী ভোট নিয়ে কোচবিহারের রাজনীতিতে চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

কোচবিহারের ভোটগুলিতে রাজবংশী ভোট একটি বড় ফ্যাক্টর। এখানে প্রায় ৩২-৩৪ শতাংশ রাজবংশী ভোট রয়েছে। সেই ভোট যাদের ঝুলিতে থাকে তারাই সাধারণত ভোটে এগিয়ে থাকে। ফলে গ্রেটার নেতাদের কাছে রাখতে রাজনৈতিক দলগুলির কার্যত হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বর্তমানে রাজবংশীদের জিসিপিএ'র মূলত দুটি গোষ্ঠী শক্তিশালী। একটি নগেনের এবং অন্যটি বংশীবদনের গোষ্ঠী। নগেন বিজেপির হয়ে রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছেন। আবার বংশীবদন রাজ্যের রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান। নগেন প্রথমদিকে বিজেপির উপর ক্ষোভ প্রকাশ করলেও নিশীথ প্রামাণিক মনোনয়নপত্র পেশের সময় তাঁকে সঙ্গে রেখেছিলেন। নগেন যে বিজেপির সঙ্গেই রয়েছেন তারই বার্তা দিয়েছিলেন তাঁরা। আবার রাজবংশী ভোট নিজেদের দখলে রয়েছে, এই বার্তা দিয়ে তৃণমূল প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া মনোনয়নপত্র পেশের সময় বংশীবদন বর্মনকে পাশে রেখেছিলেন।

কিন্তু অবাক করা বিষয়, মনোনয়নপত্র পেশের পর নগেন বা বংশীবদন কাউকেই সেভাবে দলীয় প্রচারে দেখা যাচ্ছে না। এবিষয়ে বংশীবদন বলেছেন, 'আমরা রবিবার দিনহাটা-১ ব্লকে কর্মীসভার মাধ্যমে প্রচার করব। প্রথমেই ঘোষণা করেছিলাম আমরা তৃণমূলের সঙ্গেই রয়েছি।' জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেছেন, 'বংশীবদনবাবুরা আমাদের হয়ে পৃথকভাবে প্রচারের কর্মসূচি নিয়েছেন। সেখানে আমাদেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।' বিজেপির প্রচারে নগেনকে দেখা যাচ্ছে না কেন? এবিষয়ে নগেনকে ফোন করা হলে তিনি প্রশ্ন শোনার পর, 'ব্যস্ত আছি' বলে ফোন কেটে দেন। দলের জেলা সভাপতি সুকুমার রায়কে ফোন করা হলে তিনি দলীয় বৈঠকে ব্যস্ত থাকার জন্য মন্তব্য করতে রাজি হননি।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় পাশে ছিলেন সাংসদ নগেন রায়। প্রচারে অবশ্য তিনি আর পাশে নেই। শনিবার ঘোকসাডাঙ্গায়। -রাকেশ শা

দেশদুনিয়া

টুকরো খবর

আপ মন্ত্রীকে জেরা

ইন্ডিয়া যখন কেজরির গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে মহাসমাবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন আবগারি কাণ্ডে কেজরি মন্ত্রীসভার আরও এক সদস্য কৈলাস গেহলটকে শনিবার জেরা করল ইডি। এজেন্সি দপ্তরে টানা পাঁচঘণ্টা তাঁকে জেরা করা হয়। কেজরির গ্রেপ্তারির পরই কৈলাসকে দ্বিতীয়বার সমন পাঠায় কেন্দ্রীয় এজেন্সি। প্রথম সমনে তিনি সাড়া দেননি। আবগারি তদন্তের মধ্যেই দিল্লি জলবোর্ড মামলায় আদালতে প্রথম চার্জশিট দাখিল করল ইডি।

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে

২০২২ সালের ৯ মার্চ ভারতীয় বায়ুসেনার একটি ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র দিক ভুল করে উড়ে গিয়ে পড়েছিল পাকিস্তানের লাহোর থেকে প্রায় ২৭৫ কিমি দূরে মিয়া চান্নুর কাছে একটি কোল্ড স্টোরেজে। এতদিন পরে সেই দুর্ঘটনার কারণ জানাল ভারতীয় বায়ুসেনা। শনিবার বায়ুসেনার তরফে দিল্লি হাইকোর্টে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার সময় ভুলবশত 'ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা'য় ত্রুটির কথা বলা হয়েছে।

পদ্মে পুত্রবধূ

শনিবার বিজেপিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলের পুত্রবধূ অর্চনা পাটিল। তাঁকে দলে স্বাগত জানান বিজেপি নেতা তথা মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। বর্তমানে উদয়গিরির লাইফ কেয়ার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের চেয়ারপার্সন পদে থাকা অর্চনার দাবি, শ্বশুরবাড়ি কংগ্রেসি ঘরানার হলেও তিনি কখনও সক্রিয়ভাবে ওই দলে শামিল হননি।

পড়ুয়াকে আয়কর নোটিশ

৪৬ কোটি টাকার লেনদেন সংক্রান্ত আয়কর নোটিশ দেওয়া হল বছর পঁচিশের এক কলেজপড়ুয়াকে। মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের বাসিন্দা ওই পড়ুয়ার নাম প্রমোদকুমার ডান্ডোটিয়া। ২০২১ সালে তাঁর প্যান কার্ড ব্যবহার করে দিল্লি এবং মুম্বইয়ে একটি সংস্থা চালু করা হয়েছে এবং সেই সংস্থার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকেই ওই লেনদেন হয়েছে। নোটিশ পেয়ে পুলিশের কাছে যান।

দম্পতিকে হেনস্তা

ভিনধর্মে বিয়ে করা এক দম্পতিকে হেনস্তার অভিযোগে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে হায়দরাবাদ পুলিশ। হেনস্তার একটি ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। বেশ কয়েকজন মিলে দম্পতিকে ঘিরে তরুণের কোলে তাঁর শিশু। স্ত্রীর পরনে বোরখা। তরুণের কোল থেকে শিশুটিকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ভিডিওটি নজরে আসার পর পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা দায়ের করেছে।

নেট দুনিয়ায় ক্ষোভ

চলন্ত লাগেজ বেল্টে শুয়ে রিল বানাল তরুণী। সেই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে বিতর্কের ঝড় তুলেছে। বিমানবন্দরের মতো স্পর্শকাতর জায়গায় এই ধরনের কাজের সমালোচনা করেছেন নেটিজেনরা। তরুণীকে খুঁজে বার করে বড় অঙ্কের জরিমানা চাপানোর দাবি উঠেছে। সামাজিক মাধ্যমে নাম কুড়োনোর নেশায় ট্রেন, বাস, রাস্তা, মেট্রো, শপিংমলে অদ্ভুত কীর্তি করছেন অনেকে।

ভোটের আগে আজ ইন্ডিয়ার শক্তিপ্রদর্শন

একসঙ্গে লড়াই করব প্রত্যয়ী সুনীতা-কল্পনা

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ : ইন্ডিয়া জোটের দুই শরিক ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল গারদের আড়ালে চলে গিয়েছেন ঠিকই। লোকসভা ভোটে তাঁদের প্রচারে পাওয়ার আশা নেই বললেই চলে। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের অপূর্ণ লড়াইয়ের মন্ত্র এগিয়ে নিয়ে যেতে এবার কোমর বেঁধেছেন দুজনের স্ত্রী, সুনীতা কেজরিওয়াল এবং কল্পনা সোরেন। শনিবার দিল্লি এসে কেজরি-পত্নীর সঙ্গে দেখা করেন তাঁকে জড়িয়ে ধরেন হেমন্তের স্ত্রী। কল্পনা এর আগে মুম্বইয়ে রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সমাপ্তি সমাবেশে হাজির ছিলেন। অন্যদিকে কেজরির গ্রেপ্তারির পর থেকে দিল্লির রাজনীতিতে ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছেন সুনীতা। জল্পনা চলছে, আগামীদিনে কেজরির আসনে সুনীতাকেই বসানো হতে পারে।

রবিবার ইন্ডিয়া জোটের তরফে 'লোকতন্ত্র বাঁচাও র‍্যালি'র আয়োজন করা হয়েছে রামলীলা ময়দানে। লোকসভা ভোটের আগে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, হেমন্ত সোরেনের গ্রেপ্তারির ইস্যুকে সামনে রেখে রবিবারের মহাসমাবেশকে শক্তিপ্রদর্শনের মঞ্চে পরিণত করতে মরিয়া কংগ্রেস, আপ সহ ইন্ডিয়া জোট। মনে করা হচ্ছে, সুনীতা এবং কল্পনা দুজনেই রবিবারের মঞ্চে হাজির থাকবেন। তার আগে এদিন আপ এবং জেএমএম শীর্ষ নেতার ঘরনির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের বার্তা ইন্ডিয়ার পালে খানিকটা অক্সিজেন দিয়েছে। শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে দুজনের শুভেচ্ছা বিনিময়ের একটি ভিডিও শেয়ার করেছে আপ। দলের তরফে বলা হয়েছে, 'স্বেচ্ছাচারী সরকার অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং হেমন্ত সোরেনকে গ্রেপ্তার করলেও এই দুই মহিলা মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং নিজেদের রাজ্যের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই করছেন।' সুনীতাকে সমর্থন করে কল্পনা বলেন, 'আমার স্বামীকে গ্রেপ্তার করার পর অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোটা ঝাড়খণ্ড সুনীতা কেজরিওয়ালের সঙ্গে রয়েছে। আমরা একে অন্যের যন্ত্রণা বুঝি। তাই আমরা এই লড়াইকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

> আমার স্বামীকে গ্রেপ্তার করার পর অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোটা ঝাড়খণ্ড সুনীতা কেজরিওয়ালের সঙ্গে রয়েছে। আমরা একে অন্যের যন্ত্রণা বুঝি। তাই আমরা এই লড়াইকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
>
> **কল্পনা সোরেন**

অন্যদিকে এদিন এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে দিল্লির মন্ত্রী অতিশী বলেন, 'দেশের গণতন্ত্রকে হত্যার জন্য অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি হল সর্বশেষ আঘাত। আগামীকাল এর বিরুদ্ধে একসুরে সরব হবে সমস্ত বিরোধী শিবির। ইন্ডিয়া জোট এক রয়েছে।' কেজরির গ্রেপ্তারির ঘটনায় কংগ্রেসের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তকেও স্বাগত জানিয়েছেন আপ নেত্রী। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'রবিবার যে সমাবেশের আয়োজন হয়েছে সেটি কোনও একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ডাকা হয়নি। এটি কোনও একটি দলের র‍্যালিও নয়। ইন্ডিয়া জোটের সমস্ত শরিক দল ওই সমাবেশে যোগ দেবে।' রবিবারের মহাসমাবেশে রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে, শারদ পাওয়ার, ফারুক আবদুল্লা, উদ্ধব ঠাকরে, অখিলেশ যাদব, তেজস্বী যাদবের পাশাপাশি তৃণমূলের ডেরেক ও'ব্রায়েনের যোগ দেওয়ার কথা। থাকবেন বাম শীর্ষ নেতারাও। বিজেপি অবশ্য ইন্ডিয়া জোটের সমাবেশকে পাত্তা দিতে নারাজ। দলের মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেন, 'এই র‍্যালিটি কীসের জন্য করা হচ্ছে? ভ্রষ্টাচার বাঁচাও আন্দোলন ছাড়া আর কিছুই নয় এটি।'

প্রথম দেখায় একে অপরকে আলিঙ্গন। শনিবার নয়াদিল্লিতে সুনীতা কেজরিওয়াল ও কল্পনা সোরেন।

বিজেপির ইস্তাহার কমিটিতে ব্রাত্য বাংলা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের মাথাব্যথা কম নয়। রাজ্যের ক্ষমতা দখল করে সোনার বাংলা তৈরির স্বপ্নেও বিভোর গেরুয়া শিবিরের নেতানেত্রীরা। অথচ লোকসভা ভোটের দিকে তাকিয়ে শনিবার বিজেপি যে নির্বাচনি ইস্তাহার কমিটি তৈরি করেছে তাতে ব্রাত্যই থেকে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা যে ২৭ সদস্যের নির্বাচনি ইস্তাহার কমিটি গঠন করেছেন তাতে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের পাশাপাশি তামিলনাডু, কেরলের মতো রাজ্যগুলি থেকেও সদস্য রয়েছেন। কিন্তু ১৮ জন সাংসদ এবং পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দল হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য থেকে কোনও প্রতিনিধি ওই কমিটিতে না থাকায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে বাংলার মানুষের কথা বিজেপির ইস্তাহারে কতটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পাবে। এমনিতেই বাংলাকে বঞ্চনা করার অভিযোগে বিজেপিকে লাগাতার আক্রমণ শানায় রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। এবার তাদের গুরুত্বপূর্ণ দলীয় কমিটিতেও বাংলা বাদ পড়ায় অস্বস্তিতে পদ্মশিবির।

বিজেপির প্রবীণ নেতা তথা কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংকে ইস্তাহার কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে। কনভেনর ও কো-

ঠাঁই হল না গড়করিরও

কনভেনর করা হয়েছে যথাক্রমে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং পীযূষ গোয়েলকে। অথচ দলের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বে তাতে ঠাঁই হয়নি নীতীন গড়করির। আরএসএসের কাছের লোক হওয়া সত্ত্বেও কেন গড়করিকে বাদ এই গুরুত্বপূর্ণ কমিটির বাইরে রাখা হল তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তবে বিজেপির অন্দরে একটি অংশের অভিমত হল, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে দলের ইস্তাহার কমিটিতে ২৭ জন সদস্যের নাম ঘোষণা করা হলেও আসলে ইস্তাহারের চূড়ান্ত খসড়ায় এঁদের ভূমিকা খুবই সামান্য থাকবে। কারণ অন্যান্য বারের মতো এবারেও খসড়া চূড়ান্ত করার কাজটি সম্পন্ন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা।

এদিকে প্রকাশিত হতে চলা ইস্তাহারের মাধ্যমে কেন্দ্রের শাসক শিবির যখন করোনা প্রতিরোধ অভিযানকে কেন্দ্র করে নিজেদের জয়ডঙ্কা বাজিয়ে মোদি সরকারের গুণগান করবে বলে স্থির করেছে ঠিক সেই সময়েই কংগ্রেস নিজেদের নির্বাচনি ইস্তাহারে তুলে ধরবে করোনা অতিমারির ভয়াল ভয়ংকর দিনের কথা। বিজেপির সঙ্গে টক্কর দেওয়ার উদ্দেশে ৫ এপ্রিল নিজেদের নির্বাচনি ইস্তাহার প্রকাশ করতে পারে কংগ্রেস। সেখানে এবার প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে 'ন্যায়' থিম, যেখানে তরুণ, নারী, কিষান, শ্রমিক এবং অংশীদারি ন্যায়ের মোট ২৫টি গ্যারান্টিকে।

আরও ১০০০০ বন্ড ছাড়তে চেয়েছিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ : ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনি বন্ড ব্যবস্থা বাতিল করার পক্ষে রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। সূত্রের খবর, সেই নির্দেশের কয়েকদিন আগেই নাকি আরও বন্ড ছাড়ার ব্যাপারে ছাড়পত্র জারি করেছিল কেন্দ্র। প্রতিটি বন্ডের দাম ১ কোটি টাকা করে ধার্য হয়েছিল। লোকসভা ভোটের আগে কেন্দ্রের তরফে আরও একদফা বন্ড জারির উদ্যোগ প্রকাশ্যে আসায় ফের রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক শুরু হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যদিও এই ব্যাপারে শনিবার পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনও বিবৃতি জারি করা হয়নি।

তবে সূত্রটির দাবি, সিকিউরিটি প্রিন্টিং অ্যান্ড মিন্টিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার (এসপিএমসিআইএল) মাধ্যমে ১ কোটি টাকা মূল্যের মোট ১০ হাজার বন্ড ছাপাতে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াকে অনুমতি দিয়েছিল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির ১০ হাজার কোটি টাকা অনুদান প্রাপ্তির সুযোগ ছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বন্ড ব্যবস্থা বাতিলের নির্দেশ দেওয়ার পর ছাপানোর প্রক্রিয়াটি বাতিল করা হয়। নির্দেশ জারির দিনকয়েক বাদে এসপিএমসিআইএলকে ছাপার কাজ বন্ধ রাখতে বলা হয় এসবিআইয়ের তরফে।

শীর্ষ আদালতের নির্দেশে এসবিআইয়ের দেওয়া বন্ড-তথ্য নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। সেই তথ্য বলছে, দাতারা হাজার হাজার কোটি টাকার বন্ড কিনে পছন্দের রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুদান দিয়েছে। যে অনুদানের বড় অংশ গিয়েছে বিজেপির ঝুলিতে। এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। আর কংগ্রেস বন্ড-অনুদান প্রাপ্তির নিরিখে ৩ নম্বরে রয়েছে।

টানা নোটিশের ফাঁসে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ : লোকসভা ভোটের মুখে আয়কর দপ্তরের জুজু পিছু ছাড়ছে না কংগ্রেসের। ১৮২৩.০৮ কোটি টাকার আয়কর নোটিশ পাঠানো নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই শুক্রবার রাতে আরও দুটি নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে দাবি করল কংগ্রেস। সব মিলিয়ে কংগ্রেসকে ২৫০০ কোটি টাকারও বেশি অঙ্কের আয়কর নোটিশ পাঠানো হতে পারে বলে সূত্রের খবর। লোকসভা ভোটের মুখে লাগাতার নোটিশের জবাবে কংগ্রেস রাস্তায় নেমেছে শনিবার। দিল্লি, লখনউ, চণ্ডীগড় সহ একাধিক স্থানে এদিন প্রতিবাদ, বিক্ষোভ দেখায় হাতশিবিরের কর্মী, সমর্থকরা।

শনিবার দলের প্রচারবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, 'কংগ্রেসকে নিশানা করা হচ্ছে। লাগাতার নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। শুক্রবার রাতে আমরা আরও দুটি নোটিশ পেয়েছি। গতকাল সাংবাদিক বৈঠক করার সময় চারটি নোটিশ পেয়েছি। আরও কতগুলি নোটিশ আসবে তা আমরা জানি না। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কর সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে।' শুধু কংগ্রেসকেই নয়, আয়কর দপ্তরের নোটিশ পাঠানো হয়েছে কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারকেও। তাঁর মন্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধী দলগুলিকে পঙ্গু করে দিতে চাইছেন। আমাকে গত রাতে আয়কর দপ্তর থেকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। বিষয়টি আগেই মিটমাট হয়ে গিয়েছে। আসলে পরাজয় টের পেয়ে কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোটকে ভয় পাচ্ছে বিজেপি।'

চরণ সিং, নরসিমহা রাও, কর্পূরী ঠাকুর ও স্বামীনাথনের আত্মীয়দের হাতে ভারতরত্ন তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার নয়াদিল্লিতে।

ভারতরত্ন নিতে এলেন না আদবানি

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ : মরনোত্তর ভারতরত্ন সম্মান দেওয়া হল দুই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিং ও নরসিমহা রাও, বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুর এবং সবুজ বিপ্লবের রূপকার কৃষিবিজ্ঞানী এমএস স্বামীনাথনকে। শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে প্রাপকদের প্রতিনিধিদের হাতে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান তুলে দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

তবে এদিনের অনুষ্ঠানে প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানিকেও এদিন ভারতরত্ন প্রদান করার কথা ছিল। কিন্তু অসুস্থতার জন্য তিনি অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি। রবিবার প্রবীণ নেতার বাসভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি মুর্মু ওই সম্মান তাঁর হাতে তুলে দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। একাধিক টুইটে তিনি বলেন, 'সমাজের দুর্বল শ্রেণির অধিকারের জন্য লড়াই করেছিলেন কর্পূরী ঠাকুর। অন্নদাতা কৃষকদের উন্নয়নে বড় ভূমিকা ছিল চরণ সিংয়ের। সবুজ বিপ্লব ঘটিয়ে ভারতকে খাদ্যে স্বনির্ভর করেছিলেন স্বামীনাথন। অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে ভারতকে আধুনিকতার পথে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিলেন নরসিমহা রাও।

'মেয়েদের রান্নাঘরেই মানায়'

নেতার মন্তব্যে ক্ষুব্ধ সাইনা

বেঙ্গালুরু, ৩০ মার্চ : 'ওঁরা শুধু রান্না করতেই পারেন। ওঁদের রান্নাঘরেই মানায় ভালো। উন্নয়নের কাজটা করি আমরা।'-বক্তা কর্ণাটকের প্রবীণ কংগ্রেস বিধায়ক শমনুর শিবশঙ্করাপ্পা। বিজেপি প্রার্থী গায়ত্রী সিদ্দেশ্বরাকে উদ্দেশ্যে এমন কং নেতার নারীবিদ্বেষী মন্তব্য অস্বস্তিতে ফেলল দলকে। মহিলাদের পক্ষে অসম্মানজনক কটূক্তি বলে বিজেপি দ্বারস্থ হয়েছে নির্বাচন কমিশনের। এদিকে কংগ্রেস নেতা সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে অলিম্পিক্স পদকজয়ী ব্যাডমিন্টন তারকা সাইনা নেহওয়ালকেও।

৯২ বছরের শিবশঙ্করাপ্পা দাবনগেরে দক্ষিণের পাঁচবারের বিধায়ক। গায়ত্রীর উদ্দেশে প্রবীণ নেতা বলেন, 'আপনারা সকলেই জানেন, উনি ভোটে জিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পদ্মফুল উপহার দিতে চান। ওঁরা তো দাবনগেরের সমস্যাগুলিই জানেন না। কংগ্রেস এই এলাকায় অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছে। ওঁরা তো কেবল রান্নাঘরে খুন্তি নাড়তেই পারেন। জনতার দরবারে এসে কথা বলার সামর্থ্য ওঁদের নেই। ওঁদের রান্নাঘরেই থাকা উচিত।'

নিজের এক্স হ্যান্ডেলে সাইনা লেখেন, 'শিবশঙ্করাপ্পা বলেছেন, মেয়েদের নাকি রান্নাঘরেই থাকা উচিত। তাহলে দেশের হয়ে অলিম্পিক পদক না জিতে আমার কী করা উচিত ছিল? এমন নারীবিদ্বেষী মন্তব্য অপ্রত্যাশিত। বিশেষ করে যে দল লড়কি হুঁ লড় সক্তি হুঁ স্লোগান দেয়। একদিকে নারী সংরক্ষণ বিল পাশ হবে। অন্যদিকে মহিলাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করবেন নেতারা, এ হয় না।'

> শিবশঙ্করাপ্পা বলেছেন, মেয়েদের নাকি রান্নাঘরেই থাকা উচিত। তাহলে দেশের হয়ে অলিম্পিক পদক না জিতে আমার কী করা উচিত ছিল? এমন নারীবিদ্বেষী মন্তব্য অপ্রত্যাশিত।
>
> **সাইনা নেহওয়াল**

শিবশঙ্করাপ্পার মন্তব্যের জবাবে গায়ত্রী বলেন, 'উনি এমনভাবে কথা বললেন, যাতে মনে হচ্ছে উনি চান মহিলারা শুধু রান্নাঘরেই থাকুন। আজকের মহিলারা কোন পেশার সঙ্গে যুক্ত নেই? মহিলারা পারেন না, এমন কী আছে? আমরা তো আকাশেও উড়ছি। মহিলারা কতটা এগিয়ে গিয়েছেন, এতদিনেও তিনি তা জানেন না। মহিলারা কতটা ভালোবেসে বাড়িতে স্বজনদের জন্য রান্না করেন, তা-ও ওঁর জানা নেই।'

সঙ্গীকে ভূত বলা নিষ্ঠুরতা নয়

পাটনা, ৩০ মার্চ : ঝাড়খণ্ডের বোকারোর বাসিন্দা নরেশকুমার গুপ্তার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বিহারের নওয়াদার এক মহিলার। বিয়ের কয়েকবছর বাদে নরেশ ও তাঁর বাবা সহদেব গুপ্তার বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগে মামলা করেছিলেন তিনি। নরেশের স্ত্রীর অভিযোগ, নিগ্রহের পাশাপাশি তাঁকে ভূত, পিশাচ বলে ডাকত স্বামী, শ্বশুর। ২০০৮-এ নালন্দা জেলা আদালত নরেশ ও সহদেবকে একবছরের সাজা দেয়। ইতিমধ্যে নরেশ ও তাঁর স্ত্রীর আইনি বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়। নালন্দা আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পাটনা হাইকোর্টের যান বাবা-ছেলে। সেই মামলার শুনানিতে হাইকোর্টের বিচারপতি বিবেক চৌধুরীর পর্যবেক্ষণ, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে টানাপোড়েন রয়েছে, সেখানে একে অন্যের প্রতি কটু শব্দ ব্যবহার বিরল নয়। আপত্তিকর হলেও এই ধরনের শব্দ প্রয়োগকে নিষ্ঠুরতা বলা যায় না।

রাশিয়ার জঙ্গলে আটকে রেখে সিগারেটের ছ্যাঁকা

নরক যন্ত্রণার গল্প শোনালেন হরিয়ানার তরুণ

চণ্ডীগড়, ৩০ মার্চ : জার্মানিতে কাজের টোপ দিয়ে দেশের বাইরে পাঠানো হয়েছিল মুকেশ নামে হরিয়ানার এক তরুণকে। শেষে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় রাশিয়ায়। প্রতারিত হওয়ার পর আর ভারতে ফেরার পথ ছিল না তাঁর। মুকেশের অভিযোগ, রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য তার ওপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয়।

প্রবাসে নিজের বীভৎস অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন মুকেশ। দেশে ফিরে তিনি বলেন, বিদেশে কাজ করার সাধ তাঁর বহুদিনের। সেই স্বপ্ন পূরণ করতে এক এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি। জার্মানিতে যাওয়ার কথা পাকা হয়। পারমিটের জন্য প্রয়োজনীয় টাকাও মুকেশ দিয়ে দেন সেই এজেন্টকে।

মুকেশের কথায়, 'বিমানে ওঠার সময়েও জানতাম না কোথায় পাঠানো হচ্ছে। প্রথমে ব্যাংকক, তারপর

রাশিয়ায় যাই। আপত্তি করলেও কেউ শোনেনি। বরং মারধর করা হয়েছে। তারপর 'ডাঙ্কি' পথে বেলারুশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আমাকে।'

লুকিয়ে রাশিয়া সীমান্ত পার হতে গিয়ে ধরা পড়েন মুকেশ। তাঁর কথায়, 'রুশ সেনা আমাকে এবং আমার মতো কয়েকজনকে ধরে একটা জঙ্গলে নিয়ে যায়। সেখানে কাটে ১৬ দিন। রোজ আমাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাত ওরা। মারধর থেকে শুরু করে সিগারেটের ছ্যাঁকা কিছুই বাদ যেত না। আমাদের বলা হয়েছিল, বাঁচতে হলে বাহিনীতে যোগ দিতে হবে। রাজি না হলে ১০ বছরের জেল। আমরা রাজি হইনি। আমাদের জেলে পাঠানো হয়। মামলা চলতে থাকে। শেষে আমাদের জামিন দিয়ে রাশিয়া থেকে নির্বাসিত করা হয়।'

দিনকয়েক আগে চাকরি প্রতারণার একটি চক্রকে ধরা হয়। জানা যায়, মোটা বেতনের চাকরির টোপ দিয়ে রাশিয়ায় নিয়ে গিয়ে তরুণদের ইউক্রেনে পাঠানো হয়েছিল। দুই ভারতীয়ের মৃত্যুর খবর ফাঁস হতেই শোরগোল পড়ে যায়।

গ্যাংস্টার মুখতারের শেষযাত্রায় জনসমুদ্র

গাজিপুর, ৩০ মার্চ : কারও চোখে খুনি-গ্যাংস্টার আবার কারও কাছে 'মসিহা'। হৃদরোগে প্রয়াত মুখতার আনসারির শেষকৃত্যে ভাবমূর্তির দ্বিতীয় তকমাটাই যেন প্রবলতর হয়ে উঠল। ৬০টির বেশি মামলায় অভিযুক্ত এবং বেশ কয়েকটিতে সাজাপ্রাপ্ত নেতার অন্তিম যাত্রায় যে জনজোয়ারের সাক্ষী হল গোটা উত্তরপ্রদেশ তা যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। লোকসভা ভোটের আগে মুখতারের মৃত্যু রাজ্যে ভোট সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। শনিবারের শেষকৃত্যে হাজির ছিলেন সমাজবাদী পার্টির একাধিক নেতা। প্রবীণ সপা নেতা অম্বিকা চৌধুরী বলেন, 'গরিবো কা মসিহাকে চির বিদায় জানাতে আমরা এসেছি।' কংগ্রেসের কয়েকজন স্থানীয় নেতাকেও সেখানে দেখা গিয়েছে বলে খবর।

শনিবার গাজিপুরের মহম্মদাবাদের কালিবাগ কবরস্থানে মা, বাবার কবরের পাশেই মুখতারকে কবরস্থ করা হয়। শেষযাত্রাকে কেন্দ্র করে অশান্তির আশঙ্কায় এদিন সকাল থেকে নিরাপত্তার চাদরে

মুখতার আনসারির শেষকৃত্যে... শনিবার গাজিপুরে।

মুড়ে ফেলা হয়েছিল গোটা গাজিপুর। কয়েকহাজার পুলিশকর্মীকে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে মোতায়েন করা হয়। ভিড় উপচে পড়লেও বড় কোনও অশান্তির খবর মেলেনি। শুক্রবার গভীর রাতে বান্দার রানি দুর্গাবতী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে দেহটি গ্রহণ করেন মুখতারের দাদা সিবগাতুল্লা আনসারি এবং তাঁর ছেলে তথা মহম্মদাবাদের সপা বিধায়ক মহেব। এরপর দেহ নিয়ে গাজিপুরের উদ্দেশে রওনা দেন তাঁরা। ২৬টি গাড়ির কনভয়ের মধ্যে ২৪টি গাড়িই ছিল পুলিশের। একটি অ্যাম্বুল্যান্সে রাখা ছিল মুখতারের দেহ। সেই গাড়িতে ছিলেন তাঁর দুই ছেলে উমর এবং আব্বাস। উত্তরপ্রদেশের মৌ বিধানসভার ৫ বারের বিধায়ক ছিলেন মুখতার। বর্তমানে ওই কেন্দ্রের বিধায়ক আব্বাস। কিন্তু একাধিক অভিযোগে জেলে রয়েছেন তিনি। আদালতের অনুমতি নিয়ে এদিন বাবার শেষকৃত্যে অংশ নিয়েছিলেন আব্বাস।

কয়েকশো কিলোমিটার পথ পার হয়ে মুখতারের শববাহী কনভয় যখন গাজিপুরে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে পৌঁছোয় ততক্ষণে ভোর হয়ে গিয়েছে। আগে থেকেই আনসারিদের বাড়ির চারপাশ জনারণ্যে পরিণত হয়েছিল। ভিড় সামলাতে হিমসিম খায় পুলিশ। পূর্ব উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার অনুগামী নেতাকে শেষ দেখা দেখতে জড়ো হয়েছিলেন। লখনউ, কানপুর থেকেও এসেছিলেন অনেকে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, কবরস্থানে শুধু পরিবারের সদস্যদের ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে। তা নিয়ে সাময়িক উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। মুখতারের নাম করে জিন্দাবাদ স্লোগান দিতে থাকেন অনেকে। ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করে জনতা। যদিও পুলিশের বাধায় সেটা সম্ভব হয়নি।

INDIAN PREMIER LEAGUE

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
আইপিএলের বাকি ক্রীড়াসূচি

আইপিএল ২০২৪

৩১ মার্চ গুজরাট টাইটান্স বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দুপুর ৩.৩০ মিনিট	৩১ মার্চ দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম চেন্নাই সুপার কিংস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	১ এপ্রিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম রাজস্থান রয়্যালস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	২ এপ্রিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	৩ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	৪ এপ্রিল গুজরাট টাইটান্স বনাম পাঞ্জাব কিংস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	৫ এপ্রিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম চেন্নাই সুপার কিংস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৬ এপ্রিল রাজস্থান রয়্যালস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	৭ এপ্রিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস দুপুর ৩.৩০ মিনিট	৭ এপ্রিল লখনউ সুপার জায়েন্টস বনাম গুজরাট টাইটান্স সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	৮ এপ্রিল চেন্নাই সুপার কিংস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	৯ এপ্রিল পাঞ্জাব কিংস বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	১০ এপ্রিল রাজস্থান রয়্যালস বনাম গুজরাট টাইটান্স সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	১১ এপ্রিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১২ এপ্রিল লখনউ সুপার জায়েন্টস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	১৩ এপ্রিল পাঞ্জাব কিংস বনাম রাজস্থান রয়্যালস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	১৪ এপ্রিল কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস দুপুর ৩.৩০ মিনিট	১৪ এপ্রিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	১৫ এপ্রিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	১৬ এপ্রিল গুজরাট টাইটান্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	১৭ এপ্রিল কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রাজস্থান রয়্যালস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১৮ এপ্রিল পাঞ্জাব কিংস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	১৯ এপ্রিল লখনউ সুপার জায়েন্টস বনাম চেন্নাই সুপার কিংস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	২১ এপ্রিল কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু দুপুর ৩.৩০ মিনিট	২১ এপ্রিল পাঞ্জাব কিংস বনাম গুজরাট টাইটান্স সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	২২ এপ্রিল রাজস্থান রয়্যালস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	২৩ এপ্রিল চেন্নাই সুপার কিংস বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	২৪ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম গুজরাট টাইটান্স সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

২৫ এপ্রিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	২৬ এপ্রিল কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম পাঞ্জাব কিংস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	২৭ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দুপুর ৩.৩০ মিনিট	২৭ এপ্রিল লখনউ সুপার জায়েন্টস বনাম রাজস্থান রয়্যালস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	২৮ এপ্রিল গুজরাট টাইটান্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু দুপুর ৩.৩০ মিনিট
২৮ এপ্রিল চেন্নাই সুপার কিংস বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	২৯ এপ্রিল কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	৩০ এপ্রিল লখনউ সুপার জায়েন্টস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	১ মে চেন্নাই সুপার কিংস বনাম পাঞ্জাব কিংস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	২ মে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম রাজস্থান রয়্যালস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৩ মে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	৪ মে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম গুজরাট টাইটান্স সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	৫ মে পাঞ্জাব কিংস বনাম চেন্নাই সুপার কিংস দুপুর ৩.৩০ মিনিট	৫ মে লখনউ সুপার জায়েন্টস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	৬ মে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
৭ মে দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম রাজস্থান রয়্যালস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	৮ মে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	৯ মে পাঞ্জাব কিংস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	১০ মে গুজরাট টাইটান্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	১১ মে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১২ মে চেন্নাই সুপার কিংস বনাম রাজস্থান রয়্যালস দুপুর ৩.৩০ মিনিট	১২ মে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	১৩ মে গুজরাট টাইটান্স বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	১৪ মে দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	১৫ মে রাজস্থান রয়্যালস বনাম পাঞ্জাব কিংস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
১৬ মে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম গুজরাট টাইটান্স সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	১৭ মে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	১৮ মে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম চেন্নাই সুপার কিংস সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	১৯ মে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম পাঞ্জাব কিংস দুপুর ৩.৩০ মিনিট	১৯ মে রাজস্থান রয়্যালস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

প্রথম কোয়ালিফায়ার
তারিখ : ২১ মে
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : আহমেদাবাদ

এলিমিনেটর
তারিখ : ২২ মে
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : আহমেদাবাদ

দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার
তারিখ : ২৪ মে
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : চেন্নাই

INDIAN PREMIER LEAGUE

ফাইনাল
তারিখ : ২৬ মে
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : চেন্নাই

খেলায় আজ

১৯৭৩ : অস্ট্রেলিয়ান টেনিস কিংবদন্তি মার্গারেট কোর্টের টানা ৫৭ ম্যাচ জয়ের ধারা থামালেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিলি জিন কিং। ইন্ডিয়ানাপোলিসে ডব্লিউটিএ ইভেন্টের সেমিফাইনালে বিলি ৬-৭, ৭-৬ ও ৬-৩ গেমে জয় পান।

সেরা অফবিট খবর

মাঝ ব্যাটে খেলেও

শ্রীলঙ্কার প্রথম ইনিংসের ৪৩.৫ ওভারে তাইজুল ইসলামের বল ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে ব্যাটের মাঝখান দিয়ে ডিফেন্স করেছিলেন কুশল মেন্ডিস। এরপরই সবাইকে চমকে দিয়ে ডিআরএস নেয় বাংলাদেশ। টিভি-তে রিপ্লে দেখেই তৃতীয় আম্পায়ার সেই আবেদন নাকচ করে দেন। আলট্রা এজ প্রযুক্তি ব্যবহারেরও প্রয়োজন পড়েনি। এরপরই সামাজিকমাধ্যমে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা নেশা করে মাঠে নেমেছিলেন বলে বিদ্রুপ শুরু হয়ে যায়।

ভাইরাল

বিরাট উপহার

শুক্রবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচের পর রিঙ্কু সিংয়ের হাতে নিজের ব্যাট তুলে দেন বিরাট কোহলি। উপহার পেয়ে উচ্ছ্বসিত রিঙ্কু জড়িয়ে ধরেন বিরাটকে।

ইনস্টা সেরা

সুখি পরিবার। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে জয়ের পর স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে গৌতম গম্ভীর।

উত্তরের মুখ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগে কৃষ্ণ বাসফোর ২৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। তবে তাঁর দল গ্রিনভিউ স্কুল অফ ক্রিকেট ৫৮ রানে ম্যাচটি হেরে যায় পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে।

সেরা উক্তি

ধুলোবালি মেখে থাকলেও হাতির সম্মান আলাদা। আর কুকুরকে তুমি যতই সোনার চেনে বেঁধে রাখো, কুকুর কিন্তু সম্মান পায় না। মুম্বইয়ের ভাগ্য রোহিতের মতো ক্রিকেটার ওদের দলে রয়েছে।

-নভজ্যোৎ সিং সিধু

(রোহিত শর্মার প্রশংসায়)

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. কোন দলের বিরুদ্ধে ক্রিস গেইল আইপিএলে সর্বাধিক ১৭৫ রান করেছিলেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯।

আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. গ্লেন ম্যাক্সওয়েল,
২. ঐহিকা মুখোপাধ্যায়।

সঠিক উত্তরদাতারা

সোমদেব ঘোষ, সবুজ উপাধ্যায়, নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, গোরা দত্ত।

হার্দিক-বিতর্কে হিটম্যানকে হাতির সঙ্গে তুলনা সিধুর

অশ্বীনের নিশানায় রোহিতের ভক্তরা

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ : প্রিয় খেলোয়াড়কে ভালোবাসো, পুজো করো।

কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু অন্য খেলোয়াড়কে অপমান করা অনুচিত। বক্তা রবিচন্দ্রন অশ্বীন। চলতি আইপিএলে হার্দিক পান্ডিয়া বারবার সমর্থকদের বিদ্রুপের মুখে পড়ছেন। রেহাই পাচ্ছেন না হার্দিকের স্ত্রী, পরিবারও।

অশ্বীন এদিন যে প্রসঙ্গে তথাকথিত রোহিত-সমর্থকদের একহাত নিলেন। হার্দিকের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর দাবি, 'ফ্যানদের লড়াই কখনও খারাপ দিকে যাওয়া উচিত নয়। মাথায় রাখা উচিত দুইজনেই কিন্তু দেশের প্রতিনিধিত্ব করে। কোনও দেশে এই রকম দেখেছেন? কখনও দেখেছেন জো রুট-জ্যাক ক্রলির ফ্যানদের মধ্যে লড়াই? জো রুট বনাম জস বাটলার? কিংবা স্টিভেন স্মিথ বনাম প্যাট কামিন্স? আসলে এখন যা চলছে, তা আদপে সিনেমা-সংস্কৃতি। এটা ক্রিকেট নয়।'

হার্দিকের নেতৃত্বে রোহিতের খেলা নিয়েও চলতি বিতর্ককে অহেতুক বলছেন অশ্বীন। যুক্তি, 'অতীতেও এই রকম হয়নি, তা কিন্তু নয়। শচীন অন্যের নেতৃত্বে খেলেছে। আবার শচীন, সৌরভ দুইজনেই দ্রাবিড়ের নেতৃত্বে খেলেছে। পরে অনিল কুম্বলের অধিনায়কত্বে খেলেছে তিনজনই। এমনকি চারজনকে নেতৃত্ব দিয়েছে ধোনি। ওরাও কিংবদন্তি ছিল। আর ধোনি নিজেও বিরাটের অধীনে খেলেছে।'

তারকা অফস্পিনারের দাবি, ক্রিকেটের সঙ্গে আবেগ জড়িয়ে থাকে। কিন্তু বুঝতে হবে এটা সিনেমা নয়। নায়ক পুজো ঠিক আছে। নিজের প্রিয় খেলোয়াড়কে নিয়ে উন্মাদনা থাকুক, আবেগ, ভালোবাসা থাকুক। তার মানে এই নয়, অন্য খেলোয়াড়কে বিদ্রুপ করা, ছোট করা।

> ক্রিকেটের সঙ্গে আবেগ জড়িয়ে থাকে। কিন্তু বুঝতে হবে এটা সিনেমা নয়। নায়ক পুজো ঠিক আছে। নিজের প্রিয় খেলোয়াড়কে নিয়ে উন্মাদনা থাকুক, আবেগ, ভালোবাসা থাকুক। তার মানে এই নয়, অন্য খেলোয়াড়কে বিদ্রুপ করা, ছোট করা।
>
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মধ্যেই লক্ষ্যে স্থির মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া। তৈরি হচ্ছেন সোমবারের রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচের জন্য।

প্রাক্তন ওপেনার নভজ্যোৎ সিং সিধু আবার রোহিতকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের উদ্দেশ্যে সিধুর ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য, 'ধুলোবালি মেখে থাকলেও হাতির সম্মান আলাদা। আর কুকুরকে তুমি যতই সোনার চেনে বেঁধে রাখো, কুকুর কিন্তু সম্মান পায় না। মুম্বইয়ের ভাগ্য রোহিতের মতো ক্রিকেটার ওদের দলে রয়েছে।'

এপ্রিল শেষে বিশ্বকাপ দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা,৩০ মার্চ : দিন এখনও স্পষ্ট নয়। তবে বড় অঘটন না হলে এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহেই টি২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা হওয়ার কথা।

সপ্তদশ আইপিএলে আপাতত মজে রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট মহল। আর তার মধ্যেই ক্রমশ পারদ চড়ছে জুন মাসে আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে কুড়ির বিশ্বকাপের। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি সূত্রের দাবি, এপ্রিল মাসের শেষে কুড়ির বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় দল ঘোষণা হয়ে যাবে। জানা গিয়েছে, আইসিসির কাছে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল পাঠানোর শেষ তারিখ ১ মে। যদিও প্রয়োজন অনুযায়ী ২৫ মে পর্যন্ত স্কোয়াডে রদবদল করতে পারবে সব দলই।

> এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে টি২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা হয়ে যাবে। সেই সময়ের মধ্যে আইপিএলের প্রথম পর্বের খেলা শেষ হয়ে যাবে। ফলে ক্রিকেটারদের পারফরমেন্স ফিটনেসের মান যাচাই করে দল ঘোষণায় সমস্যা হবে না। ১৯ মে আইপিএলের লিগ পর্বের খেলা শেষ। তারপর টিম ইন্ডিয়ার অনেক সদস্যই আমেরিকা উড়ে যাবেন।
>
> **বিসিসিআই প্রতিনিধি**

মার্কিন মুলুকে টি২০ বিশ্বকাপ শুরু ২ জুন। তার মাত্র কয়েকদিন আগে ২৬ মে চেন্নাইয়ে সপ্তদশ আইপিএলের ফাইনাল। কিন্তু তার জন্য রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়ার প্রস্তুতিতে খামতি থাকছে না। বিসিসিআইয়ের অন্দরের খবর, ১৯ মে চলতি আইপিএলের লিগ পর্যায়ের খেলা শেষ হলেই বেশিরভাগ ভারতীয় ক্রিকেটার নিউ ইয়র্কে রওনা হয়ে যাবেন। প্লে-অফে থাকা কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের ক্রিকেটারদের জন্য এমন নিয়মে ছাড় থাকছে বলেই খবর। বোর্ডের এক প্রতিনিধি আজ বলেছেন, 'এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে টি২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা হয়ে যাবে। সেই সময়ের মধ্যে আইপিএলের প্রথম পর্বের খেলা শেষ হয়ে যাবে। ফলে ক্রিকেটারদের পারফরমেন্স ফিটনেসের মান যাচাই করে দল ঘোষণায় সমস্যা হবে না। ১৯ মে আইপিএলের লিগ পর্বের খেলা শেষ। তারপর টিম ইন্ডিয়ার অনেক সদস্যই আমেরিকা উড়ে যাবেন।'

বন্দরনগরীতে হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে মাহিরা

সাফল্যের রাস্তার খোঁজে সৌরভরা

ভাইজাগ, ৩০ মার্চ : ২০১৯ সালের পর ২০২৪।

পাঁচ বছর পর বন্দরনগরী ভাইজাগে ফের আইপিএলের আসর। কাকতালীয়ভাবে ২০১৯ সালের মতো এবারও এসিএ-ভিডিসিএ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মুখোমুখি দিল্লি ক্যাপিটালস-চেন্নাই সুপার কিংস।

নয়াদিল্লির পাশাপাশি ঋষভ পন্থদের দ্বিতীয় হোম এবার ভাইজাগ। আর দিল্লির হাত ধরে আইপিএলের স্বাদ চেটেপুটে নিতে প্রস্তুত গোটা শহর। উত্তাপ বাড়িয়েছে প্রতিপক্ষ চেন্নাই সুপার কিংসের আগমন। বিমানবন্দর থেকে টিম হোটেল, মহেন্দ্র সিং ধোনিকে ঘিরে লাগামছাড়া উৎসাহ।

দিল্লির হোম ম্যাচ। যদিও মাঠ এবং গ্যালারি, সবদিক থেকেই অ্যাডভান্টেজ চেন্নাই। প্রথম দুই হোম ম্যাচই জিতেছে হলুদ ব্রিগেড। হার মেনেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও গুজরাট টাইটান্স। আগামীকাল মাহিদের প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচ। চিপকের বদলে এবার জয়ের ধারা বজায় রাখার মঞ্চ এসিএ-ভিডিসিএ স্টেডিয়াম।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রিকি পন্টিংয়ের দিল্লি সেখানে জোড়া হারে বেসুরো। ব্যাটিং, বোলিং, দুই বিভাগে একাধিক ফাঁকফোকর। ভালো শুরু করেও ফিনিশিংয়ে গোলমাল। কখনও উলটো। ধারাবাহিকতার অভাব স্পষ্ট। হাল ফেরাতে শক্তিশালী সিএসকে-র বিরুদ্ধে পন্টিংদের স্ট্র্যাটেজিতে বড়সড়ো রদবদলের সম্ভাবনা।

আইপিএলে শেষ পাঁচ ম্যাচের চারটিতেই চেন্নাই জয়ী। আর তা করেছে দাপট দেখিয়েই। চলতি আসরের ফর্ম বিচার্য হলে, আগামীকাল ফেভারিট নিঃসন্দেহে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বাধীন চেন্নাই। শক্তির তারতম্য ঘোচানোই চ্যালেঞ্জ দিল্লির জন্য।

ব্যাটিং শক্তি বাড়াতে পৃথ্বী শ-কে প্রথম এগারোয় রাখার ভাবনা। অধিনায়ক হিসেবে ঋষভ কামব্যাক করলেও ব্যাট হাতে প্রত্যাশা মেটেনি। ১৪ মাস পর মাঠে নামার জড়তা পরিষ্কার। ডেভিড ওয়ার্নার, মিচেল মার্শ, ট্রিস্টান স্টাবসরা রান পাচ্ছেন। কিন্তু মিডল অর্ডারে রিকি ভুঁইরা বেমানান।

দাবি উঠছে পৃথ্বীকে ফেরানোর। তবে পৃথ্বী এলেই সমস্যা মিটবে নিশ্চয়তা নেই। সৌজন্যে পৃথ্বীর গত কয়েক মরশুমের আইপিএল ফর্ম। আর সীমিত বোলিং শক্তিকে পুরোদস্তুর কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সিএসকের (পড়ুন মাহির) জুড়ি নেই। মুস্তাফিজুর রহমান, মাথিশা পাথিরানাও হলুদ জার্সিতে বিপজ্জনক। দুই ম্যাচে কাটার মাস্টার মুস্তাফিজুরের পকেটে হাফডজন উইকেট। 'নতুন লাসিথ মালিঙ্গা' পাথিরানার বিদঘুটে অ্যাকশন সেই রহস্যময়। দীপক চাহার, রবীন্দ্র জাদেজারা তো রয়েইছেন মার্শ-ঋষভদের রক্তচাপ বাড়াতে।

> মুখোমুখি (ম্যাচ ২৯)
> চেন্নাই সুপার কিংস ১৯
> দিল্লি ক্যাপিটালস ১০
>
> শেষ পাঁচে
> চেন্নাই সুপার কিংস ৪
> দিল্লি ক্যাপিটালস ১

চেন্নাইয়ের ব্যাটিং এবার বোলারদের রাতের ঘুম কাড়বে। কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল, আনরিচ নর্তজেদের জন্য ফর্মে থাকা রাচিন রবীন্দ্র, স্পিনারদের 'দুঃস্বপ্ন' শিবম দুবের সঙ্গে ড্যারিল মিচেল, রুতুরাজদের সাফল্যে ব্রেক লাগানোর পরীক্ষা।

ঘুরেফিরে মাহির মগজাস্ত্র। রুতুরাজ অধিনায়ক হলেও বকলমে দল সেই মাহির ছত্রছায়াতেই। ব্যাটিংয়ে নিজেকে আড়াল (প্রথম দুই ম্যাচে ব্যাট করেননি) করলেও, কিপিংয়ে স্বতঃস্ফূর্ততা তারিফ কুড়িয়েছে। একটা দুর্দান্ত ক্যাচ, গুরুত্বপূর্ণ সময়ে 'মাহি'-র দুই-একটা তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

আগামীকাল মাহিভাইয়ের সেই 'হার্ডল' টপকে দিল্লিকে প্রথম জয়ের স্বাদ কি এনে দিতে পারবেন ঋষভ। সেই জাদুকাঠিই হাতড়ে বেড়াচ্ছেন সৌরভ-পন্টিংরা।

ব্যাটিং কোচ মাইক হাসির সঙ্গে রুতুরাজ গায়কোয়াড়। শনিবার।

আইপিএলে আজ

গুজরাট টাইটান্স বনাম **সানরাইজার্স হায়দরাবাদ**

স্থান : আহমেদাবাদ
খেলা শুরু : দুপুর ৩.৩০ মিনিট

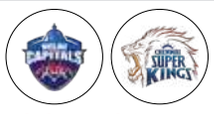

দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম **চেন্নাই সুপার কিংস**

স্থান : ভাইজাগ
খেলা শুরু : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও সিনেমায়

সাইনার রেকর্ড ভাঙলেন সাত্ত্বিক-চিরাগ

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ : ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশনের (বিডব্লিউএফ) র‍্যাংকিংয়ে ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সময় শীর্ষস্থান ধরে থাকার রেকর্ড গড়লেন পুরুষদের ডাবলসে তারকা সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি। তাঁরা ভেঙে দিলেন সাইনা নেহওয়ালের রেকর্ড। সাত্ত্বিক-চিরাগ শীর্ষস্থানে রয়েছেন

১০ সপ্তাহের বেশি সময়। পরপর চায়না, মালয়েশিয়া এবং ইন্ডিয়ান ওপেনের ফাইনালে পৌঁছান তাঁরা। চলতি বছরের মার্চে ফ্রেঞ্চ ওপেন জয়ের পর র‍্যাংকিংয়ের পয়লা নম্বর জায়গা আরও মজবুত করেন সাত্ত্বিকরা। সাইনা ২০১৫ সালের ১৮ অগাস্ট থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত নয় সপ্তাহ শীর্ষস্থানে ছিলেন। গত বছর অক্টোবরে এশিয়ান গেমস জয়ের পর প্রথম ভারতীয় ডাবলস জুটি হিসাবে র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান দখল করেন সাত্ত্বিক-চিরাগ।

হালকা মেজাজে দুই শিবিরের আশিস নেহেরা ও মুথাইয়া মুরলীধরন।

কুশল ব্যাটিংয়ে এগিয়ে শ্রীলঙ্কা

চট্টগ্রাম, ৩০ মার্চ : বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনের শেষে চালকের আসনে শ্রীলঙ্কা। অল্পের জন্য শতরান হাতছাড়া করলেন কুশল মেন্ডিস। সাকিব আল হাসানের বলে ৯৩ রানে আউট হয়ে সাজঘরে ফেরেন তিনি। ক্যাচ ধরেন মেহেদি হাসান মিরাজ। পাটা পিচে এদিন ভালো শুরু করেন শ্রীলঙ্কার দুই ওপেনার নিশান মদুষ্কা (৫৭) ও দিমুথ করুণারত্নে (৮৬)। অভিষেক ম্যাচে নজর কাড়েন বাংলাদেশের মিডিয়াম পেসার হাসান মাহমুদ। সারাদিন হাত ঘুরিয়ে তাঁর শিকার ২ উইকেট। প্রথম দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে শ্রীলঙ্কার স্কোর ৩১৪/৪। ক্রিজে দীনেশ চান্ডিমল (৩৪) ও ধনঞ্জয় ডি সিলভা (১৫)। প্রথম টেস্টে ৩২৮ রানে বাংলাদেশকে হারিয়ে দুই ম্যাচের সিরিজে ১-০ এগিয়ে রয়েছে শ্রীলঙ্কা।

গিলের মাথাব্যথা ক্লাসেন-হেডরা

আহমেদাবাদ, ৩০ মার্চ : ঘোর এখনও কাটেনি।

সহজে যাওয়ার নয়। তার মধ্যেই ফের মাঠে নামছে অরেঞ্জ ব্রিগেড সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। প্রথম দুই ম্যাচের পর কাব্যা মারানের দলের স্কোরলাইন ১-১। ইডেন গার্ডেন্সের কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছে হার। দ্বিতীয় ম্যাচে ঘরের মাঠে ২৭৭ রানের ইতিহাস।

ট্রাভিস হেড, অভিষেক শর্মা, আইডেন মার্করামদের ব্যাটিং-বিস্ফোরণ চমকে দিয়েছে এবং হেনরিচ ক্লাসেন। ইডেনের হারা ম্যাচকে প্রায় একাই জিতিয়ে দিয়েছিলেন দলকে। পাওয়ার হিটিংকে নয়া উচ্চতায় পৌঁছে দিয়ে বোলারদের আতঙ্ক দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ব্যাটার।

গঙ্গাপাড়ের ইডেন, বিরিয়ানির শহরের রাজীব গান্ধি ক্রিকেট স্টেডিয়ামের পর এবার ক্লাসেন-ঝড়ের অপেক্ষায় আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম। হেড-ক্লাসেনদের যে ব্যাটিং তাণ্ডব থামানোই পয়লা নম্বর টার্গেট শুভমান গিলদের জন্য।

সানরাইজার্সের মতো গুজরাট টাইটান্সও জোড়া ম্যাচে একটিতে জিতেছে (মুম্বই ইন্ডিয়ান্স), একটিতে হার (চেন্নাই সুপার কিংস)। তবে নেট রানরেটের বিচারে সাতে গুজরাট, চার নম্বরে সানরাইজার্স। আগামীকাল দুই দলের জন্য দ্বিতীয় জয়ের হাতছানি। গিলদের জন্য ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা।

> মুখোমুখি (ম্যাচ ৩)
> গুজরাট ২। হায়দরাবাদ ১

অরেঞ্জ-ঝড় থামানোর পরীক্ষা গুজরাটের

মাঝের বাইশ গজে আবার অদ্ভুত ককটেল। কালো এবং লাল মাটি, দুই ধরনের পিচ রয়েছে। কালো মাটির পিচ বাড়তি পেস-বাউন্স, পেসারদের অনুকূল। আবার লালরঙা শুকনো উইকেট স্পিন-সহায়ক। ক্লাসেনদের আটকাতে লাল পিচই হাতিয়ার নেহেরাদের।

রশিদ খানের সঙ্গে রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোরের স্পিন 'ফ্যাক্টর' হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য মার্করাম-ক্লাসেনদের বিরুদ্ধে মাঝের ওভারে সেরা অস্ত্র আফগান তারকাই। মোহিত শর্মার সুইং ও অরেঞ্জ-ঝড়ে ব্রেক লাগাতে কার্যকর হতে পারে। বিশেষত, নতুন বলে হেডকে দ্রুত সাজঘরে পাঠাতে। আছেন অভিজ্ঞ উমেশ যাদবও।

গত দুইবারের ফাইনালিস্ট গুজরাট এবার তুলনামূলকভাবে কমজোরি। বোলিংয়ে মহম্মদ সামির অনুপস্থিতি বড় ধাক্কা। শূন্যতা পূরণ সহজ নয়। একইভাবে অলরাউন্ডার এবং গত দুই লিগের অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার দলছাড়া ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।

অপরদিকে প্যাট কামিন্স-ভুবনেশ্বর কুমারদের চাপ সামলাতে প্রথম দুই ম্যাচে ব্যর্থ গিলই (৩১ ও ১) বড় ভরসা। পাওয়ার প্লে-তে ভালো শুরুর ক্ষেত্রে আশিস নেহেরা-গ্যারি কার্স্টেনরা তাকিয়ে থাকবেন ঋদ্ধিমান সাহার দিকেও। ব্যর্থতা ঝেড়ে ডেভিড মিলারের (১২, ২১ রান) রানে ফেরা জরুরি। রাহুল তেওয়াটিয়ার ফিনিশিং টাচ কি ফিরবে আগামীকাল?

দলের ফাঁকফোকর ঢেকে টগবগিয়ে ফুটতে থাকা সানরাইজার্সকে থামানো, গিল ব্রিগেড কঠিন কাজটা কীভাবে সামলায় সেটাই দেখার।

অসুস্থ বাগান কোচ হাবাস

চেন্নাই ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট পাওয়াই লক্ষ্য দিমিত্রিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ মার্চ : লম্বা বিরতি কাটিয়ে রবিবার ফের মাঠে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ঘরের মাঠে দিমিত্রিস পেত্রাতোসদের প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়ান এফসি। লিগ তালিকার শেষদিকে থাকা দলটিকে কিন্তু দারুণ গুরুত্ব দিচ্ছে সবুজ-মেরুন শিবির। আসলে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হলেও শিল্ড এখনও অধরাই রয়ে গিয়েছে গঙ্গাপারের ক্লাব তাঁবুতে। এবার কিন্তু সেই অধরা মাধুরীর স্পর্শ পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। তাই কোনও বাড়তি ঝুঁকি নিতে নারাজ মোহনবাগান। ঘরের মাঠে ৩ পয়েন্ট তুলে লিগ শীর্ষে ওঠাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দলের। শারীরিক অসুস্থতার কারণে শনিবার অবশ্য সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন না মোহনবাগান কোচ। তাঁর বদলে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হলেন সহকারী কোচ ম্যানুয়েল পেরেজ। তবে সাংবাদিক সম্মেলনে না এলেও ম্যাচের দিন ডাগআউটে হাবাসই থাকবেন। চোটের জন্য চেন্নাই ম্যাচে নেই সাহাল আবদুল সামাদ। এই প্রসঙ্গে হাবাসের ডেপুটি পরিষ্কার বলেছেন, 'সাহালের চোট রয়েছে। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ওকে দলে রাখার কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। আমাদের এখনও ৪টি ম্যাচ বাকি। ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত। তাছাড়া আমাদের হাতে আরও ২১ জন খেলোয়াড় রয়েছে। কোনও নির্দিষ্ট খেলোয়াড়ের ওপর দল নির্ভরশীল নয়।'

আসলে মোহনবাগান বাকি চারটি ম্যাচে খুব হিসেব করে চলতে চাইছে। কারণ এরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে সামান্য ভুল করা মানেই শিল্ড জেতার স্বপ্নের সলিলসমাধি ঘটে যাওয়া। এই মুহূর্তে মোহনবাগান ১৮ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ৪১ পয়েন্ট নিয়ে মুম্বই সিটি এফসি লিগ শীর্ষে থাকলেও তারা বাগানের থেকে ১ ম্যাচ বেশি খেলেছে। এদিকে সাহাল ছাড়াও জনি কাউকোর হালকা চোট রয়েছে। তবে তিনি দলে থাকছেন। প্রতিপক্ষ চেন্নাইকে দারুণ সমীহ করছে মোহনবাগান। পেরেজ বলেছেন, 'চেন্নাই শক্তিশালী দল। ওরা সুপার সিক্সের জন্য লড়াই করছে। ওদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে। তবে আমরা ৩ পয়েন্টের লক্ষ্যে মাঠে নামব।'

অন্যদিকে সাংবাদিক সম্মেলনে মোহনবাগানকে নিয়ে রীতিমতো স্তুতি করে গেলেন চেন্নাই কোচ ওয়েন কয়েল। তিনি বলেছেন, 'মোহনবাগান আইএসএলের অন্যতম সেরা দল। সাহাল, অনিরুদ্ধ থাপা, মনবীর সিংয়ের মতো খেলোয়াড় রয়েছে। তার ওপর রিজার্ভ বেঞ্চও ওদের যথেষ্ট শক্তিশালী।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ওদের টিম দুর্দান্ত হলেও আমরা নিজেদের সেরাটা দেব। ৩ পয়েন্টের জন্য খেলতে নামব।' শেষ ম্যাচে চেন্নাই হায়দরাবাদের কাছে হারলেও সুপার সিক্সে যাওয়ার একটা সুযোগ তাদের সামনে রয়েছে। দলে দেবজিৎ মজুমদার, সার্থক গোলুই, রহিম আলি, অঙ্কিত মুখোপাধ্যায়ের মতো বঙ্গ সন্তানরা রয়েছে। এই বঙ্গসন্তানরাই কিন্তু মোহনবাগানের ৩ পয়েন্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় কাঁটা হয়ে উঠতে পারে।

> **আইএসএলে আজ**
>
> মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম চেন্নাইয়ান এফসি
>
> সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
> স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, কলকাতা
> সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেলে

জনি কাউকো, জেসন কামিন্সদের সঙ্গে অনুশীলনে হেক্টর ইউসতে। শনিবার কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

অ্যালেক্সিসকে বসাতেই ছন্দপতন

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-১
(অ্যালেক্সিস)
ইন্টার কাশী-১ (মারিও)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ মার্চ : ইতিহাস গড়ার অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের।

খেতাবের সঙ্গে মহমেডানের কমলেও সুযোগ ছিল আই লিগ ও আইএসএলের ছাড়পত্র কার্যত নিশ্চিত করার। কিন্তু একের পর এক গোলের সহজ সুযোগ নষ্ট করে ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে ১ পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল ডেভিড লালহালানসাঙ্গাদের। তাতে মহমেডান সমর্থকদের আপত্তি

আটকে গেল মহমেডান

জানানোর কথা নয়। কারণ, ম্যাচের শেষ ১৫ মিনিট কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ অতিরক্ষণাত্মক রণনীতি বুমেরাং হয়ে যায়। সেই সময়ই ইন্টার কাশী সমতায় ফেরে। ভাগ্য সহায় না হলে খালি হাতেও ফিরতে হতে পারত সাদা-কালো ব্রিগেডকে।

৮ মিনিটে অ্যালেক্সিস গোমেজের শট সন্দীপ মান্ডির পায়ে লেগে জালে জড়াতেই যেন অকাল ইদের চাঁদ দেখতে পেয়েছিলেন সাদা-কালো সমর্থকরা। দ্বিতীয়ার্ধে কাশী গোলরক্ষক অরিন্দম ভট্টাচার্যকে একা পেয়েও দুইবার গোল করতে ব্যর্থ হন এডি হার্নান্ডেজ। আবার ৬৩ মিনিটে অ্যালেক্সিসের শট পোস্টে লাগে। কিন্তু ৭৫ মিনিটে এই আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডকে তুলে নিতেই ম্যাচের গতি উলটে যায়। এরপর টানা আক্রমণে মহমেডানের রক্ষণভাগের নাভিশ্বাস তুলে দেন কাশীর জর্ডন লামেলারা। ৭৬ মিনিটে কাশীর টোম্বা সিংয়ের শট পোস্টে লাগে। ৮২ মিনিটে মারিও বার্কোর হেডে জালে জড়াতেই স্তব্ধ নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়াম। এরপর কখনও গোললাইন থেকে বল বিপন্মুক্ত করেন অধিনায়ক আদিঙ্গা, আবার কখনও রুখে দাঁড়ান পদম।

ফলে ২২ ম্যাচের পর মহমেডানের পয়েন্ট ৪৯। এই মুহূর্তে তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীনিধি ডেকান বাকি ৪টি ম্যাচের সবকটিতে জিতলে ৫২ পয়েন্ট পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে। কিন্তু রবিবার রাজস্থানের বিরুদ্ধে তারা হারলে হেড টু হেডে এগিয়ে থাকার নিরিখে দুই ম্যাচ আগেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ থাকছে মহমেডানের।

> এক পয়েন্ট পেয়ে খুশি আমি। ম্যাচের ফল আমাদের পক্ষে বা বিপক্ষেও যেতে পারত। ছেলেরা আজ দারুণ লড়াই করেছে।
>
> **আন্দ্রেই চেরনিশভ**
> মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কোচ

বাগদত্তাকে সাফল্য উৎসর্গ ভেঙ্কটেশের

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ মার্চ : দুইয়ে দুই! লিগ টেবিলেও দুই!

আরও সাফল্যের পথে এগিয়ে চলার হাতছানি। সেই হাতছানি নিয়েই রবিবার বেঙ্গালুরু থেকে ভাইজাগে পৌঁছে যাচ্ছে টিম কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেখানে ৩ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে সপ্তদশ আইপিএলের তিন নম্বর ম্যাচ রয়েছে নাইটদের।

ম্যাচ শেষে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের কাছে সাফল্যের রহস্য ফাঁস করলেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার। শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে।

তার আগে জোড়া জয়ের সাফল্যে চেগে রয়েছে পুরো দল। বোলাররা বল হাতে দারুণ পারফর্ম করছেন। ওপেনিং জুটিতে ফিল সল্ট ও সুনীল নারায়ণ দলকে ভরসা দিতে শুরু করেছেন তাঁদের 'বাজবল' ক্রিকেটের মাধ্যমে। পাশাপাশি নাইটদের মিডল অর্ডারে অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার, ভেঙ্কটশ আইয়াররাও রানে ফিরেছেন। বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে দাপুটে জয়ের পর আজ সারাদিন উদ্যানগনরীতেই কাটিয়ে দিল কেকেআর। কোনও অনুশীলন ছিল না আজ দলের। আগামীকাল ভাইজাগ পৌঁছানোর পর অনুশীলন

> একটা করে ম্যাচ ধরে এগিয়ে চলার পরিকল্পনা হচ্ছে দলের অন্দরে। আমরাও সেভাবেই নিজেদের তৈরি করছি।
>
> **ভেঙ্কটেশ আইয়ার**

রসদ রয়েছে। নেপথ্যে দলের দুই ক্যারিবিয়ান তারকা আন্দ্রে রাসেল ও সুনীল নারায়ণ। বল হাতে রাসেল চিন্নাস্বামীর বাইশ গজের চরিত্র বুঝে সতীর্থদের গতি কমিয়ে বল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরে আরসিবি-র ১৮২ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে ওপেন করতে নেমে ২২ বলে ৪৭ করে ঝড় তুলেছিলেন নারায়ণ। রাসেল-নারায়ণ যুগলবন্দি নাইটদের ম্যাচ জয়ের কাজটা সহজ করে দিয়েছিল। গত রাতে খেলার শেষে সেই কথা স্বীকারও করে নিয়েছিলেন অধিনায়ক শ্রেয়স।

৩০ বলে ৫০ রান করে দলের সাফল্যে অবদান রেখেছেন ভেঙ্কটেশও। যদিও ৫০ রানের ইনিংস খেলার সময় কোমরে চোটও পেয়েছিলেন তিনি। রাতের বেঙ্গালুরুতে সেই চোটের স্ক্যান হয়েছিল। রিপোর্ট যদিও স্পষ্ট নয়। নাইট সংসারের আরও এক তারকা নীতীশ রানাও চোটের কবলে। তাঁর চোটের অবস্থা নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। আরসিবি-র ডেরায় তাদের উড়িয়ে দেওয়ার পর দলের অন্দরের চোটের খবরে এখন কারোরই আগ্রহ নেই। বদলে অনেক বেশি করে রয়েছে আগামীর সাফল্যের তাগিদ। ভেঙ্কটেশের কথায় যা স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, 'আরসিবি-র বিরুদ্ধে দারুণ একটা ম্যাচ জিতলাম আমরা। সুনীল ব্যাট হাতে রোমহর্ষক ইনিংস খেলে আমাদের চাপটা কমিয়ে দিয়েছিল। বাকি কাজটা আমরা করে দিয়েছি। কিন্তু এখনও পথ চলার অনেক বাকি।' বেঙ্গালুরুর পরের স্টেশন ভাইজাগ। সেখানে ঋষভ পন্থের দিল্লি ক্যাপিটালস নাইটদের অপেক্ষায়। ভেঙ্কটেশের কথায়, 'একটা করে ম্যাচ ধরে এগিয়ে চলার পরিকল্পনা হচ্ছে দলের অন্দরে। আমরাও সেভাবেই নিজেদের তৈরি করছি।' ভেঙ্কটেশের কোমরের চোটের অবস্থা কেমন, স্পষ্টভাবে জানা না গেলেও তাঁর বাগদত্তা শ্রুতি রঘুনাথনের সামনে হাফ সেঞ্চুরি করতে পেরে তৃপ্ত নাইট ব্যাটার। ভেঙ্কটেশের কথায়, 'রান করতে সবসময়ই পছন্দ করি। তবে চিন্নাস্বামীতে ৩০ বলে ৫০ রানের ইনিংসটা স্পেশাল। কারণ, গ্যালারিতে আমার বাগদত্তা ছিল। ওকেই এই ইনিংস উৎসর্গ করতে চাই।'

মহিলা ফুটবলারকে হেনস্তার অভিযোগ

গ্রেপ্তার ফেডারেশন কর্তা

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের অন্যতম কর্তা দীপক শর্মার বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ এনেছেন হিমাচল প্রদেশের খাদ এফসি-র দুই মহিলা ফুটবলার। তাঁদের অভিযোগ, গত শুক্রবার গোয়াতে মহিলা ফুটবল লিগ চলাকালীন মদ্যপ অবস্থায় তাঁদের গায়ে হাত তোলেন অভিযুক্ত ফুটবলকর্তা। অভিযোগকারী এক ফুটবলার বলেছেন, 'আমি রান্নাঘরে সেদিন ডিম রান্না করছিলাম। সেইসময় স্যর (দীপক) নিজের ঘরে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন রান্না করছি?' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমি বলেছিলাম খাবার শেষ হয়ে গিয়েছে বলেই রান্না করছি। স্যর তখন রেগে গিয়ে আমাকে সব রান্না ফেলে দিতে বলে বকাবকি করেন। আমি কাঁদতে কাঁদতে নিজের রুমে চলে আসি। তারপর উনি ঘরে আমাকে শারীরিক হেনস্তা করেন। এরপর আমরা অভিযোগ করলে প্রত্যাহার করার জন্য চাপ দেওয়া হয়।' যদিও শনিবার রাতে গোয়া পুলিশ দীপককে গ্রেপ্তার করেছে। এদিকে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, 'এআইএফএফ-কে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে ও ফুটবলারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ক্রীড়ামন্ত্রক।' শনিবার বিকেলে ফেডারেশনের তরফে ঘটনার তদন্ত করতে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং দীপক শর্মাকে ফুটবল সংক্রান্ত কাজকর্ম থেকে আপাতত দূরে থাকতে বলা হয়েছে। যদিও দীপক এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেই দাবি করেছেন।

এক্সপ্রেস গতিতে ফারাক গড়ে দিলেন মায়াঙ্কই

লখনউ সুপার জায়েন্টস-১৯৯/৮
পাঞ্জাব কিংস-১৭৮/৫

লখনউ, ৩০ মার্চ : আইপিএল শুরুর আগে দিল্লি ক্যাপিটালস জানিয়েছিল, ১৪ মাস পর ক্রিকেটে ফেরা ঋষভ পন্থ বেশকিছু ম্যাচে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হতে পারেন। সেই দৃশ্য এখনও দেখা যায়নি। কিন্তু পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে শনিবার লখনউ সুপার জায়েন্টস তাদের অধিনায়ক লোকেশ রাহুলকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার করল। তাদের এই স্ট্র্যাটেজি বৃথা যায়নি। রাহুলের পরিবর্তে নেতৃত্ব দিয়ে নিকোলাস পুরান ২১ রানে জয় এনে দিলেন লখনউকে। মাঝপর্বে এক্সপ্রেস গতির বোলিংয়ে ফারাক তাদের মায়াঙ্ক যাদব। পাটা পিচে শিখর ধাওয়ান ও জনি বেয়ারস্টো ওপেনিং করতে নেমে ১০২ রানের জুটির পরও পাঞ্জাব ৫ উইকেটে ১৭৮ রানে আটকে যায়।

ব্যাট হাতে অবশ্য ব্যর্থ হলেন লোকেশ (১৫)। দেবদত্ত পাডিক্কাল (৯), মার্কাস স্টোয়িনিসও (১৯) হতাশ করেন। তারপরও লখনউয়ের স্কোর ১৯৯/৮-এ পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম কারিগর ক্রুণাল পান্ডিয়া (২২ বলে অপরাজিত ৪৩)। শেষবেলায় তাঁর দাপটেই কাজ কঠিন হয়ে গিয়েছিল ধাওয়ান ব্রিগেডের।

টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নামার পর লখনউয়ের শুরুটা ভালো হয়নি। স্যাম কুরান (২৮/৩), অর্শদীপ সিংদের (৩০/২) সামনে তারা ৪৫ রানের মধ্যে রাহুল ও দেবদত্তকে হারায়। ৭৮/৩ হয়ে যাওয়ার পর অবশ্য হাল ধরেছিলেন কুইন্টন ডি কক (৩৮ বলে ৫৪) ও পুরান (২১ বলে ৪২)। তাদের ৪৭ রানের পার্টনারশিপ লখনউয়ের বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। কিন্তু দুই ওভারের মধ্যে কুইন্টন ও পুরানকে তুলে নিয়ে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করেছিল পাঞ্জাব। তবে উল্টোদিকে টেলএন্ডাররা থাকলেও নিজের সহজাত ব্যাটিংয়ে

ডেথ ওভারে ঝড় তুললেন ক্রুণাল পান্ডিয়া। শনিবার।

লখনউয়ের স্কোর দুশোর কাছে পৌঁছে দেন ক্রুণাল।

রানতাড়ায় নেমে ধাওয়ান (৫০ বলে ৭০) ও বেয়ারস্টো (২৯ বলে ৪২) বিস্ফোরক শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের জুটি ভাঙার পরই মায়াঙ্কের (২৭/৩) ১৪৫ কিলোমিটার প্লাস গতির শর্টপিচ বোলিংয়ের সামনে খেই হারাতে থাকে পাঞ্জাব। ধাওয়ানকে করা মায়াঙ্কের একটি বল তো ১৫৫ কিলোমিটার ছাপিয়ে যায়। জিতেশ শর্মা (৬), কুরান (০) এমনকি লিয়াম লিভিংস্টোনও (অপরাজিত ২৮) শেষপর্বে দলের চাহিদামতো বড় শট খেলতে পারেননি।

গড়পেটা নিয়ে বৈঠক আইএফএ-তে

কলকাতা, ৩০ মার্চ : কলকাতা লিগ চলাকালীন ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ উঠেছিল টালিগঞ্জ ও উয়াড়ির বিরুদ্ধে। শনিবার এক বৈঠকে দুই ক্লাবের বক্তব্য শুনলেন আইএফএ কর্তারা। ফের মঙ্গলবার তাদেরকে আইএফএ-তে ডাকা হয়েছে। এছাড়াও লিগ চলাকালীন ভবানীপুর অভিযোগ করেছিল, খিদিরপুরের কোচের প্রয়োজনীয় কোচিং লাইসেন্স নেই। এদিন অবশ্য খিদিরপুর ক্লাবের কর্তারা কেউ আসেননি। তাঁদেরকে নিয়ে ফের বৈঠকে বসবে বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। পাশাপাশি বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগে নাসারি লিগের দল কিশোর বাহিনীর কোচকে বরখাস্ত করেছে আইএফএ। এদিকে বাংলায় মহিলা ন্যাশনাল আয়োজন নিয়ে একটা প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। যদিও আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানিয়েছেন, সূচি হাতে পাবার পর এই নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

হেরে সতীর্থদের বিরাট বার্তা

'আরও ভালো পারফর্ম করার ক্ষমতা রয়েছে আমাদের'

বেঙ্গালুরু, ৩০ মার্চ : তিনি রান করছেন। দল হারছে। তিনি একাই লড়াই করে যাচ্ছেন। দলও ব্যর্থতার সাগরে তলিয়ে যাচ্ছে।

অথচ কখনও আইপিএল খেতাব না জেতা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু দলটা কি এতটাই খারাপ? আরসিবি-র ক্রিকেটপ্রেমীরা হতাশায় ডুবে এমন প্রশ্ন তুলেছেন। সময়ের সঙ্গে যা ক্রমশ বাড়ছে। এমন অবস্থায় গত রাতে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে মর্যাদার ম্যাচে চূর্ণ হওয়ার পর সতীর্থদের দলের সাজঘরে একত্রিত করেন বিরাট কোহলি। কেকেআরের কাছে হারের পর সতীর্থদের হতাশ কোহলি বলেন, আরসিবি-র দল হিসেবে আরও ভালো পারফর্ম করার ক্ষমতা রয়েছে। শুধু নিজেদের উপর আস্থা রাখতে হবে।

কোহলির বার্তা তাঁর সতীর্থদের কতটা চাঙ্গা করতে পেরেছে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে ৫৯ বলে ৮৩ রানের ইনিংস খেলার পরও দলকে না জেতাতে পারার হতাশা থেকে কোহলি বলেছেন, 'কঠিন একটা রাত গেল আমাদের। সবারই সমানভাবে ভাবার সময় এসেছে এবার। পারফরমেন্সের পর্যালোচনারও প্রয়োজন। দল হিসেবে এত খারাপ নই আমরা।

ব্যাট উপহার পেয়ে বিরাট কোহলিকে জড়িয়ে ধরলেন রিঙ্কু সিং।

আরও ভালো করার ক্ষমতা রয়েছে আমাদের।' তিন ম্যাচে মোট ১৮১ রান করে আপাতত কমলা টুপি বিরাটের দখলে। একইসঙ্গে তিনি নিজেও সমালোচনায় বিদ্ধ।

আরসিবি-র বোলিংয়ের ভেদ শক্তির অভাবের কারণে যখন মাইকেল ভন, টম মুডির মতো প্রাক্তনরা কোহলির দলের বোলিংয়ে পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ মনে করতে শুরু করেছেন, মহম্মদ সিরাজ, যশ দয়াল, আলজারি জোসেফদের নিয়ে আইপিএল ট্রফি জয় সম্ভব নয়। তখন ৫৯ বলে ৮৩ রান করেও 'ম্যাচ কা মুজরিম' কোহলি। সৌজন্যে তাঁর স্ট্রাইক রেট। ১৪০ স্ট্রাইক রেট নিয়ে গতকালের ইনিংস সাজিয়েছিলেন বিরাট। আধুনিক ক্রিকেটে এমন স্ট্রাইক রেট যথেষ্ট নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। এমনকি কোহলি কুড়ির বিশ্বকাপের স্কোয়াডে নিজের জায়গা পাকা করার ব্যক্তিগত লক্ষ্য নিয়ে খেলছেন আইপিএল, এমন অভিযোগও রয়েছে সোশ্যাল দুনিয়ায়। মাঠের বাইরের এমন সব বিষয় নিয়ে কোহলি কতটা ভাবছেন, জানা নেই। কিন্তু আজ কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকার বিরাটের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সানি বলেছেন, 'ক্রিকেট দলগত খেলা। সেখানে কোহলি একা কত কী করবে, জানা নেই আমার। গত রাতে যদি সতীর্থদের থেকে সাহায্য পেত ও, তাহলে কোহলির রানটা ৮৩-র বদলে ১২০ হতে পারত। সতীর্থদের ব্যর্থতার চাপও বিরাটকে সামলাতে হবে, ওই বা কী আর করবে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
নদিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদিয়া - এর এক বাসিন্দা নারায়ণ প্রামাণিক - কে 06.01.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 47A 31364 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি অল্প কিছু টাকা দিয়ে ডিয়ার লটারির টিকিট কেনার মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছিলাম। ডিয়ার লটারি একটি স্বচ্ছ পদ্ধতি প্রদান করেছে যেটা পুরোপুরিভাবে সন্তুষ্টিজনক, প্রত্যেক ডিয়ার লটারি ক্রেতার কাছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি যা আমার জীবনকে আরও ভালো ভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করবে।"

আজ ইপিএলে গুরু বনাম শিষ্যের লড়াই

পেপকে বিশ্বের সেরা কোচ তকমা আর্তেতার

ম্যাঞ্চেস্টার, ৩০ মার্চ : 'আগে যে অনুভূতি ছিল এখন আর তা নেই। দলের স্বার্থে বদলাতে হয়েছে। আমার ফুটবল আড্ডার বন্ধুদের মধ্যে তিনি অন্যতম ভালো মানুষ। ওঁর সঙ্গে কাটানো মজার সময়গুলি আজও মনে গেঁথে রয়েছে। আজীবন থাকবে। আমার মতে তিনিই বিশ্বের সেরা কোচ।'

বক্তা আর্সেনালের হেডস্যর মিকেল আর্তেতা। যার উদ্দেশে কথাগুলি বলা তিনি ম্যাঞ্চেস্টার সিটির 'চাণক্য' পেপ গুয়ার্দিওলা। রাত পোহালেই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সিটিজেনস বনাম গানার্স দ্বৈরথ। তার আগে একসময়ের গুরুকে এভাবেই সম্মানে ভরিয়ে দিলেন আর্তেতা। ২০১৯ সালে আর্সেনালের দায়িত্ব নেওয়ার আগে তিন বছরেরও বেশি সময় গুয়ার্দিওলার সহকারী হিসাবে ম্যান সিটিতে কাজ করেছিলেন তিনি।

গুরু বনাম শিষ্যের লড়াই তো বটেই, দুই প্রধানের কাছেই খেতাবি দৌড়ে এগিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। ২৮ ম্যাচে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। সমসংখ্যক ম্যাচে সমান পয়েন্ট নিয়ে গোলপার্থক্যের ভিত্তিতে দুইয়ে লিভারপুল। ২৮ ম্যাচেই ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে তিনে ম্যান সিটি। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে গুয়ার্দিওলা অবশ্য আর্তেতার পথে হাঁটেননি। তিনি বলেছেন, 'গত মরশুমের পর এই মরশুমটাও দারুণ কাটছে। লিগের শেষ ১০ ম্যাচের মধ্যে আমরা চলে এসেছি। খেতাব নির্ধারণের জন্য সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর্সেনাল ম্যাচ তো বটেই, বাকি সবকয়টি ম্যাচে নিজেদের সেরাটা দিতে হবে।'

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের** পক্ষে **প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযূপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in